গোয়েন্দা ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেঞ্চার
নয়ন রহস্য

কাহিনি: সত্যজিৎ রায়
ছবি: অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়
নয়ন রহস্য

বারগার ভালবাসেন,
আমার তরফ থেকে
যোগ ব্যায়ামে শরীর ঠিক থাকে। উনি স্কুটারে করে বাজারে যাচ্ছেন।
হুঁ...ম
আমি এবার প্রথম সারিতে বসা স্বনামধন্য গোয়েন্দাপ্রবর শ্রীপ্রদোষচন্দ্র মিত্রকে অনুরোধ করছি মঞ্চে আসতে।
আমাকে না ডেকে এই ভদ্রলোককে ডাকুন। আমাকে ডাকলে বিপত্তির আশঙ্কা আছে।
না স্যার, আমি চাই আপনিই আসুন।
আমার আমন্ত্রণেই উনি আজকের শোতে এসেছেন

উহ!
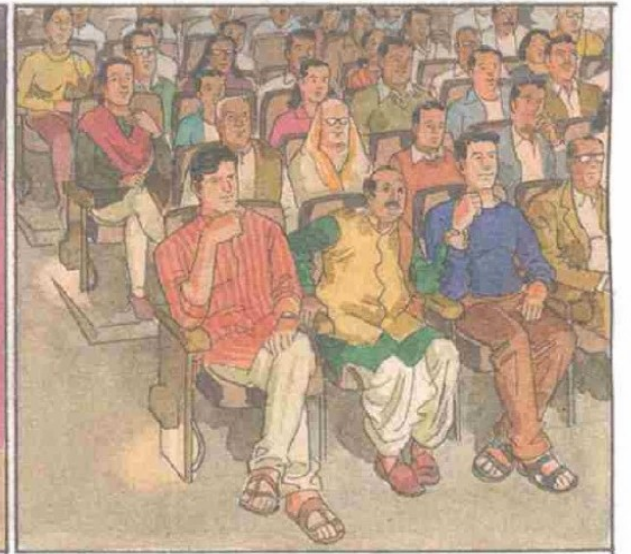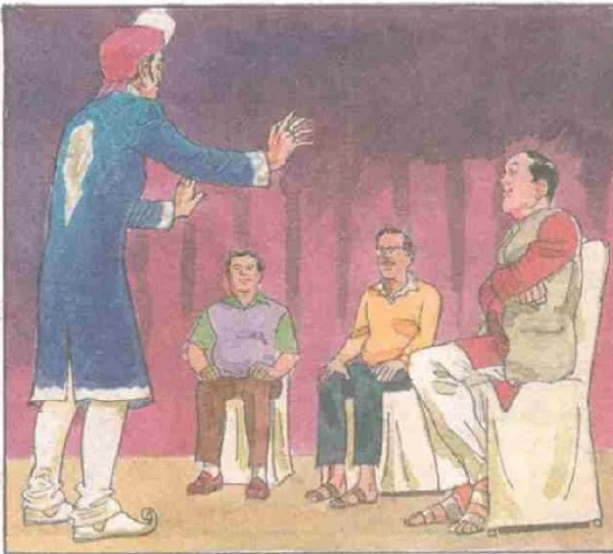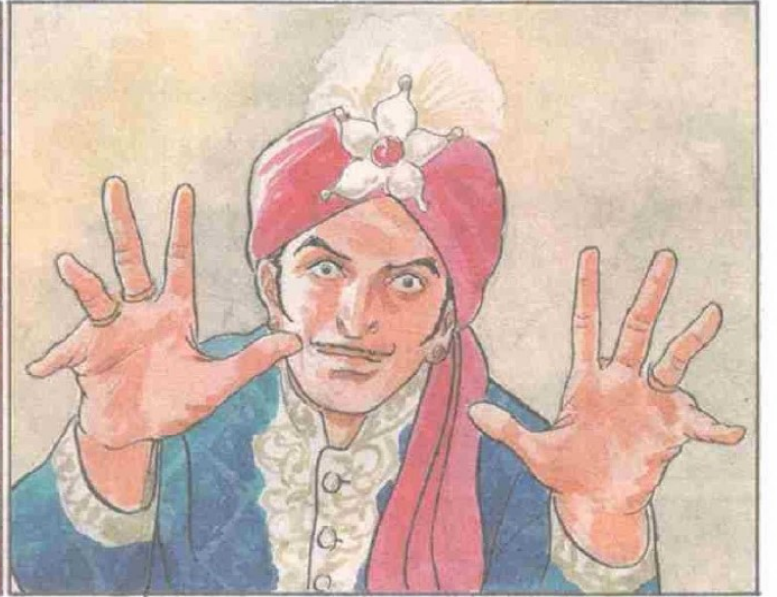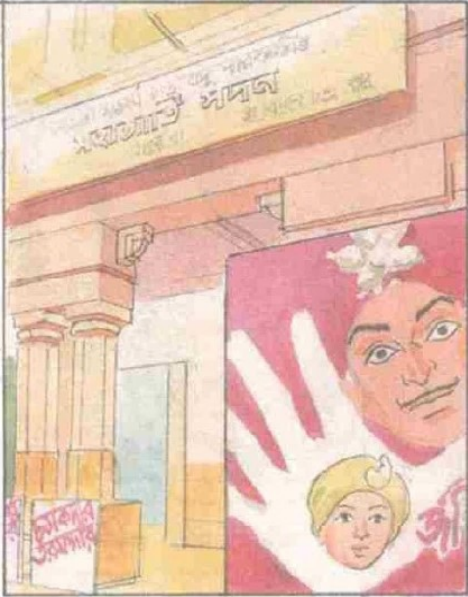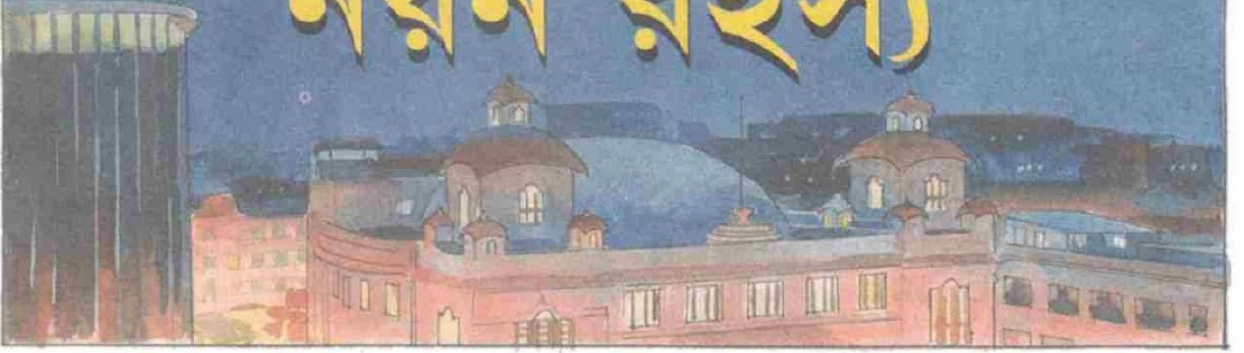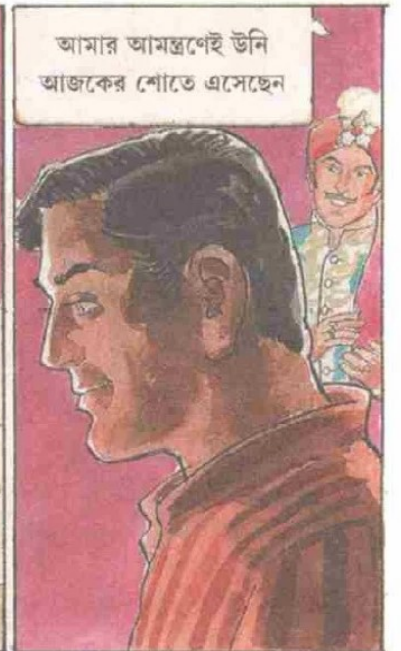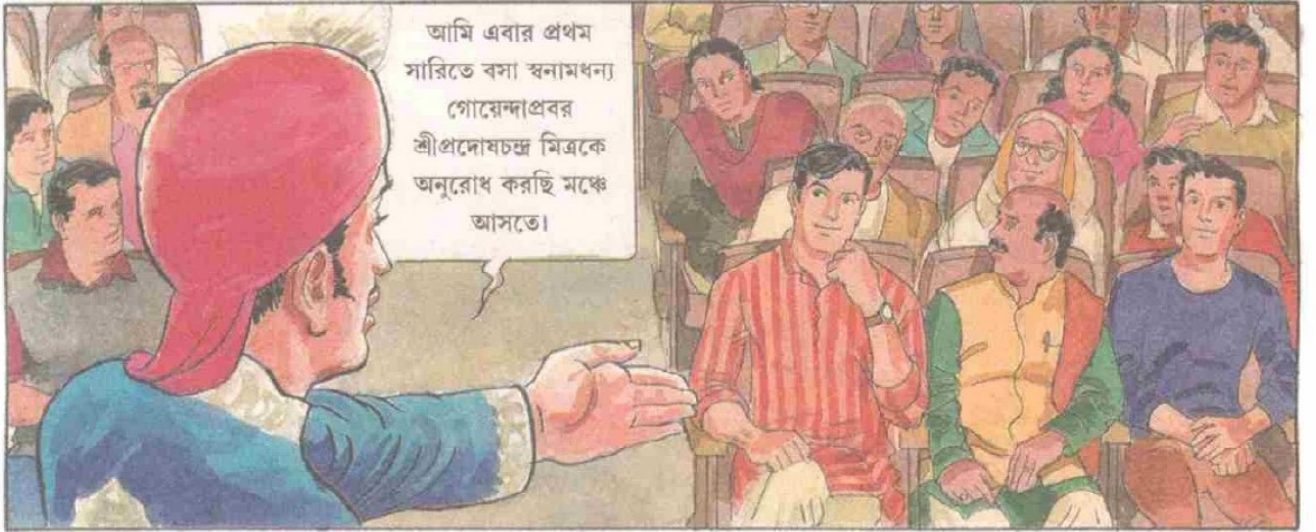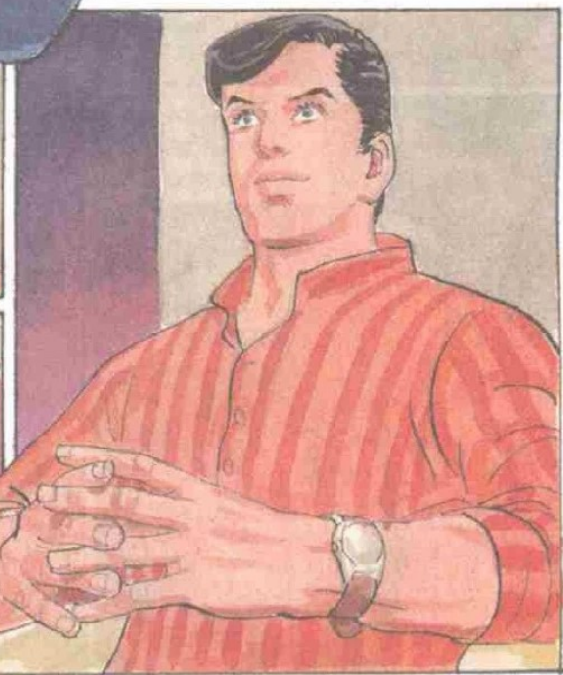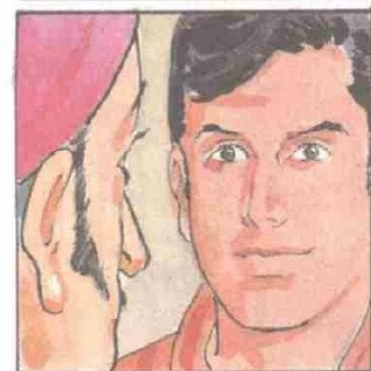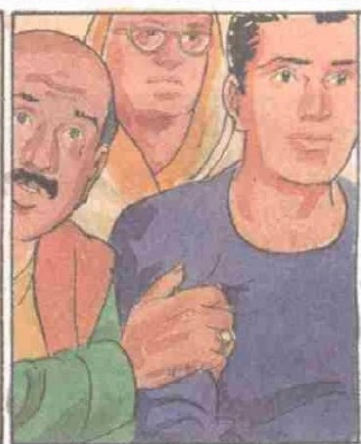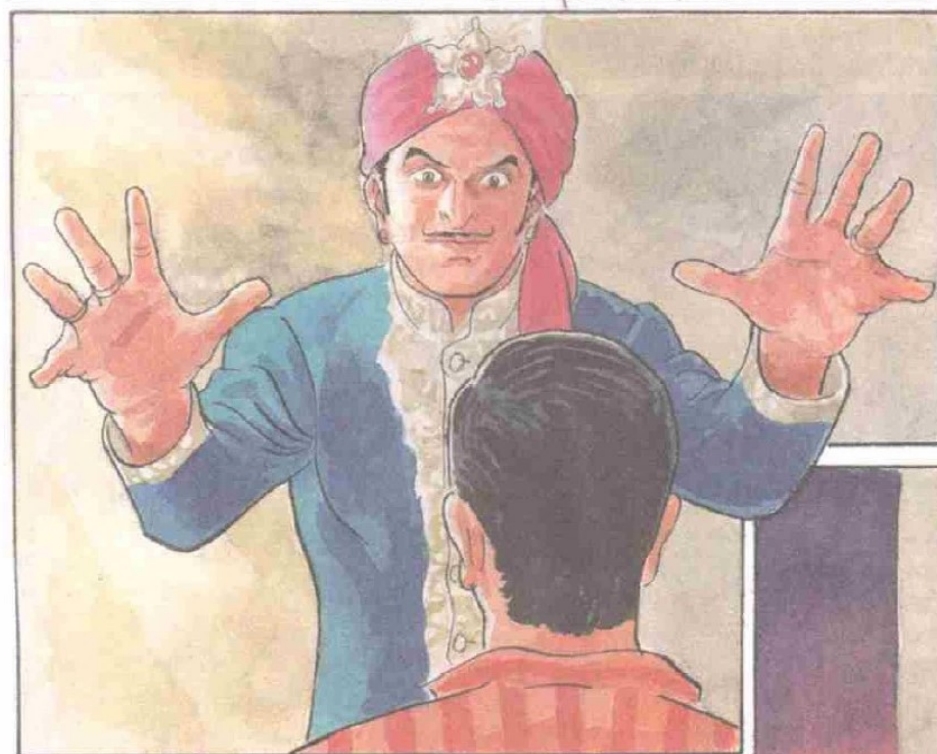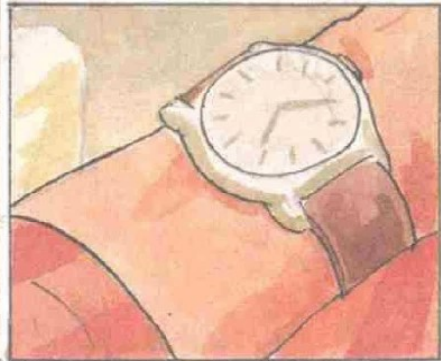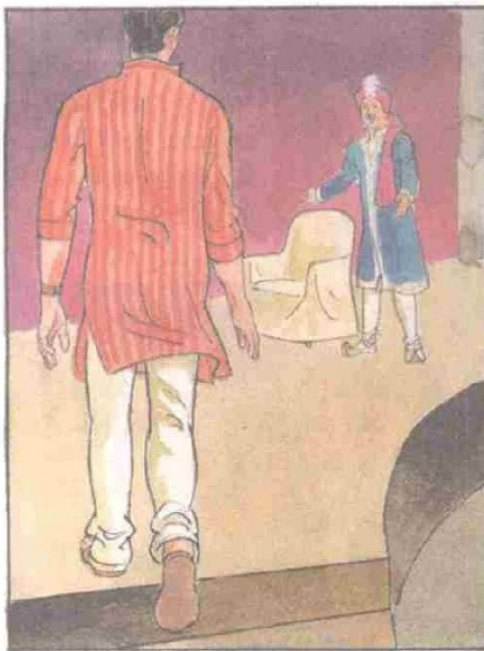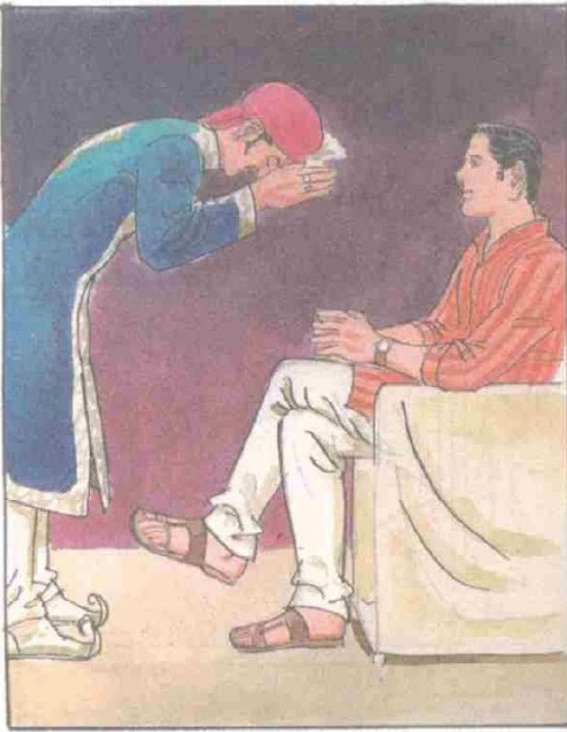
ফেলু মিত্তির বস্তুটা যে কী, সেটা আপনাদের দেখানোর জন্যি আমি এঁকে মঞ্চে ডেকেছিলাম। এঁর কাছে হার স্বীকার করতে আমার বিন্দুমাত্র লজ্জা নেই।

এই বালকের নাম জ্যোতিষ্ক, এর আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় এখনই পাবেন। আমি স্বীকার করছি এতে আমার কোনও বাহাদুরি নেই। একে মঞ্চে উপস্থিত করতে পেরে আমি গর্বিত। এছাড়া আমার কোনও ক্রেডিট নেই।
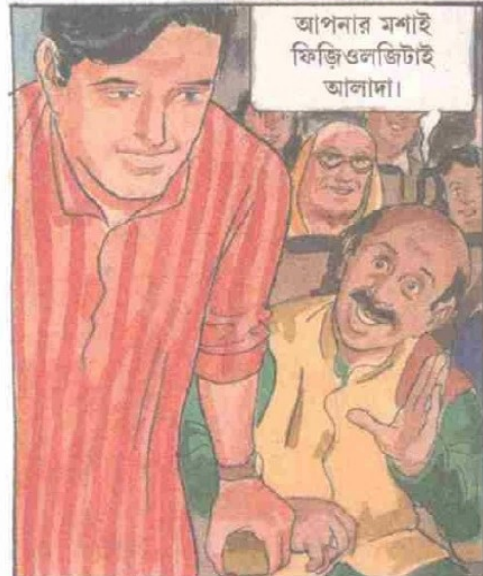
আপনার মশাই ফিজ়িওলজিটাই আলাদা।
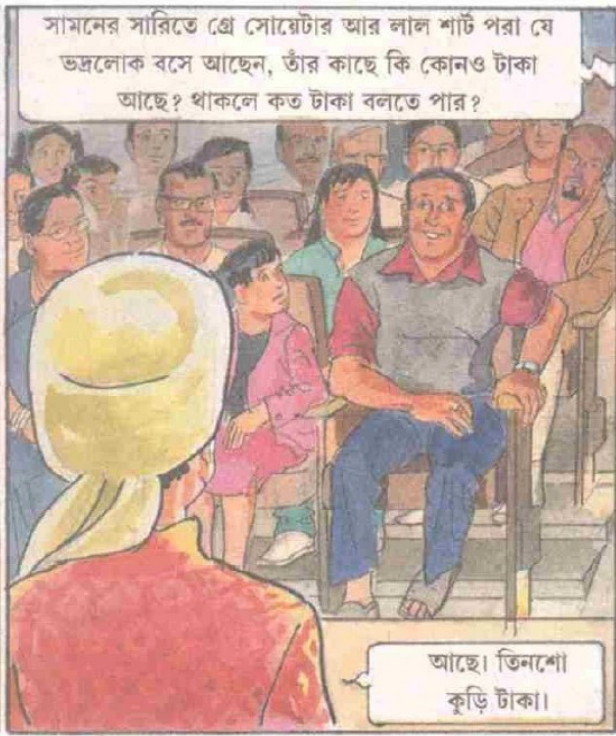
জ্যোতিষ্ক, দর্শকদের দিকে দেখো তো।
সামনের সারিতে গ্রে সোয়েটার আর লাল শার্ট পরা যে ভদ্রলোক বসে আছেন, তাঁর কাছে কি কোনও টাকা আছে? থাকলে কত টাকা বলতে পার?
আছে। তিনশো কুড়ি টাকা।
হি ইজ় রাইট!
যে দুটো দশ টাকার নোট রয়েছে তার নম্বর বলতে পার?
টোয়েন্টি ওয়ান ডি টু ফাইভ ফাইভ টু ফাইভ জ়িরো।
মাই গড! হি ইজ় অ্যাবসোলিউটলি রাইট!
এখন আমি জ্যোতিষ্ককে প্রশ্ন করছি। কিন্তু ইচ্ছে করলে যে কেউ করতে পারেন।
মনে রাখতে হবে যে, প্রশ্ন এমন হতে হবে যার উত্তর সংখ্যায় হয়। এইভাবে উত্তর দিতে ওর যথেষ্ট মানসিক পরিশ্রম হয়। যদিও বাইরে থেকে বোঝা যায় না। তাই ও আর দুটো প্রশ্নের জবাব দেবে। তারপর ওর ছুটি।
ভাইকে রাজপুত্তুরের মতো দেখাচ্ছে।
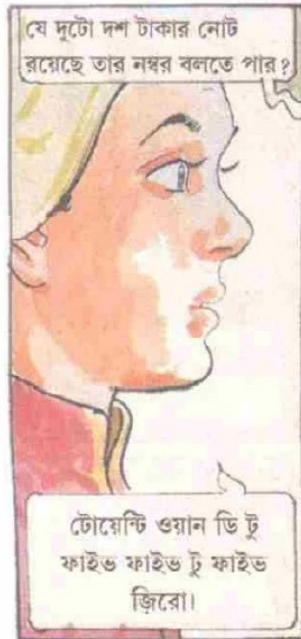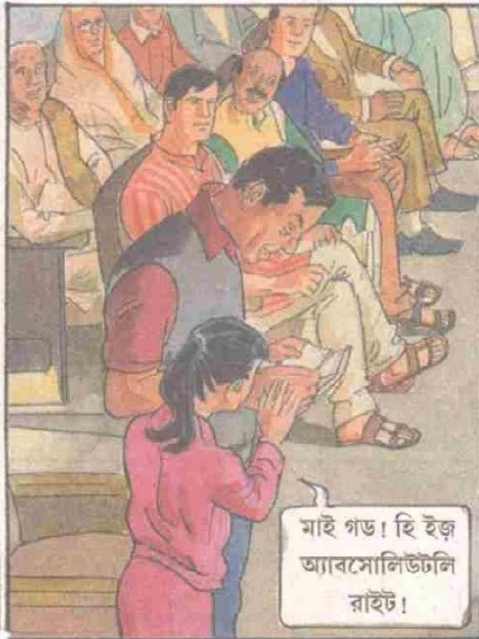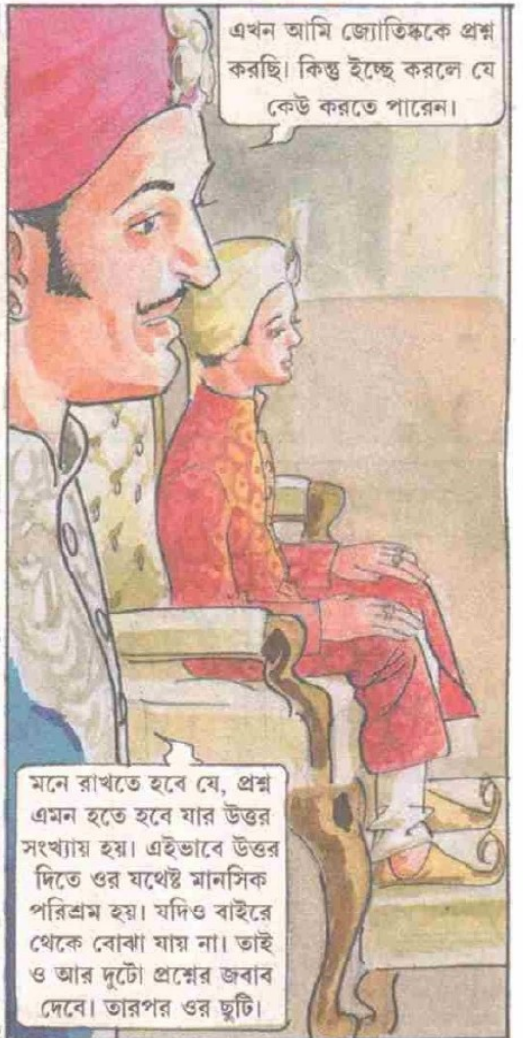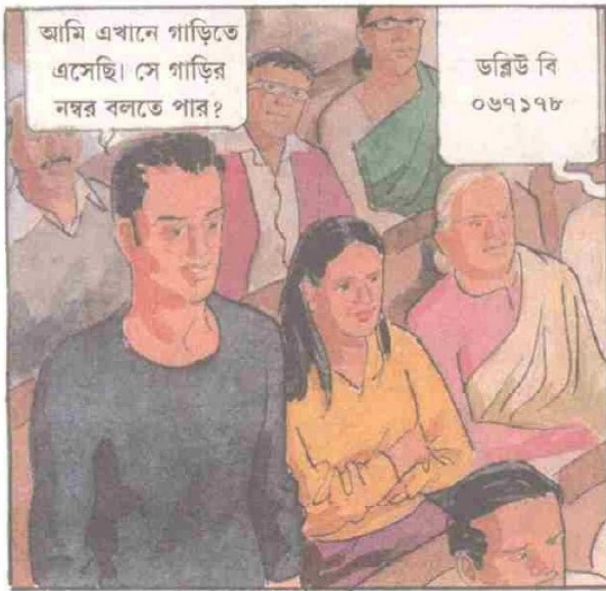
আমি এখানে গাড়িতে এসেছি। সে গাড়ির নম্বর বলতে পার?
ডব্লিউ বি ০৬৭১৭৮
তোমাদের আরও একটি গাড়ি আছে ডব্লিউ বি ০৬ এইচ ১২১২
অ্যাবসোলিউটলি রাইট!

এই যে তুমি... তুমি কি এবছর কোনও পরীক্ষা দিয়েছ?

মাধ্যমিক।
এ মাধ্যমিক পরীক্ষার বাংলায় কত নম্বর পেয়েছে বলতে পার?

একাশি। ওর চেয়ে বেশি কেউ পায়নি।

কেমন লাগল, ফ্র্যাঙ্কলি বলুন স্যার।
দুটো আইটেমের তারিফ করতেই হয়। এক আপনার হিপনোটিজ্‌ম আর দুই জ্যোতিষ্ক। কোত্থেকে পেলেন এই আশ্চর্য ছেলেকে?
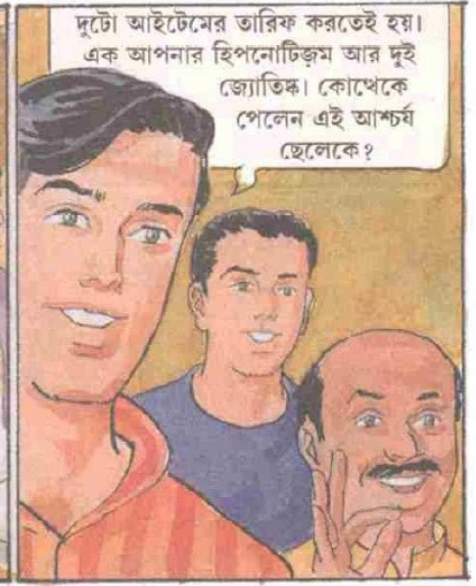
কালীঘাটের ছেলে। ওর আসল নাম নয়ন। জ্যোতিষ্ক আমিই দিয়েছি। ওর কথা কাইন্ডলি আর কাউকে বলবেন না।
না-না। কিন্তু শুধু কালীঘাট বললে কিছুই বলা হল না।

বাপ অসীম সরকার থাকেন নিকুঞ্জবিহারী লেনে। ছেলের আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে আমার কাছে নিয়ে আসেন যদি আমি ওকে কাজে লাগাতে পারি।
ও এখন থাকে কোথায়?

আমার বাড়িতে। ওর লেখাপড়ার জন্য টিউটর ঠিক করেছি, কাল এক ডাক্তারকে ডেকেছিলাম। উনি ওর ডায়েট বাতলে দিয়েছেন।
এ সব তো রীতিমতো খরচের ব্যাপার।

জানি সার। নয়ন ইজ় আ গোল্ড মাইন। ওর জন্য ধারদেনাও করতে হয়।
সে টাকা ক'দিনের মধ্যে উঠে আসবে।

হুঁ, আইডিয়াল হত যদি আপনি একটি পৃষ্ঠপোষক জোগাড় করতে পারতেন।
সেটা আমি বুঝি। দেখি আর দুটো দিন...

আর দুটো কথা বলে রেহাই নেব। এক, স্বর্ণখনিটি যাতে বেহাত না হয়, সেদিকে কড়া নজর রাখতে হবে। সেকেন্ড রো-তে কয়েকজন সাংবাদিককে দেখলাম...
ঠিক দেখেছেন স্যার। এগারোজন সাংবাদিক আজকে আমার শো দেখেছেন।

যাই হোক। এটা বলে গেলাম যে, যদি নয়ন সম্বন্ধে কোনও এনকোয়ারি বা টেলিফোন আসে, যা আপনার মনে খটকা জাগায়, তা হলে আমাকে জানাতে দ্বিধা করবেন না।

মেনি থ্যাঙ্কস, স্যার। এবার আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে। এবার থেকে আমায় আপনি না বলে তুমি বলবেন, কাইন্ডলি।

... সব মালদার লোক...নয়ন সম্বন্ধে ইন্টারেস্ট। তরফদার বুঝেছে একা সামলাতে পারবে না। তাই আমাদের ডাকা।
একটা চেনা-চেনা গন্ধ পাচ্ছি যে মশাই...
এখন পর্যন্ত গন্ধ পাওয়ার কোনও কারণ নেই লালমোহনবাবু। এটা নিছক আপনার কল্পনা।
ওয়ান্ডারবয়! কী অদ্ভুত ক্ষমতা বলুন তো!
কিছুই বলা যায় না। একদিন হয়তো দেখবেন ম্যাজিকের মতো ক্ষমতাটা লোপ পেয়ে গিয়েছে। তখন আর-পাঁচটা ছেলের সঙ্গে নয়নের কোনও তফাত থাকবে না।

মনে আছে তো, ফেলুদা আজ নির্বাক দর্শক যা কথা বলার তা আপনি বলবেন।
আপনি রিয়েলি মিন করছেন?
সম্পূর্ণ।
অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।
আইয়ে-আইয়ে।
আপনার সতর্কবাণীতে কাজ দিয়েছে...
ARE OF DOG
আউ
আউ

বসুন, দাদা আসছেন।

গুড মর্নিং!

এর নাম বাদশা। বয়স বারো। খুব ভালো ওয়াচডগ।

তোমার এবাড়ি কি ভাড়া বাড়ি?
আজ্ঞে না। আমার বাবার তৈরি। উনি নামকরা অ্যাটর্নি ছিলেন। আর-একটা বাড়ি আছে, ওল্ড বালিগঞ্জ রোডে। সেটায় আমার দাদা থাকেন। দুই ভাইকে দুটো বাড়ি উইল করে দিয়ে যান। বাবা মারা যান ছ'বছর আগে।

আপনি সংসার করেননি?
আজ্ঞে না, তাড়া কী? আগে শো-টাকে দাঁড় করাই।

আজ কিন্তু আমি শ্রোতা। কিছু বলার থাকলে ইনি বলবেন।
বাংলার নম্বার ওয়ান রহস্য-রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক জটায়ু।
একটা কথা অকপটে বলছি সুনীল, তোমার শোয়ের শেষে শোম্যানশিপের কিঞ্চিৎ অভাব লক্ষ করলাম। আজকের উঠতি জাদুকরদের ও দিকটা নেগলেক্ট করলে চলে না। হিপনোটিজ্‌ম, নয়ন অসাধারণ। কিন্তু আজকের দর্শক জাঁকজমকটাও চায়।
জানি। আমার মনে হয় সে অভাব এবার পূরণ হবে। অ্যাদ্দিন যে হয়নি তার একমাত্র কারণ পুঁজির অভাব।
সে অভাব মিটল কী করে?
আমি একজন ভাল পৃষ্ঠপোষক পেয়েছি, স্যার।
এই সেদিনই বলছিলাম, আর এর মধ্যেই...
হ্যাঁ স্যার। আপাতত আর কোনও ভাবনা নেই।
কিন্তু কে সেই ব্যক্তি তা কি জানতে পারি?
কিছু মনে করবেন না স্যার, তিনি তাঁর নামটা উহ্য রাখতে বলেছেন।
ব্যাপারটা ঘটল কী করে সেটা বলাও কি বারণ?
মোটেই না। এই ভদ্রলোকের নিকট-আত্মীয় আমার শো দেখে ওঁকে নয়নের কথা বলেন। পরদিন আমার এখানে এসে নয়নকে কিছু প্রশ্ন করেন যার উত্তর সংখ্যায় হয়।
আর নয়ন ঠিকঠাক জবাব দেয়?

আর তারপরেই এই প্রস্তাব।
কী প্রস্তাব?

উনি বললেন, আমার শোয়ের সব খরচ উনি বহন করবেন। একটা কোম্পানি স্থাপন করবেন যার নাম হবে 'মিরাকল্‌স আনলিমিটেড'।
এই কোম্পানির মালিককে কেউ জানবে না।

রাইট। আমি শো করব। তা থেকে খ্যাতি যা হবে তা আমার। খরচ হয়ে লাভ যা হবে তা ওঁর। আমাকে মাসোহারা দেবেন। আমার মন থেকে সমস্ত চিন্তা দূর হয়ে যাচ্ছে এতে।

বিজনেসের দিকটা তো রয়েছেই। কিন্তু এমন সুযোগ হঠাৎ কেন দেবেন সে কথা জিজ্ঞেস করোনি?

অদ্ভুত কাহিনি শোনালেন। ওঁর শখ ছিল পেশাদার জাদুকর হবেন। উনি বাইশ বছর বয়স পর্যন্ত সমানে ম্যাজিক অভ্যাস করেছেন। ম্যাজিকের বই, সব রকম সংগ্রহ করেছেন। বাধ সাধলেন ওঁর বাবা। একদিন জানতে পেরে রেগে আগুন হয়ে ছেলের ম্যাজিকের সব সরঞ্জাম ছুড়ে ফেলে দিয়ে জোর করে...
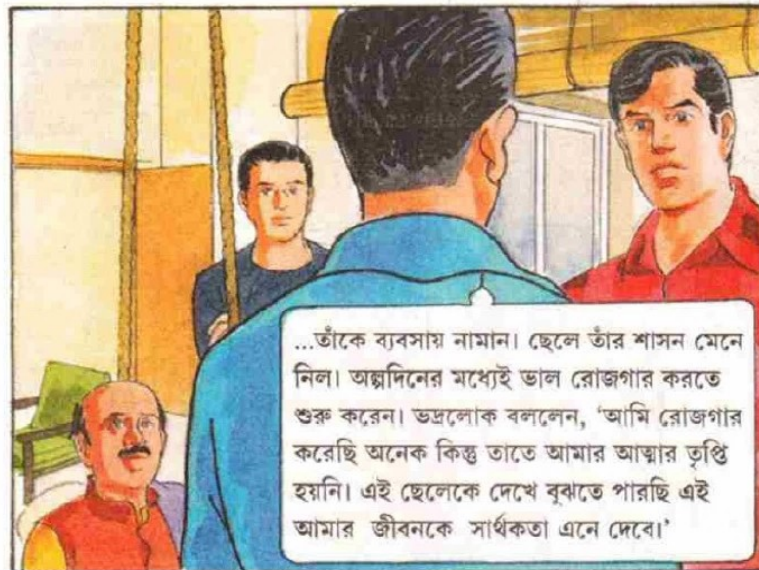
...তাঁকে ব্যবসায় নামান। ছেলে তাঁর শাসন মেনে নিল। অল্পদিনের মধ্যেই ভাল রোজগার করতে শুরু করেন। ভদ্রলোক বললেন, 'আমি রোজগার করেছি অনেক কিন্তু তাতে আমার আত্মার তৃপ্তি হয়নি। এই ছেলেকে দেখে বুঝতে পারছি এই আমার জীবনকে সার্থকতা এনে দেবে।'

তোমার সঙ্গে লেখাপড়া হয়ে গিয়েছে?
আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি অত্যন্ত হালকা বোধ করছি। নয়নের মাস্টার, ডাক্তার, জামাকাপড় সব কিছু খরচ উনি দিয়েছেন।

উনি একটা প্রশ্ন করেন, কলকাতার বাইরে অন্য শহরে শো করার অ্যাম্বিশন আছে কিনা? আমি জানাই সকালেই আমি চেন্নাই থেকে একটা টেলিফোন পেয়েছি, মিঃ রেড্ডি নামে এক থিয়েটার মালিকের কাছ থেকে।
চেন্নাইয়েও খবর চলে গিয়েছে?
ওঁর এক কলকাতাবাসী বন্ধু রেড্ডিকে জানান।
খবরটা শুনে পৃষ্ঠপোষক কী বললেন?
জানতে চাইলেন আমি কী বলেছি রেড্ডিকে। আমি বললাম, আমি ভাববার জন্য সময় চেয়েছি। উনি বললেন, 'তুমি এক্ষুনি রেড্ডির আমন্ত্রণ গ্রহণ করছে বলে জানিয়ে দাও। আরও অন্য শহরে শো করবে তুমি। সব খরচ আমার।'
খরচের হিসেব দিতে হবে না?
সে কাজের ভার নেবে আমার ম্যানেজার ও বন্ধু শঙ্কর। ও খুব এফিশিয়েন্ট।
একজন সাহেব আর তার সঙ্গে একটি বাঙালিবাবু এসেছেন।
এখানে নিয়ে এসো।
প্লিজ় সিট ডাউন...বাদশা কিছু করবে না।

প্লিজ় সিট ডাউন।

আই অ্যাম স্যাম কেলারম্যান আর ইনি আমার ইন্ডিয়ান রিপ্রেজ়েনটেটিভ মাস্টার ব্যাসাক।
হ্যালো!

আর ইউ অ্যান ইমপ্রেসোরিয়া, থুড়ি ইমপ্রেসারিও?

ইয়েস। আজকাল ভারতীয় কালচার নিয়ে আমদের দেশে খুব মাতামাতি চলছে। মহাভারত নাটক হয়েছে। তাতে ভারতীয় ঐতিহ্যের একটা নতুন দিক খুলে গিয়েছে।
সো ইউ আর ইন্টারেস্টেড ইন ইন্ডিয়ান কালচার?

আই অ্যাম ইন্টারেস্টেড ইন দ্যাট কিড।

কী জানতে চাও ছেলেটার ব্যাপারে?
আমি চাই ওকে আমাদের দেশের দর্শকের সামনে হাজির করতে। তার আগে ওকে দেখতে চাই।

মিঃ কেলারম্যান পৃথিবীর তিনজন সবচেয়ে বিখ্যাত ইমপ্রেসারিওর একজন। ছেলেটিকে পাওয়ার জন্য অনেক মূল্য দিতে প্রস্তুত। তা ছাড়া টিকিট বিক্রি থেকেও যা আসবে তার একটা অংশও ছেলেটি পাবে। চুক্তিতে লেখা থাকবে।

মিঃ কেলারম্যান, দ্য ওয়ান্ডার কিড ইজ় পার্ট অফ মাই শো। তার আমাকে ছেড়ে আর কোথাও যাওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না। ভেরি সরি। আপনার অনুরোধ রাখতে পারলাম না।
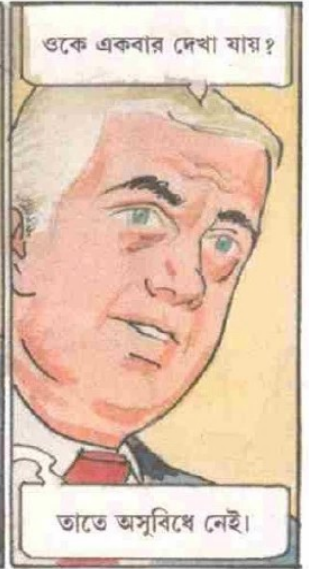
ওকে একবার দেখা যায়?
তাতে অসুবিধে নেই।
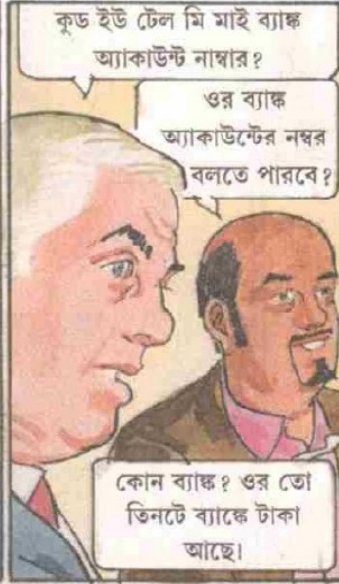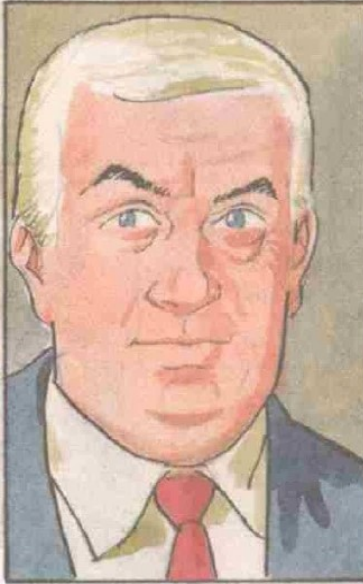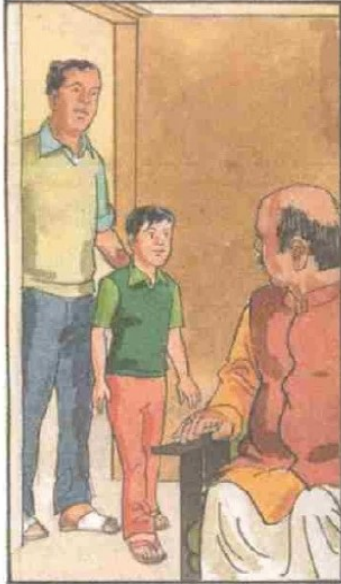
কুড ইউ টেল মি মাই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম্বার?
ওর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নম্বর বলতে পারবে?
কোন ব্যাঙ্ক? ওর তো তিনটে ব্যাঙ্কে টাকা আছে।

সুইচ ব্যাঙ্ক?
সিটি ব্যাঙ্ক অফ নিউ ইয়র্ক।
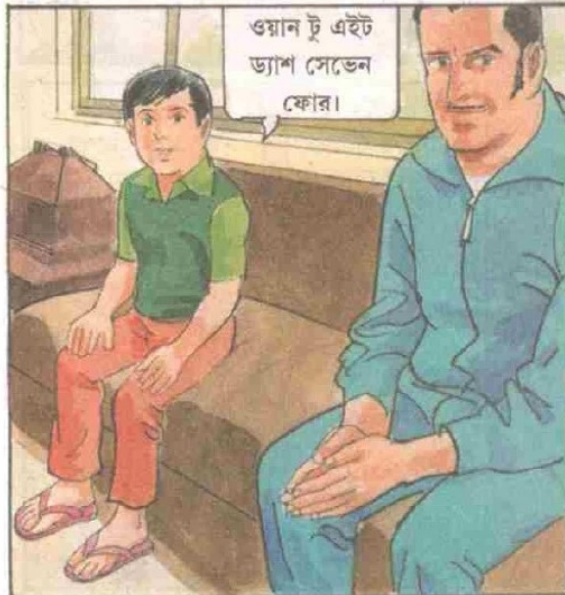
ওয়ান টু এইট ড্যাশ সেভেন ফোর।

জিসাস ক্রাইস্ট!

আই অ্যাম অফারিং ইউ টোয়েন্টি থাউজ্যান্ড ডলারস রাইট নাউ। তোমার ম্যাজিক শো থেকে কোনওদিন এত রোজগার করতে পারবে?

এ তো সবে শুরু মিঃ কেলারম্যান। বিশ হাজার কেন, ঢের বেশি যে এ ছেলে আমার শো থেকে আনবে না, সেটা জোর দিয়ে বলতে পারেন?

ওর বাবা আছেন?
ধরে নিন এখন আমিই ওর বাবা।

স্যার ইন আওয়ার ফিলজ়ফি ত্যাগ ইজ় মোর ইম্পর্ট্যান্ট দ্যান ভোগ।
হোয়াট ননসেন্স ইজ় দ্যাট?
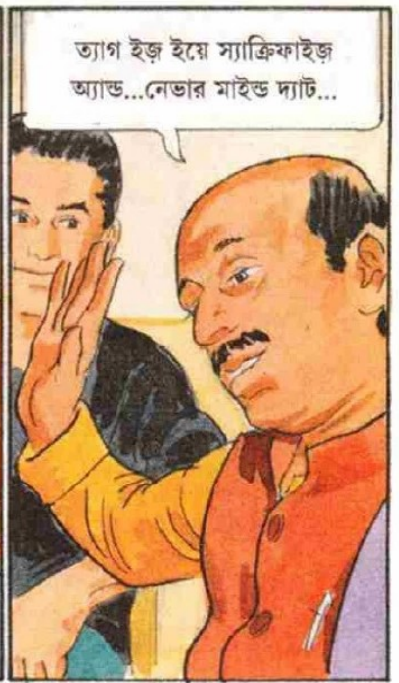
ত্যাগ ইজ় ইয়ে স্যাক্রিফাইজ় অ্যান্ড...নেভার মাইন্ড দ্যাট...
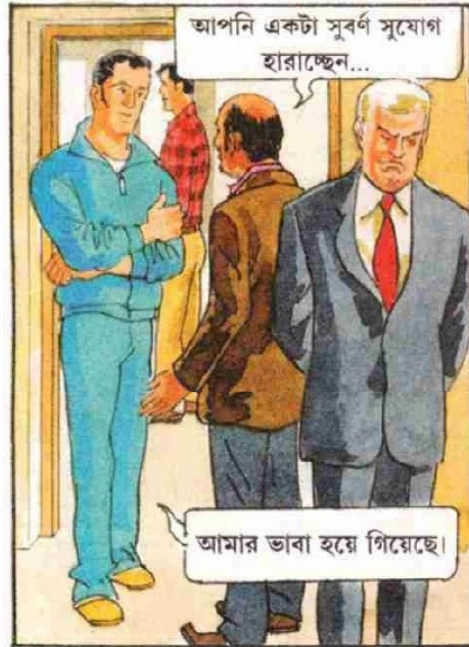
আপনি একটা সুবর্ণ সুযোগ হারাচ্ছেন...
আমার ভাবা হয়ে গিয়েছে।
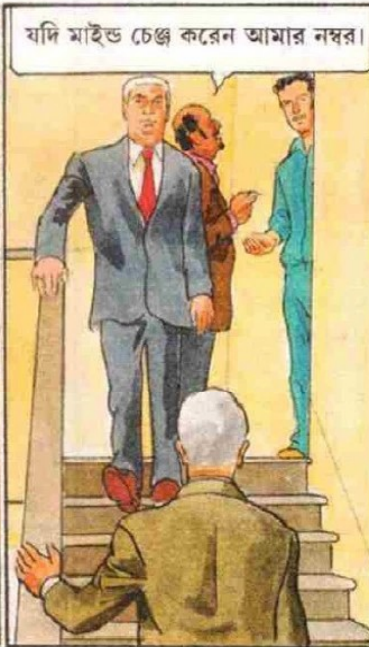
যদি মাইন্ড চেঞ্জ করেন আমার নম্বর।

আসুন। আপনার নামটা ফোনে ঠিক ধরতে পারিনি।
দেবকীনন্দন তেওয়ারি। ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের কারবার। টি এইচ সিন্ডিকেট।
এই ছেলে?

ভগীরথ, বাদশাকে ওর ঘরে নিয়ে যাও।

সময় পেলে আমার গল্প শোনাব, আমার হিরোর নাম জান তো প্রখর রুদ্র।
প্রখর রুদ্র?

এরা আমার তিনজন বিশিষ্ট বন্ধু। আশা করি এঁদের সামনে কথা বলতে আপত্তি হবে না।
নো-নো। একটা প্রশ্ন করতে চাই ওই ছেলেটিকে। জবাব পেলে আমার অশেষ উপকার হবে।

আপনার প্রশ্নের উত্তর সংখ্যায় হবে তো?
আই নো, আমি জেনেশুনেই এসেছি।

আমার সিন্দুকের কম্বিনেশনটা কী সেটা বলতে পার?

শোনো জ্যোতিষ্ক, এক রকম সিন্দুক হয় যাতে তালাচাবি থাকে না। একটা চাকতি থাকে যেটাকে ঘোরানো যায়। এই চাকতির গায়ে একটা তির আঁকা থাকে। আর চাকতিটাকে ঘিরে সিন্দুকের গায়ে এক থেকে শূন্য পর্যন্ত নম্বর লেখা থাকে। কম্বিনেশন হল সিন্দুক খোলার একটা বিশেষ নম্বর। চাকতিটাকে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে পরপর...

সেই নম্বরের পাশে তিরটাকে আনলে শেষ নম্বরে পৌঁছতেই ঘড়াৎ করে সিন্দুক খুলে যায়, বুঝেছ?
বুঝেছি।
আপনার নিজের সিন্দুকের কম্বিনেশন আপনি নিজেই জানেন না?

তেইশ বছর ধরে জেনে এসেছি। এখন স্মৃতিশক্তি দুর্বল হতে শুরু করেছে। চারদিন হল নম্বরটা কিছুতেই মনে পড়ছে না। ডায়েরিতে লেখা ছিল। এখন হারিয়ে গিয়েছে।

আপনি কি আর কাউকে বলেননি?
আমার ধারণা আমার পার্টনারকে বলেছিলাম। বহুকাল আগে অবশ্য, কিন্তু সে অস্বীকার...

করছে। এ সিন্দুক আমার পার্সোনাল সিন্দুক। আমার যে টাকা ব্যাঙ্কে নেই, তা সবই এই সিন্দুকে আছে। অথচ...
সিক্স ফোর থ্রি এইট নাইন সিক্স ওয়ান

রাইট
রাইট
রাইট

সিন্দুকে কত টাকা আছে জানেন?
এগজ্যাক্ট অ্যামাউন্টটা জানি না। তবে যত দূর মনে হয় বিশ লাখ তো হবেই।
এ কিন্তু বলে দিতে পারে। আপনি জানতে চান?
তা কৌতূহল তো হয়ই।
টাকা-পয়সা তো কিছু নেই।
হোয়াট?
বোঝাই যাচ্ছে এ সব ব্যাপারে রিলায়েবল নয়। তবে কম্বিনেশনটা জানতে পেরে সত্যিই উপকার হয়েছে।
দিস ইজ় ফর ইউ, মাই বয়।
তোমরা কীসে যাবে? ট্রেনে না প্লেনে?
ট্রেনে অবশ্যই। সঙ্গে এত লটবহর। ট্রেনে ছাড়া উপায় কী?
গুড মর্নিং। মাই নেম ইজ় হেনরি হজসন। আই মেড অ্যান অ্যাপয়েন্টমেন্ট উইথ...
মি। মাই নেম ইজ় তরফদার।
এরা কারা, প্রশ্ন করতে পারি কি?
আমার খুব কাছের লোক। আপনি স্বচ্ছন্দে কথাও বলতে পারেন।
আমি ঈশ্বর মানি না, তাই অলৌকিক শক্তিতেও বিশ্বাস নেই। ইফ ইউ ব্রিং দ্যাট বয় হিয়ার, আমি ওর সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই।
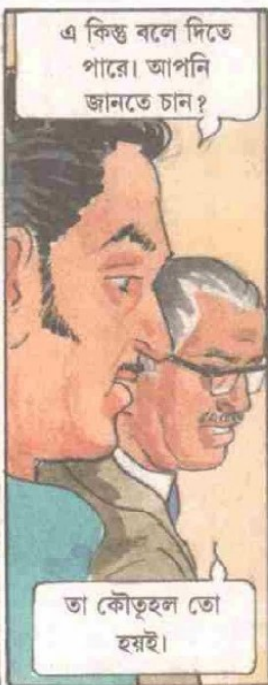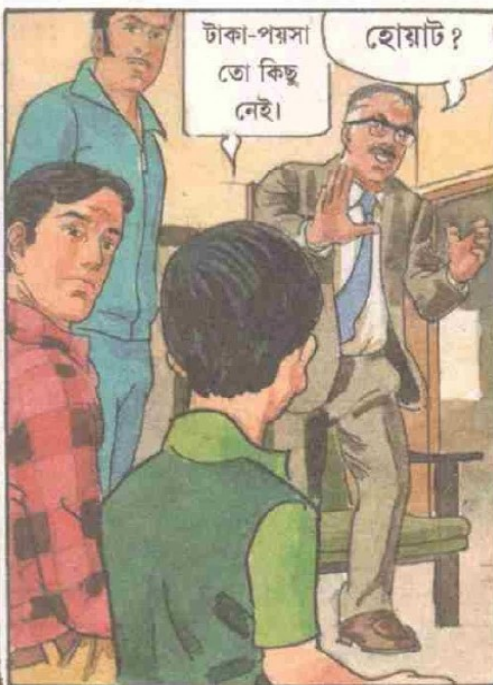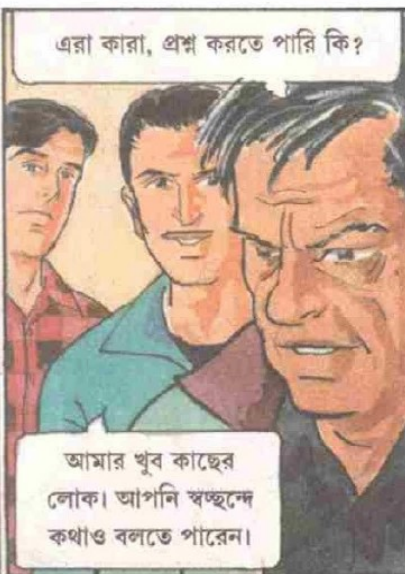
সো দিস ইজ়
দ্য বয়?

আমাদের শহরে
ঘোড়দৌড় হয়
তুমি জান?
জানি।

গত শনিবার রেস ছিল।
তিন নম্বর রেসে কত
নম্বর ঘোড়া জিতেছিল
বলতে পার?
ফাইভ।

অল আই ওয়ান্ট ইজ় দিস, আমি
সপ্তাহে একবার করে এসে জেনে যাব,
রেসে কোন ঘোড়া জিতবে? সোজা
কথায় বলছি, রেস আমার নেশা।
অনেক টাকা খুইয়েছি। তাও নেশা
যায়নি।
হাউ ক্যান ইউ বি
সো শিওর?

হি মাস্ট। হি মাস্ট। হি মাস্ট।
নো, হি মাস্ট নট।
অসাধু উদ্দেশ্যে
কোনও রকমে
ব্যবহার করা চলবে
না ওর ক্ষমতা।

অন্তত আগামী রেসের উইনারের নামগুলো
বলে দিক! প্লিজ়!
নো হেল্প ফর
গ্যাম্বলারস, নো
হেল্প ফর
গ্যাম্বলারস।

তোমাদের মতো এমন ট্যাটা আর মূর্খ লোক আমি আর দেখিনি। ড্যাম ইট।
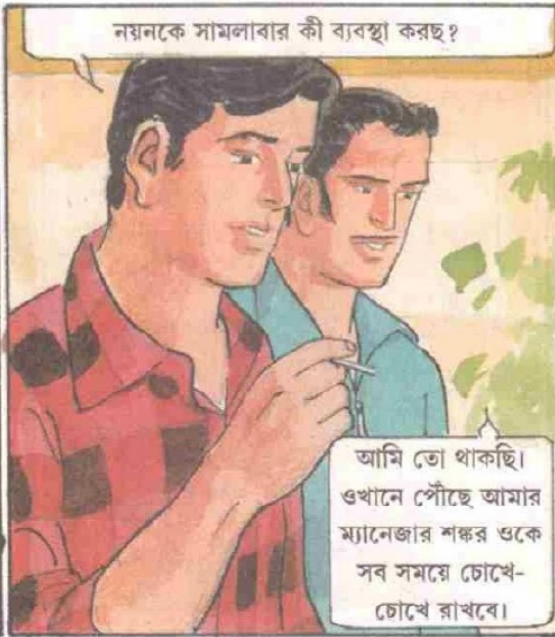
নয়নকে সামলাবার কী ব্যবস্থা করছ?
আমি তো থাকছি। ওখানে পৌঁছে আমার ম্যানেজার শঙ্কর ওকে সব সময়ে চোখে-চোখে রাখবে।
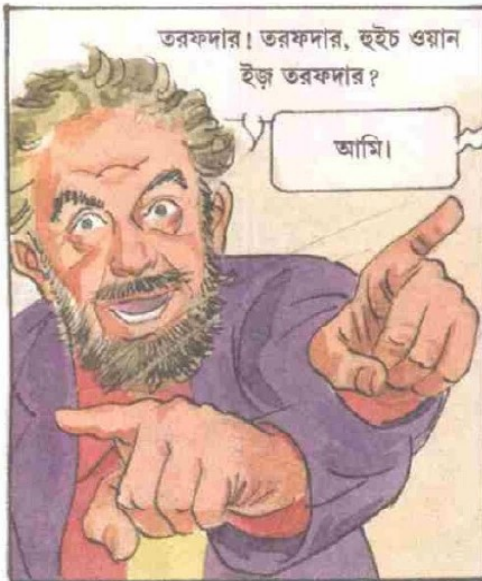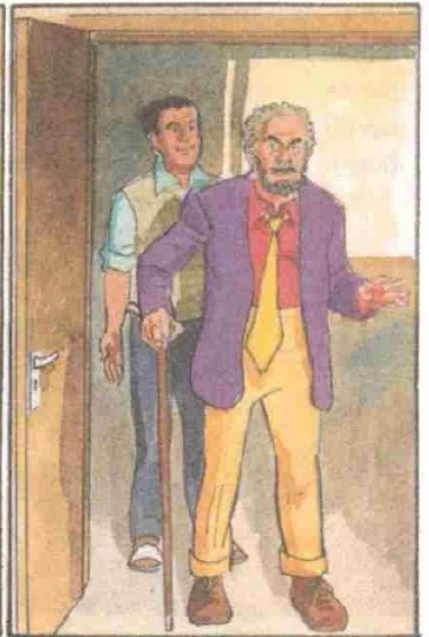
তরফদার। তরফদার, হুইচ ওয়ান ইজ় তরফদার?
আমি।

আমার তিন অন্তরঙ্গ বন্ধু।
অ্যান্ড দিজ় থ্রি?
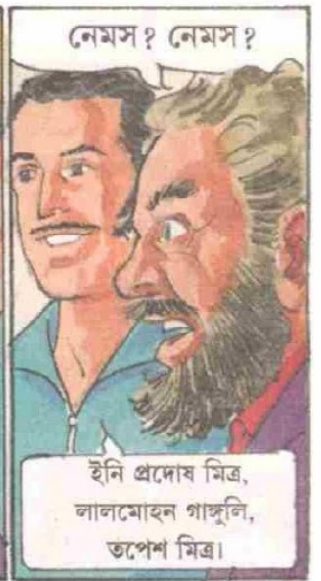
নেমস? নেমস?
ইনি প্রদোষ মিত্র, লালমোহন গাঙ্গুলি, তপেশ মিত্র।
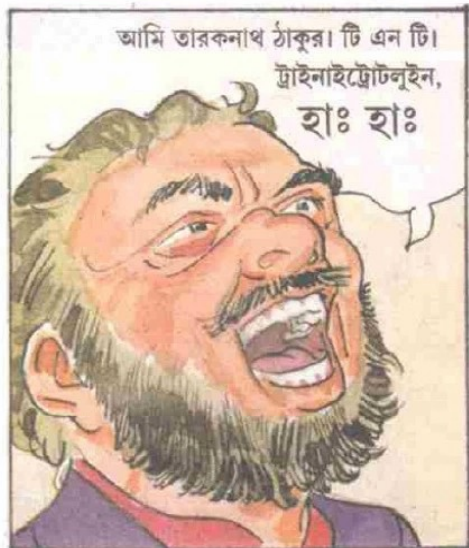
আমি তারকনাথ ঠাকুর। টি এন টি। ট্রাইনাইট্রোটলুইন, হাঃ হাঃ

আপনার বাড়িতে কি একজন অসম্ভব বেঁটে বামন থাকে?
কিচোমো, কোরিয়ান। এইট্টি টু সেন্টিমিটারস। বিশ্বের খর্বতম প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি।
হাউ
হাউ
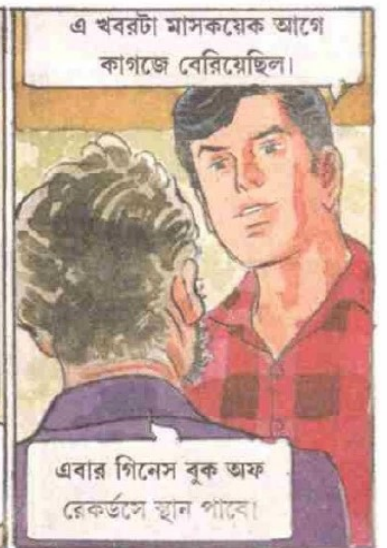
এ খবরটা মাসকয়েক আগে কাগজে বেরিয়েছিল।
এবার গিনেস বুক অফ রেকর্ডসে স্থান পাবে।

একে আপনি জোগাড় করলেন কী করে?
আমি সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াই। আমার অঢেল টাকা। এক পয়সা নিজে উপার্জন করিনি। সব বাপের টাকা। কীসের টাকা জান? পারফিউম। কুন্তলায়নের নাম শুনেছ?

সে তো এখনও পাওয়া যায়।
হ্যাঁ, বাবারই আবিষ্কার। ব্যবসাও বাবারই। এখন এক ভাইপো দেখে। আমার কোনও ইন্টারেস্ট নেই। আমি সংগ্রাহক।

কী সংগ্রহ করেন?
নানান মহাদেশের এমন সব জিনিস যার জুড়ি নেই। একমেবাদ্বিতীয়ম। কিচোমোর কথা বললাম। এছাড়া আছে দু'হাতে লিখতে পারে, এমন সেক্রেটারি জাতে মাওরি।

নাম উকোবাহানি। একটি ব্ল্যাক প্যারট আছে তিন ভাষায় কথা বলে। একটি দুই-মাথা বিশিষ্ট পমেরিয়ান কুকুর। লছমনঝোলার একজন সাধু উড্ডীনানন্দ। মাটি থেকে দেড় হাত উপরে শূন্যে আসনপিঁড়ি হয়ে বল ধ্যান করে তা ছাড়া...
ওয়ান মিনিট স্যার।

ইউ ডেয়ার ইনটারাপ্ট মি!

সরি, সরি, সরি, আমি জানতে চাইছিলুম আপনার সংগ্রহের মধ্যে যারা মানুষ তারা কি স্বেচ্ছায় আপনার ওখানে রয়েছে?

তারা ভাল খায়। ভাল পরে, ভাল বেতন পায়! আরাম পায়, আদর পায় থাকবে না কেন? আমার সংগ্রহের কথা পৃথিবীর অনেক দেশের অনেক লোকই জানে।

আমেরিকান এক সাংবাদিক আমার সঙ্গে কথা বলে নিউ ইয়র্ক টাইমসে 'দ্য হাউস অফ ট্যারক' বলে এক প্রবন্ধ লেখে।
অনেক কথা তো জানা গেল, কেবল আপনার এখানে আসার কারণটা ছাড়া।

এটা আবার বলে দিতে হবে? ওই খোকাকে আমার সংগ্রহের জন্য চাই। কী নাম যেন? ইয়েস জ্যোতিষ্ক। আই ওয়ান্ট জ্যোতিষ্ক।

কেন? সে তো এখানে দিব্যি আছে। সে আমার ডেরা ছেড়ে আপনার ওই উদ্ভট ভিড়ের মধ্যে যাবে কেন?

গাওয়াঙ্গিকে দেখলে তুমি এমন বেপরোয়া কথা বলতে পারতে না।
হোয়াট ইজ় গাওয়াঙ্গি?

নট হোয়াট, বাট হু। নট বস্তু বাট ব্যক্তি। ইউগ্যান্ডার লোক। পৌনে আট ফুট হাইট। চুয়ান্ন ইঞ্চি ছাতি। সাড়ে তিনশো কিলোগ্রাম ওজন। কোনও অলিম্পিক ওয়েটলিফটার ওর কাছে পাত্তা পাবে না। সে এখন আমার একনিষ্ঠ সেবক।

আপনি কি আবার দাস প্রথা চালু করলেন নাকি?
নো সার! গাওয়াঙ্গিকে যখন দেখি তখন তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কাম্পলা শহরে এক শিক্ষিত পরিবারের...
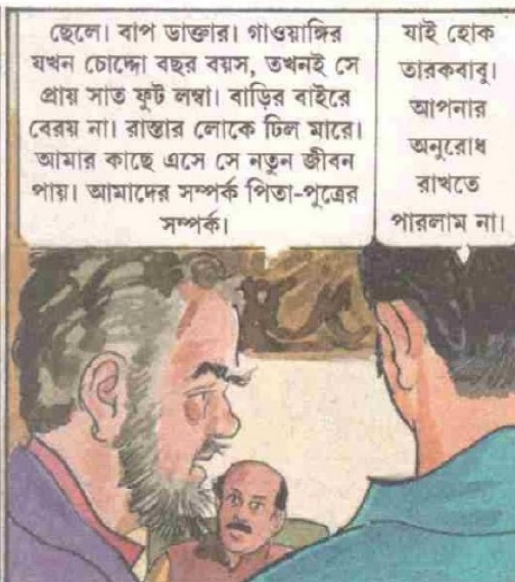
ছেলে। বাপ ডাক্তার। গাওয়াঙ্গির যখন চোদ্দো বছর বয়স, তখনই সে প্রায় সাত ফুট লম্বা। বাড়ির বাইরে বেরয় না। রাস্তার লোকে ঢিল মারে। আমার কাছে এসে সে নতুন জীবন পায়। আমাদের সম্পর্ক পিতা-পুত্রের সম্পর্ক।

যাই হোক তারকবাবু। আপনার অনুরোধ রাখতে পারলাম না।

ওকে একবার দেখা যায়?
তাতে কোনও অসুবিধে নেই।

আমার বাড়িতে ক'টা ঘর আছে বলতে পার?
ছেষট্টি।

রিমেম্বার, তরফদার। টি এন টি অত সহজে হার মানে না, আসি।

চার দিয়ে তো অনেক কিছু হয়, না মশাই? চতুর্দিক, চতুর্ভুজ, চতুর্বেদ এই চারটিকে কী বলব তাই ভাবছি।
চতুর্লোভী বলতে পারেন।
তবে লোভী হয়েও যে লাভ হল না তার জন্য সুনীলের তারিফ করতে হয়।
তারিফ কেন স্যার? ও আমার বাড়িতে মানুষ হচ্ছে সুস্থ পরিবেশে। আমি ওকে দেখছি, ও আমাকে দেখছে। এ অবস্থার পরিবর্তন হবে কেন?
আর অ্যাপয়েন্টমেন্ট নয়।
পাগল। একদিনেই যা অভিজ্ঞতা হল। এর পরে আবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট।
তবে এটা বলে রাখি, নয়নকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে যদি আমার প্রয়োজন হয়, তা হলে আমি তৈরি আছি।
থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।
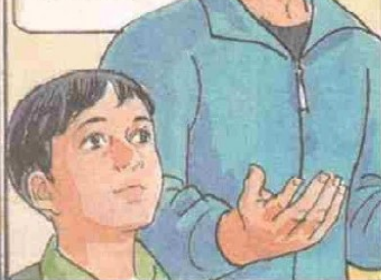
দানো!
আঃ!
ফঁররর
ঝালশা!

বাদশা!

ভগীরথ
দানো...দানো...

...কাগজ পড়ব কখন? এক কাশ্মীরি শালওয়ালা এসে...যাক কী হয়েছে?

তেওয়ারি সিন্দুক খুলেছিল, একটি টাকাও নেই।
দেন আওয়ার নয়ন ওয়াজ় রাইট।

ভদ্রলোকের স্মরণশক্তি এখন ভাল কাজ করছে। দু'দিন আগেই সিন্দুক খুলেছিল, টাকা ছিল তিরিশ লাখের কিছু উপরে...

তেওয়ারি অবিশ্যি পার্টনারকেই সন্দেহ করছে কারণ পার্টনারকেই সে কম্বিনেশনটা বলেছিল...
পার্টনারটি কে?

হিঙ্গোয়ানি। টি এইচ সিন্ডিকেটের টি হলেন তেওয়ারি আর এইচ হিঙ্গোয়ানি।

আচ্ছা, কেউ কাউকে নিজের সিন্দুকের কম্বিনেশন বলেছে শুনেছেন?
এটা চিন্তার বিষয়।

যাকগে। তেওয়ারি হিংটিং ছট এ সবে আমার কোনও ইন্টারেস্ট নেই। আমি ভাবছি ওই পুঁচকে ছেলে এমন ক্ষমতা পেল কী করে?
সেই জন্যেই তো কালীঘাটে ওর বাড়িতে যাওয়া। ব্যাপারটা প্রথম কী করে আবিষ্কার হয়, সেটা জানার খুব আগ্রহ হচ্ছে।

অসীম সরকার এখানে কোথায় থাকে বলতে পারবেন?
আট নম্বর...ওই যে ডান দিকে গিয়ে বাঁয়ে।
অসীম সরকার?
হ্যাঁ।
আপনি কি অফিসে বেরচ্ছেন?
আজ্ঞে না। এখন ন'টা। আমি বেরই সাড়ে ন'টা
আমরা গত রবিবার তরফদারের ম্যাজিক দেখতে গিয়েছিলাম। তরফদারের সঙ্গে আমাদের বেশ আলাপ হয়েছে।
তাঁর কাছেই আপনার বাড়ির হদিশ পেলাম। আশ্চর্য ক্ষমতা আপনার ছেলের।
আমার যাওয়া হয়নি। ওর মা, দিদি গিয়েছিল শো দেখতে।
ইনি রহস্য-রোমাঞ্চ উপন্যাস লেখক জটায়ু। আমার ভাই তপেশ। আর আমি প্রদোষ মিত্র।
সেই বিখ্যাত গোয়েন্দা প্রদোষ মিত্র, যাঁর ডাক নাম ফেলু?
আজ্ঞে হ্যাঁ।
ভিতরে আসুন, ভিতরে আসুন, কী আশ্চর্য!

একটু চা বলি?

আজ থাক। সেদিন আপনার ছেলের আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে আমাদের কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ও যে তরফদারের কাছে থাকে, আমি জানতে চাই নয়নের বাসস্থান পরিবর্তনের প্রস্তাবটা কি তরফদার করেন, না আপনি?
আপনি মহামান্য ব্যক্তি। আপনার কাছে মিথ্যা বলব না। ওঁর বাড়িতে রাখার প্রস্তাবটা তরফদারমশাই করেন। তবে তার আগে নয়নকে আমিই ওঁর কাছে নিয়ে যাই।

সেটা কবে?
ওর ক্ষমতা প্রকাশ পাওয়ার তিনদিন পরে, দোসরা ডিসেম্বর।
এই সিদ্ধান্তের কারণটা কী?

এর একটাই কারণ মিত্তিরমশাই। আমার বাড়ি দেখেই বুঝতে পারছেন আমার টানাটানির সংসার। আমার চারটি সন্তান। বড় ছেলে বি কম পড়ছে। তারপর দু'টি মেয়ে। তাদের স্কুলের খরচ আছে। নয়নকে এখনও ইশকুলে দিইনি। আমি কালীঘাট...
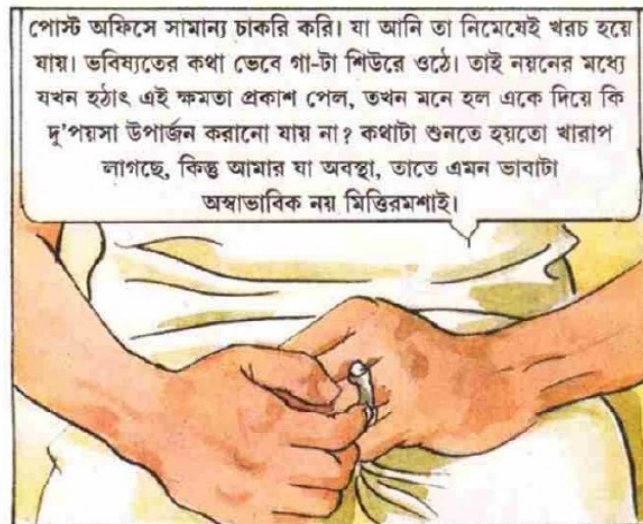
পোস্ট অফিসে সামান্য চাকরি করি। যা আনি তা নিমেষেই খরচ হয়ে যায়। ভবিষ্যতের কথা ভেবে গা-টা শিউরে ওঠে। তাই নয়নের মধ্যে যখন হঠাৎ এই ক্ষমতা প্রকাশ পেল, তখন মনে হল একে দিয়ে কি দু'পয়সা উপার্জন করানো যায় না? কথাটা শুনতে হয়তো খারাপ লাগছে, কিন্তু আমার যা অবস্থা, তাতে এমন ভাবাটা অস্বাভাবিক নয় মিত্তিরমশাই।

সেটা বুঝতে পারছি। এর পরেই নয়নকে তরফদারের কাছে নিয়ে যান?
আজ্ঞে হ্যাঁ। ভদ্রলোক নয়নের ক্ষমতার নমুনা দেখতে চাইলেন। আমি বললুম, এমন কিছু জিজ্ঞেস করুন যার উত্তর নম্বরে হয়। উনি নয়নকে বললেন, 'আমার বয়স কত বলতে পার'?
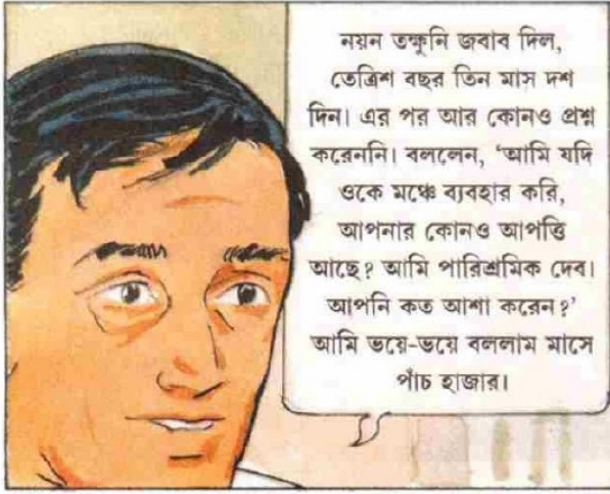
নয়ন তক্ষুনি জবাব দিল, তেত্রিশ বছর তিন মাস দশ দিন। এর পর আর কোনও প্রশ্ন করেননি। বললেন, 'আমি যদি ওকে মঞ্চে ব্যবহার করি, আপনার কোনও আপত্তি আছে? আমি পারিশ্রমিক দেব। আপনি কত আশা করেন?' আমি ভয়ে-ভয়ে বললাম মাসে পাঁচ হাজার।

ভুল। আমার মাথায় কী নম্বর আছে বলো তো নয়ন?
দশ শূন্য শূন্য শূন্য।

আগাম দশ আমার এরই মধ্যে পেয়ে গিয়েছি। এর পর নয়নকে তাঁর বাড়িতে রাখার প্রস্তাবেই বা কী করে না বলি?
কিন্তু নয়ন কি স্বেচ্ছায় গেল?
সেও এক তাজ্জব ব্যাপার। এককথায় রাজি হয়ে গেল। এখনও তো দিব্যি আছে।

ওর ক্ষমতার প্রথম পরিচয় আপনি কী করে পেলেন?
একদিন সকালে উঠে নয়ন বলল, 'বাবা আমার চোখের সামনে অনেক কিছু গিজগিজ করছে। তুমি সেরকম দেখছ না?'

কই না তো? কী গিজগিজ করছে?
এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, শূন্য। সব এদিকে-ওদিকে ঘুরছে, ছুটছে, লাফাচ্ছে, ডিগবাজি খাচ্ছে। আমার মনে হয় আমাকে যদি নম্বর নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করো, তা হলে ওদের ছটফটানি থামবে।

আমার একটা খুব মোটা লাল বাঁধানো বাংলা বই আছে জান তো?
মহাভারত?
হ্যাঁ। সেই বইয়ে কত পাতা আছে বলো তো?

ছটফটানি থেমে গিয়েছে। সব নম্বর পালিয়ে গিয়েছে। খালি তিনটে নম্বর পরপর দাঁড়িয়ে আছে।
নয় তিন চার।

একদম ঠিক।
আমি তাক থেকে কালীপ্রসন্ন সিংহর মহাভারত নামিয়ে খুলে দেখি তার পৃষ্ঠা সংখ্যা সত্যি ৯৩৪।

সরি। তোমরা কি অনেকক্ষণ এসেছে?
দশ মিনিট।

এ হচ্ছে আমার ম্যানেজার ও প্রধান সহকারী শঙ্কর হুবলিকার।
আপনি তো মরাঠি?
ইয়েস স্যার। তবে আমার জন্ম, স্কুলিং সবই এখানে।
বোসো।

কী ব্যাপার বলো?

কাল আমাদের বাড়িতে দৈত্যের আগমন হয়েছিল।

P.C.M
21, Ra
Kol

ভগীরথ আর কিছু বলতে পারেনি। কারণ, তার পরেই সে সংজ্ঞা হারায়।

বাদশার ব্যাপারটা খুবই দুঃখজনক।

কিছু বলুন
মিঃ
মিত্তির?

বলার সময় পেরিয়ে গিয়েছে সুনীল। এখন করার সময়।
কী করার কথা ভাবছেন?

ভাবছি না, স্থির করে ফেলেছি। দক্ষিণ ভারত যাব। নয়ন ইজ় ইন গ্রেট ডেঞ্জার। তার যাতে অনিষ্ট না হয় এটা দেখার ক্ষমতা তোমাদের নেই। এখানে প্রদোষ মিত্রকে প্রয়োজন।

আমাকে নিশ্চিন্ত করলেন। আপনি অবশ্য আপনার প্রোফেশনাল ক্যাপাসিটিতে কাজ করবেন। আপনার পারিশ্রমিক আর আপনাদের যাতায়াত ও হোটেল-খরচ আমি দেব মানে, আমার পৃষ্ঠপোষক।
তোমাদের যাওয়ার তারিখ তো উনিশে ডিসেম্বর। কিন্তু কোন ট্রেন?
করমন্ডল এক্সপ্রেস।

আর হোটেল?
সেও করমন্ডল।
বুঝেছি। তাজ করমন্ডল। তাই তো?

হ্যাঁ। এখনই আপনাদের নাম, বয়স একটা কাগজে লিখে দিন। বাকি কাজ সব শঙ্কর করে দেবে।

বুকিংয়ে অসুবিধে হলে আমাকে জানিয়ো। রেলওয়েতে আমার প্রচুর জানাশোনা।

বলছি।
...পাঁচটা, আলিপুর পার্ক রোড।

কার ফোন?
হিঙ্গোয়ানির। তেওয়ারির পার্টনার।
এই ব্যক্তির কী দরকার আপনার সঙ্গে?

সেটা পাঁচটায় ওঁর আলিপুর পার্ক রোডের বাড়িতে গেলেই বোঝা যাবে। তোপসে, লালমোহনবাবু আজ আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ করছেন।
এই ঠান্ডায় খিচুড়ি জমবে ভাল।
ওকে, ভিতরে বলে দিচ্ছি।

মিঃ হিঙ্গোয়ানি আমাদের ডেকেছেন।

মিত্তিরসাব?
হাম নেহি,
ইনি।

আইয়ে আপলোগ।

বৈঠিয়ে।

দার্জিলিং।

কেন, দার্জিলিং কেন? নেপালি জিনিস কি নেপালে পাওয়া যায় না?
আরে সে তো কল...

প্লিজ় সিট ডাউন।

আমার আপিসের যে খবর কাগজে বেরিয়েছে সে কি আপনি পড়েছেন?
পড়েছি।
আমি গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে বিশ্বাস করি। আমাকে...
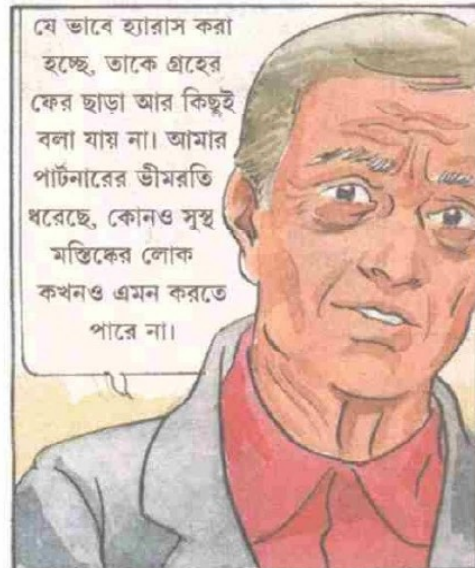
যে ভাবে হ্যারাস করা হচ্ছে, তাকে গ্রহের ফের ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। আমার পার্টনারের ভীমরতি ধরেছে, কোনও সুস্থ মস্তিষ্কের লোক কখনও এমন করতে পারে না।
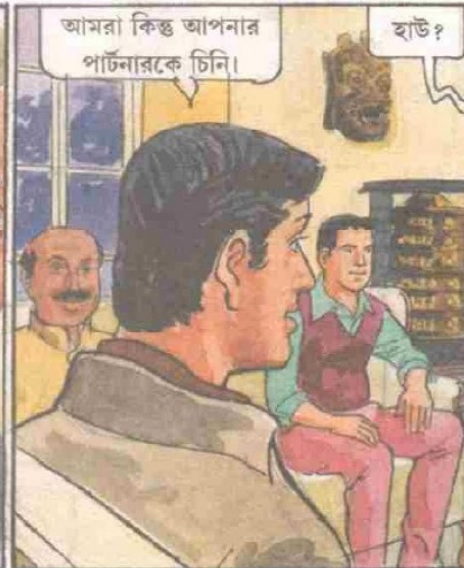
আমরা কিন্তু আপনার পার্টনারকে চিনি।
হাউ?

এই ছেলের ব্যাপারেই তেওয়ারি তরফদারের বাড়ি এসেছিলেন। আমরা তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। বললেন সিন্দুকের কম্বিনেশনটা ভুলে গিয়েছেন। ছেলেটি কম্বিনেশনটা বলে দেয়। তার সঙ্গে এটাও বলে যে, সিন্দুকে আর-একটি পাই-পয়সাও নেই।
আই সি।

আপনি ফোনে বললেন আপনাকে খুব বিব্রত হতে হচ্ছে।
তা তো বটেই। প্রথমত, বছরখানেক থেকেই আমাদের মধ্যে বনিবনা হচ্ছে না। যদিও এককালে আমরা বন্ধু ছিলাম। আমরা একসঙ্গে, এক ক্লাসে সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়তাম।
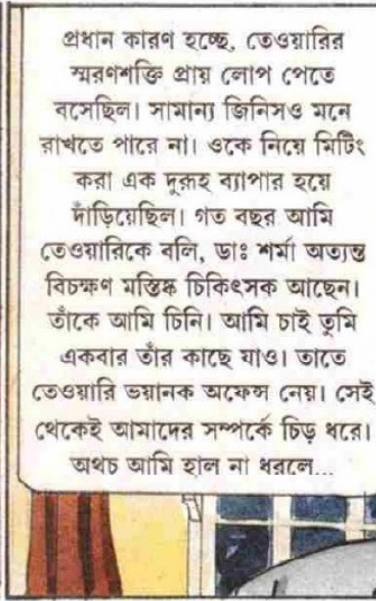
প্রথমে আমরা আলাদা-আলাদাভাবে ব্যবসা শুরু করি। তারপর বছরসতেরো আগে আমরা একজোটে টি এইচ সিন্ডিকেটের পত্তন করি। বেশ ভাল চলছিল কিন্তু ওই যে বললাম, কিছুদিন থেকে দু'জনের সম্পর্কে চিড় ধরেছিল।
সেটার কারণ কী?
প্রধান কারণ হচ্ছে, তেওয়ারির স্মরণশক্তি প্রায় লোপ পেতে বসেছিল। সামান্য জিনিসও মনে রাখতে পারে না। ওকে নিয়ে মিটিং করা এক দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গত বছর আমি তেওয়ারিকে বলি, ডাঃ শর্মা অত্যন্ত বিচক্ষণ মস্তিষ্ক চিকিৎসক আছেন। তাঁকে আমি চিনি। আমি চাই তুমি একবার তাঁর কাছে যাও। তাতে তেওয়ারি ভয়ানক অফেন্স নেয়। সেই থেকেই আমাদের সম্পর্কে চিড় ধরে। অথচ আমি হাল না ধরলে...
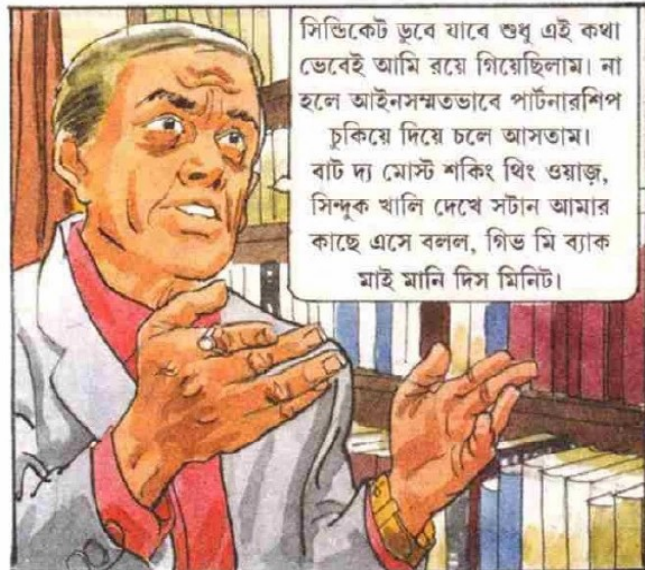
সিন্ডিকেট ডুবে যাবে শুধু এই কথা ভেবেই আমি রয়ে গিয়েছিলাম। না হলে আইনসম্মতভাবে পার্টনারশিপ চুকিয়ে দিয়ে চলে আসতাম। বাট দ্য মোস্ট শকিং থিং ওয়াজ়, সিন্দুক খালি দেখে সটান আমার কাছে এসে বলল, গিভ মি ব্যাক মাই মানি দিস মিনিট।

উনি যে ক্লেম করেন এককালে আপনাকে কম্বিনেশনটা বলেছিলেন। সেটা কি সত্যি?
সর্বৈব মিথ্যা। ওটা ওর পার্সোনাল সিন্দুক। তার কম্বিনেশন ও পাঁচজনকে বলে বেড়াবে? ননসেন্স।
কী বলেছিলাম, তপেশ?

তা ছাড়া ও যখন বলছে আমি চুরিটা করি, তখন তো বেলভিউ ক্লিনিকে আমার খুড়তুতো ভাইকে দেখতে গিয়েছিলাম। ওর হার্ট অ্যাটাক করেছে।
তাও তো তেওয়ারি আপনার পিছনে লেগে আছেন?
শুধু তাই নয়, ও আমাকে শাসিয়েছে যে অবিলম্বে টাকা ফেরত না দিলে ও আমার সর্বনাশ করবে। তেওয়ারি যে স্বার্থসিদ্ধির জন্য কত দূর যেতে পারে, তার বেশ কিছু নমুনা আমি গত সতেরো বছরে পেয়েছি। গুন্ডা লাগিয়ে কী করা সম্ভব-অসম্ভব সে আর আমি আপনাকে কী বলব?
আপনি বলতে চান তেওয়ারি এতই প্রতিহিংসাপরায়ণ খুন করানোতেও সে পিছুপা হবে না?
ও যেভাবে আমার উপর দোষারোপ করে, তাতে আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি টাকা ফেরত না পেলে আমার উপর চরম প্রতিশোধ নেওয়াটা কিছুই আশ্চর্য নয়।
এ চুরি সম্বন্ধে আপনার কোনও থিয়োরি আছে?
প্রথমত, চুরি যে গিয়েছে সেটাই আমি বিশ্বাস করি না। হয় নিজেই সরিয়েছে, না হয় খরচ করেছে।
এবার তা হলে আসল কথায় আসা যাক।
দেখুন মিঃ মিটার আমি চাই প্রোটেকশন। এই জাতীয় কাজ তো আপনাদের প্রাইভেট ডিটেকটিভদের মধ্যে পড়ে, তাই না?
তা পড়ে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে কী, আমি সামনে বেশ ক'দিন কলকাতায় থাকছি না।
আপনি কোথায় যাচ্ছেন?
দক্ষিণ ভারত। প্রথমে চেন্নাই।
এক্সেলেন্ট!
আপনাকে বলা হয়নি। আমি দু'দিন আপিস যাচ্ছি না। আইনত যা করার তা আমি যথাসময়ে করব। চেন্নাই একটা কাজের সম্ভাবনা আছে। আপনি প্লেনে যাচ্ছেন?

ট্রেনে। তরফদারের ম্যাজিক শোয়ের ওই বালক। তারও জীবন বিপন্ন।
বেশ তো। আপনি এক ঢিলে দুই পাখি মারুন। আমিও আপনাকে পারিশ্রমিক দেব।
ঠিক আছে। শুধু আমার প্রোটেকশনে হবে না। আপনাকেও সাবধানে চলতে হবে। আর সন্দেহজনক কিছু হলেই আমাকে জানাবেন।
নিশ্চয়ই। আপনি কোথায় থাকবেন?
হোটেল করমন্ডল। আমরা একুশে পৌঁছচ্ছি।
বেশ চেন্নাইয়েই দেখা হবে।

আচ্ছা ফেলুদা, দু'দিকের দেওয়াল দুটো বেশ বড়-বড় রেক্ট্যাঙ্গুলার ছাপ দেখলাম। অনেকদিনের টাঙানো ছবি তুলে ফেললে যেমন হয়।
গুড অবজ়ারভেশন। বোঝাই যাচ্ছে ভদ্রলোক ছবিগুলো পাচার করে দিয়েছেন।
তার সিগনিফিক্যান্স?

সাতশো ছেষট্টি রকম সিগনিফিক্যান্স। সব শোনার সময় আছে কি আপনার?
সজারু।

কিন্তু আপনি যে এই হিঙের কচুরির কেসটাও নিলেন, দু'দিক সামলাতে পারবেন তো?

খটকা।
খটকা।

গুড মর্নিং মিঃ জটায়ু।
!

মিঃ ব্যাসাক, মানে বসাক। আমাকে...
খুব ভালই চিনেছি সেদিনই। ক'জন বাঙালি আপনাদের চেনে না।

আপনার বন্ধুর ক্লায়েন্টকে আরও দশ হাজার ডলার অফার করি। তার মানে তিরিশ।

আপনারা কি তরফদারকে ছেড়ে নয়নের জন্য এই টাকা অফার করছেন?

তরফদারের মতো ম্যাজিশিয়ান সারা পৃথিবীতে অনেক আছে। নয়নের মতো কেউ নেই। বসাকের সংকল্পে ব্যাগড়া দেবে এমন লোক এখনও জন্মায়নি।

চেন্নাইয়ের শো থেকে খোকার আইটেম বাদ দিতে হবে।
আপনি মানে, জানেন যে চেন্নাইয়ে...

সব কাগজেই বেরিয়েছে। খোকার আইটেম বাদ। টেল দিস টু ইয়োর টিকটিকি ফ্রেন্ড।
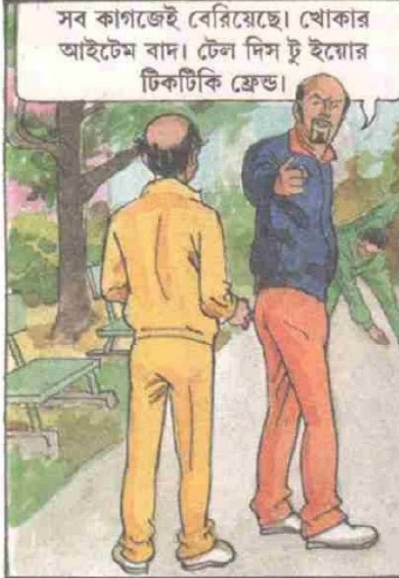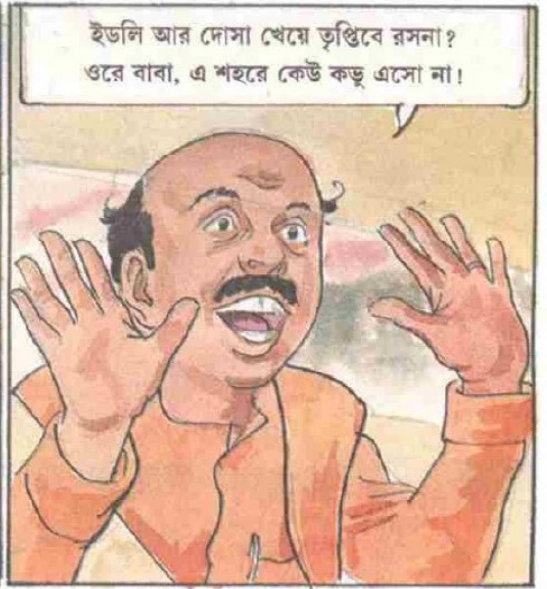
আজকের দিনে শোম্যানদের পাবলিসিটি ছাড়া গতি নেই। ও নিয়ে কাইন্ডলি আমাকে কিছু বলবেন না।
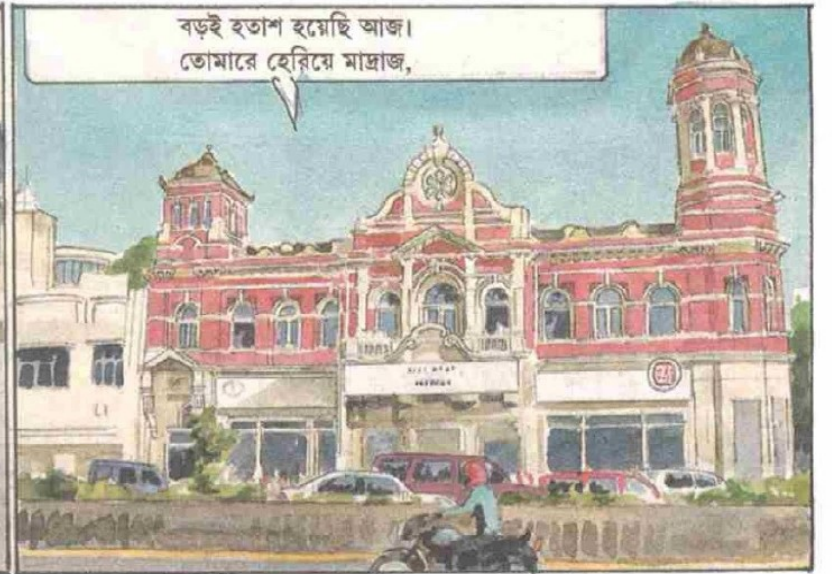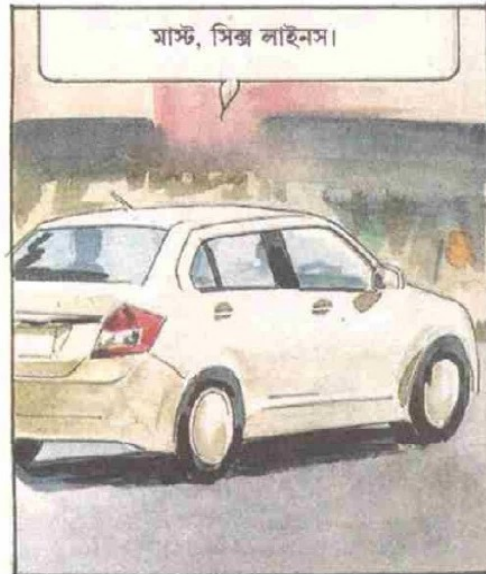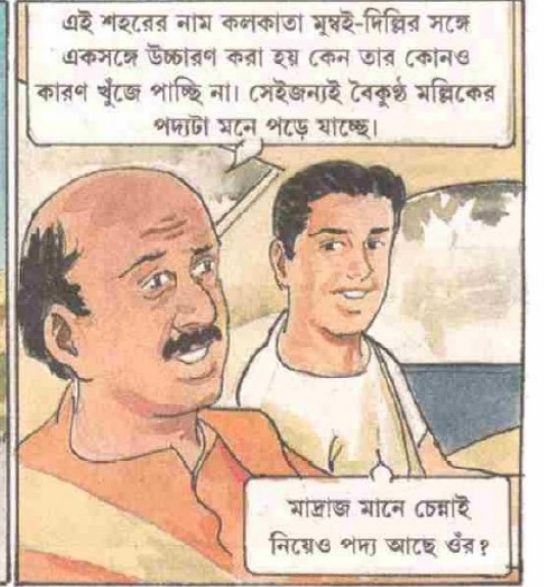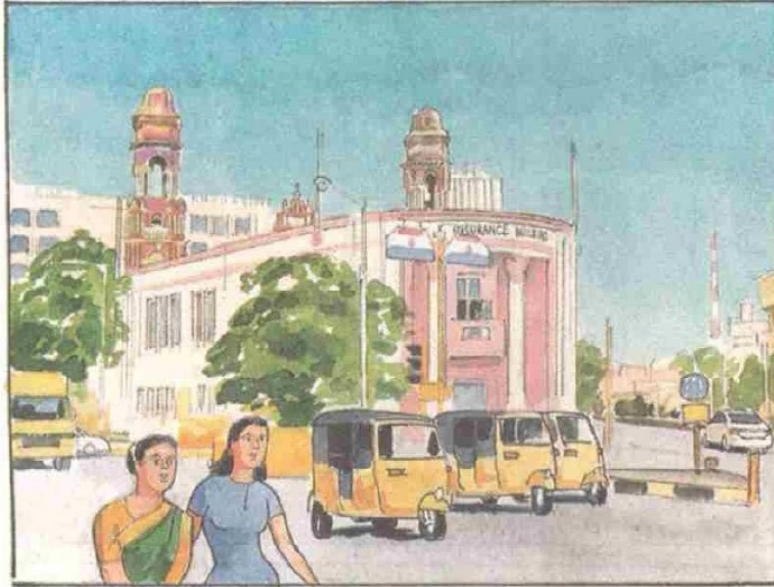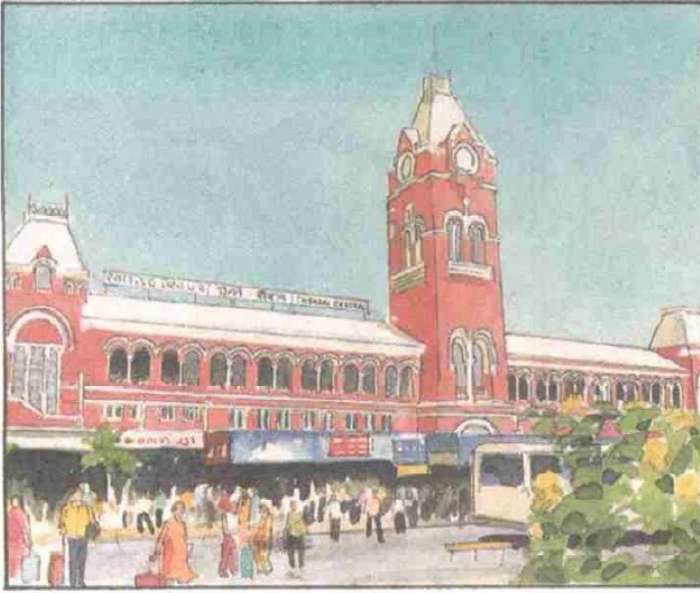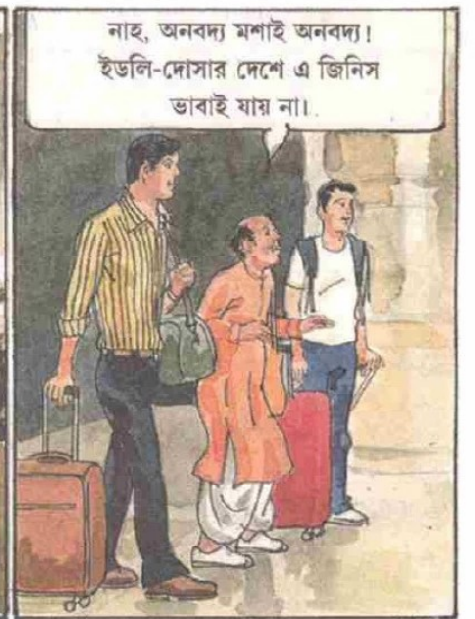
ওদের সব লটবহর অ্যারেঞ্জ করে আসতে সময় লাগবে। এটাই তো আমাদের গাড়ি?
দেরি করে লাভ কী? বেরিয়ে পড়া যাক।
এই শহরের নাম কলকাতা মুম্বই-দিল্লির সঙ্গে একসঙ্গে উচ্চারণ করা হয় কেন তার কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। সেইজন্যই বৈকুণ্ঠ মল্লিকের পদ্যটা মনে পড়ে যাচ্ছে।
মাদ্রাজ মানে চেন্নাই নিয়েও পদ্য আছে ওঁর?
মাস্ট, সিক্স লাইনস।
বড়ই হতাশ হয়েছি আজ।
তোমারে হেরিয়ে মাদ্রাজ,

ভাষা হেথা দুর্বোধ্য তামিল
অন্য ভাষার সাথে নেই কোনও মিল

ইডলি আর দোসা খেয়ে তৃপ্তিবে রসনা?
ওরে বাবা, এ শহরে কেউ কভু এসো না!

তৃপ্তিবে?
হোয়াই নট? মল্লিকের উপর মাইকেলের দস্তুরমতো প্রভাব ছিল। তৃপ্তি হল নামধাতু। বলছি না হাইলি ট্যালেন্টেড। পোড়া দেশে কলকে পেলেন না।

নাহ, অনবদ্য মশাই অনবদ্য! ইডলি-দোসার দেশে এ জিনিস ভাবাই যায় না।

ভাষা হেথা দুর্বোধ্য তামিল
অন্য ভাষার সাথে নেই কোনও মিল

ইডলি আর দোসা খেয়ে তৃপ্তিবে রসনা?
ওরে বাবা, এ শহরে কেউ কভু এসো না!

তৃপ্তিবে?
হোয়াই নট? মল্লিকের উপর মাইকেলের দস্তুরমতো প্রভাব ছিল। তৃপ্তি হল নামধাতু। বলছি না হাইলি ট্যালেন্টেড। পোড়া দেশে কলকে পেলেন না।

নাহ, অনবদ্য মশাই অনবদ্য!
ইডলি-দোসার দেশে এ জিনিস
ভাবাই যায় না।

টিং
টং
গুড মর্নিং স্যার। প্লিজ় কাম ইন।
গুড মর্নিং
লেট মি ইনট্রোডিউস মিঃ রেড্ডি। হি ইজ় ওয়ার্ল্ড ফেমাস ডিটেকটিভ মিঃ মিটার।
হ্যালো!
হ্যালো!
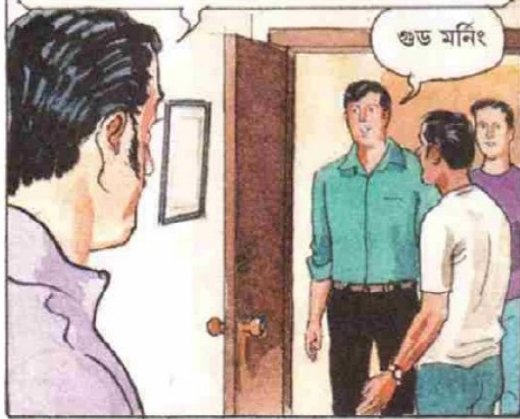
এঁর রোহিণী থিয়েটারেই আমার শো। বলছেন প্রচুর এনকোয়ারি আসছে।
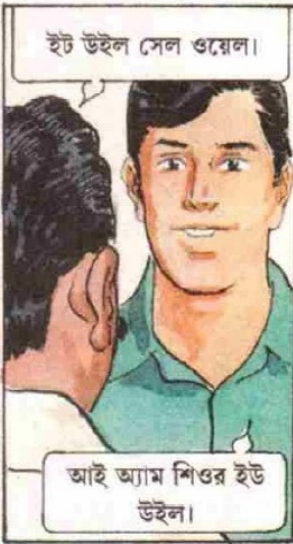
ইট উইল সেল ওয়েল।
আই অ্যাম শিওর ইউ উইল।

নয়ন কই?
এখানকার সবচেয়ে নামী কাগজ 'হিন্দু'র একজন রিপোর্টার নয়নকে ইন্টারভিউ করছে। এর ফলে আমাদের দারুণ পাবলিসিটি হবে।

কোথায় হচ্ছে সে ইন্টারভিউ?
ম্যানেজার কনফারেন্স রুমে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বলা আছে বাইরের কাউকে যেন ঢুকতে না দেওয়া হয়।

বলিহারি বুদ্ধি...

হোয়ার ইজ় দ্য কনফারেন্স রুম?
টার্ন রাইট।

নয়ন কাকে ইন্টারভিউ নিচ্ছিল জান?
কাকে?
মিঃ হেনরি হজসন।
ওই দাড়িওয়ালা...
হ্যাঁ। তার কার্যসিদ্ধি হয়ে গিয়েছে। এই যদি তোমার আক্কেলের নমুনা হয়, তা হলে আমি তোমাকে কোনও রকম সাহায্য করতে পারব না। এ অবস্থায় আমি যা বলছি তা তোমাকে মানতেই হবে।
বলুন স্যার।
মিঃ রেড্ডির তরফ থেকে যেটুকু পাবলিসিটি না করলেই নয়। সেটুকু তিনি করবেন। কিন্তু তোমরা প্রেস পীড়াপীড়ি করলেও তাদের কাছে মুখ খুলবে না।
এই সফর যদি সাকসেসফুল হয়। তা হলে সেটা হবে নয়নের জোরে। তোমাদের পাবলিসিটির জোরে নয়। বুঝেছ?
নয়ন তো বাংলা ছাড়া অন্য ভাষা জানে না, তুমি কী করে ছেড়ে দিলে?
উনি তো বাংলায় বললেন। বললেন, আট বছর কলকাতায় ছিলেন।
ঠিক এইটেরই দরকার ছিল। ভয় হচ্ছিল যে, চেন্নাইয়ে এসে বুঝি কেসটা থিতিয়ে যাবে।
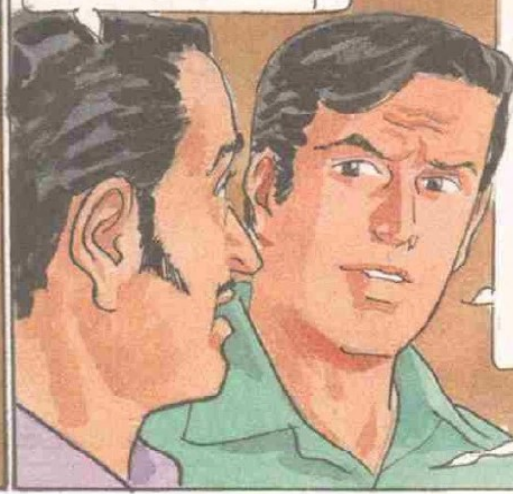
মে আই কাম ইন?
প্লিজ় কাম ইন, মিঃ হিঙ্গোয়ানি।
আপনি সাবধানে আছেন তো?
হ্যাঁ-হ্যাঁ। সো ফার নো ট্রাবল। আমার বিশ্বাস তেওয়ারি আমার চেন্নাই আসার খবরটা জানে না।

তবু আপনি সাবধানে থাকবেন।
আই ওন্ট টেক এনি রিস্ক।
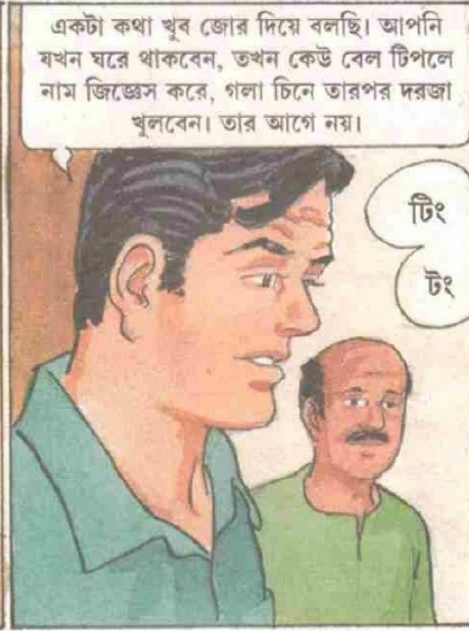
একটা কথা খুব জোর দিয়ে বলছি। আপনি যখন ঘরে থাকবেন, তখন কেউ বেল টিপলে নাম জিজ্ঞেস করে, গলা চিনে তারপর দরজা খুলবেন। তার আগে নয়।

টিং
টং
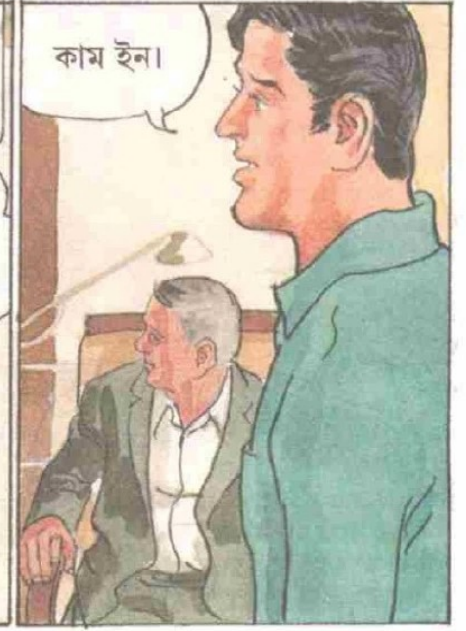
কাম ইন।
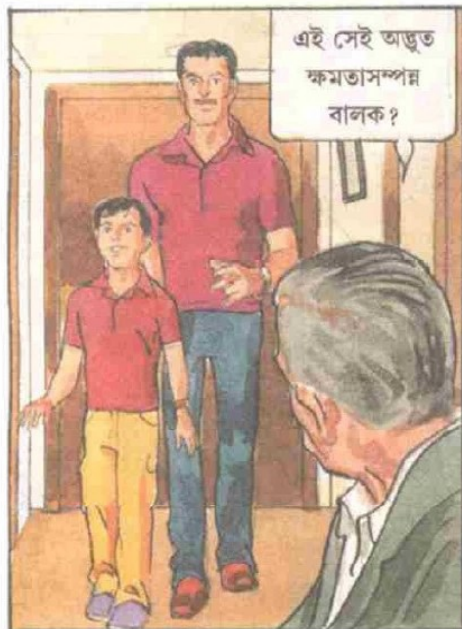
এই সেই অদ্ভুত ক্ষমতাসম্পন্ন বালক?

আপনার সঙ্গে এই দু'জনেরই পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কোনও প্রয়োজন আছে কি?
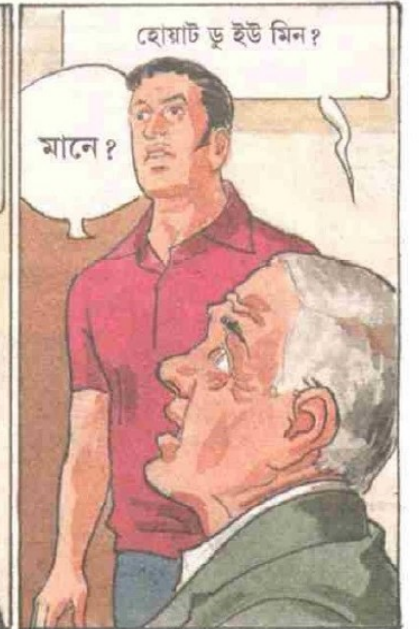
হোয়াট ডু ইউ মিন?
মানে?

মিঃ হিঙ্গোয়ানি, গোয়েন্দার কাছ থেকে মক্কেল যদি কোনও জরুরি তথ্য গোপন করেন, তা হলে গোয়েন্দার কাজটা আরও অনেক বেশি কঠিন হয়ে পড়ে।
আপনি কী বলতে চাইছেন?
আপনি ভাল করেই জানেন। কিন্তু না জানার ভান করছেন। অবিশ্যি সত্য গোপন করার অভিযোগ শুধু আপনার বিরুদ্ধেই প্রযোজ্য নয়। এঁর বিরুদ্ধেই বটে।
আপনারা যখন মুখ খুলছেন না, তখন আমিই বলি। সুনীল, আমি কি অনুমান করতে পারি যে, মিঃ হিঙ্গোয়ানিই তোমার পৃষ্ঠপোষক?
বাট হাউ ডিড ইউ নো? এও কি ম্যাজিক?
না মিঃ হিঙ্গোয়ানি। ম্যাজিক নয়। আমরা গোয়েন্দারা সাধারণ লোকের চেয়ে একটু বেশি দেখি, বেশি শুনি।
কী দেখে বা শুনে আপনি এই তথ্যটা আবিষ্কার করলেন?
গত রবিবার তরফদারের ম্যাজিক শোতে এক যুবকের প্রশ্নের উত্তরে জ্যোতিষ্ক দুটো গাড়ির নম্বর বলে দেয়। তার মধ্যে একটা নম্বর ডব্লিউ বি ০৬এইচ ১২১২ দেখলাম আপনার বাড়িতে।
এই যুবক কি আপনার বাড়ির লোক নন এবং তিনিই শো থেকে ফিরে কি আপনাকে এর আশ্চর্য ক্ষমতার কথা বলেননি?
মোহন আমার ভাইপো।
আপনার ড্রয়িং রুমের বুককেসে দেখলাম পুরো একটা তাক ভর্তি ম্যাজিকের বই। তার মানে...
ইয়েস, ইয়েস, ইয়েস। ওগুলোর মায়া আমি কাটিয়ে উঠতে পারিনি।
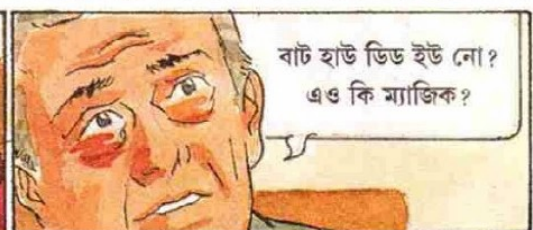
তরফদারকে কোনও দোষ দেবেন না মিঃ মিটার। ও আমারই অনুরোধে আমার নামটা প্রকাশ করেনি।
কিন্তু এই গোপনতার কারণ কী?
একটা বড় কারণ আছে মিঃ মিটার। আমার বাবা এখনও জীবিত। ফৈজ়াবাদে থাকেন। আমাদের পৈতৃক বাড়িতে। বিরাশি বছর বয়স। এখনও টনটনে জ্ঞান। মজবুত শরীর। তিনি যদি জানেন যে, এতদিন বাদে আমি আবার ম্যাজিকের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েছি, তা হলে তিনি আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন।
বুঝেছি।
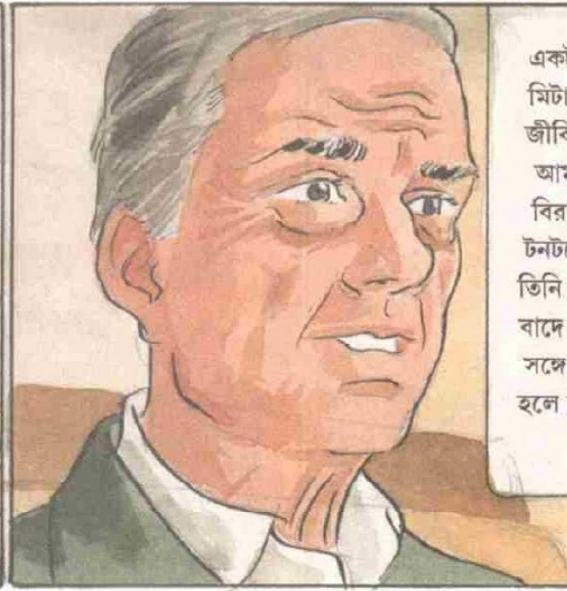
টি এইচ সিন্ডিকেটের পার্টনারশিপে ইস্তফা দিয়ে অন্য কিছু করতে হবে ভাবছিলাম। মোহনের কাছে শুনে তরফদারকে প্রস্তাবটা দিই। দু'দিন বাদে তেওয়ারির সঙ্গে সংঘর্ষ হল। ডাক্তারের প্রস্তাবমতো এক মাসের অবসর নিচ্ছি লিখে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিই তেওয়ারিকে।
আপনার চেন্নাইয়ে কাজের সম্ভাবনা বলতে এই শো?
হ্যাঁ।

বিপদ সামলানোর জন্য আমাকে নিযুক্ত করা হয়েছে। নয়নের সঙ্গে সবসময় আমাদের কেউ না-কেউ থাকবে। এখন আপনি বলুন, আপনি কীভাবে আমাদের কাজটা সহজ করতে পারেন।
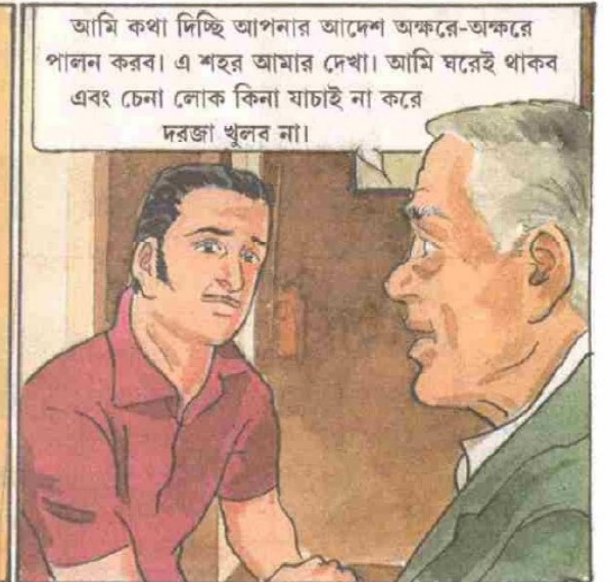
আমি কথা দিচ্ছি আপনার আদেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করব। এ শহর আমার দেখা। আমি ঘরেই থাকব এবং চেনা লোক কিনা যাচাই না করে দরজা খুলব না।

এরা স্পট খুব
ভালই বেছেছে।

এ তো বল্লভদের কীর্তি, তাই না মশাই?
পল্লব। মিঃ গাঙ্গুলি পল্লব।

কোন সেঞ্চুরি?
সেটা খোকাকে জিজ্ঞেস করুন, বলে দেবে।

সজারু...
সপ্তম শতাব্দীতে তৈরি হয়েছিল মহাবলীপুরম।

এখান থেকে কোথায়?

পঞ্চপাণ্ডব রথ।

এ তো ঠিক বাংলার কুঁড়ে ঘর।

এটাই দ্রৌপদীর রথ।
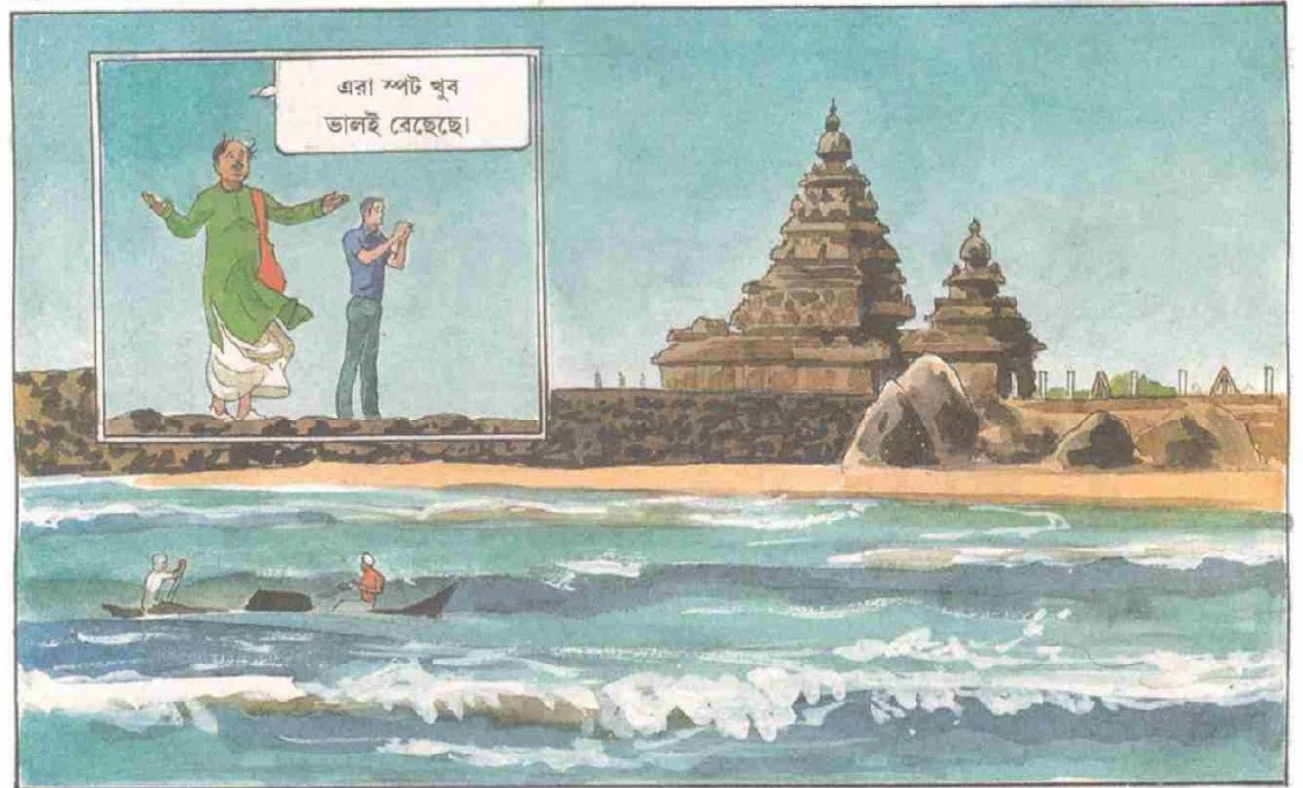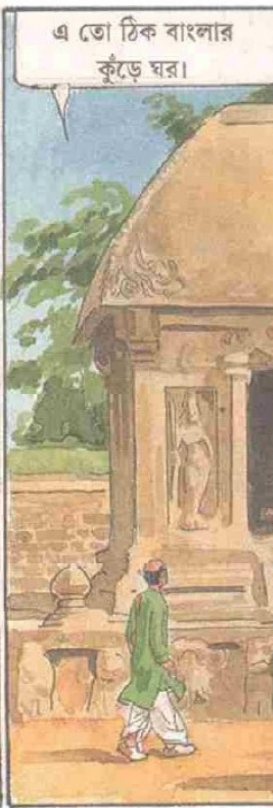
পরেরটা অর্জুনের, তারপর ভীমের, যুধিষ্ঠিরের।

এটা নকুল এবং সহদেবের।

এখান থেকে আমরা কোথায় যাচ্ছি?

অর্জুনের তপস্যা।

এই হল অর্জুনের তপস্যা।

তবে ভেবে দেখুন, হাজার-হাজার প্রাচীন ভাস্কর্যের নমুনা আমাদের সারা দেশ জুড়ে। দশ-বারো শতাব্দী ধরে সেগুলো তৈরি হয়েছে। অথচ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখলেও তার সামান্যতম অংশে একটিও হাতুড়ির বেয়াড়া আঘাত বা ছেনির বেয়াড়া অ্যাঙ্গেলের চিহ্ন পাবেন না।

এ তো মাটি নয় যে, আঙুলের চাপে এদিক-ওদিক করে একটি সংশোধন হয়ে যাবে। পাথরের ত্রুটি শুধরানোর কোনও উপায় নেই। এ যুগে সেই পারফেকশনের সহস্রাংশও আর অবশিষ্ট নেই। কোথায় গেল কে জানে!
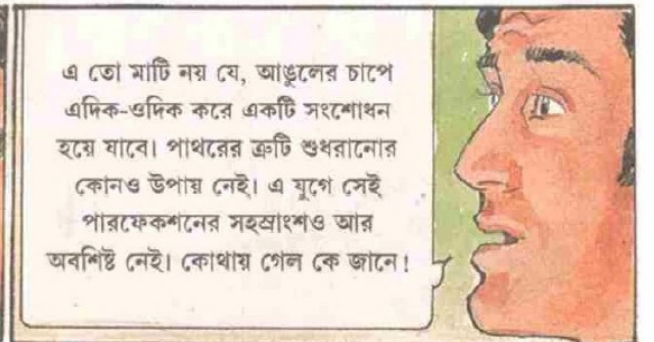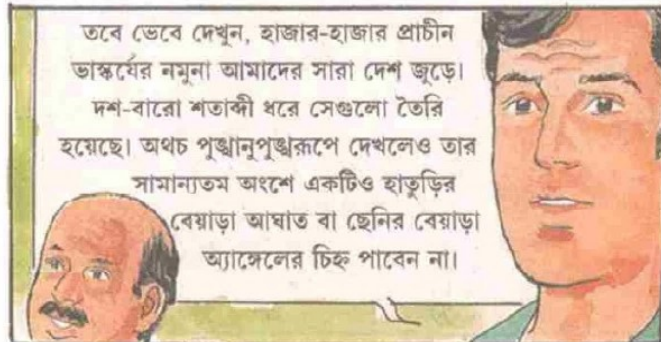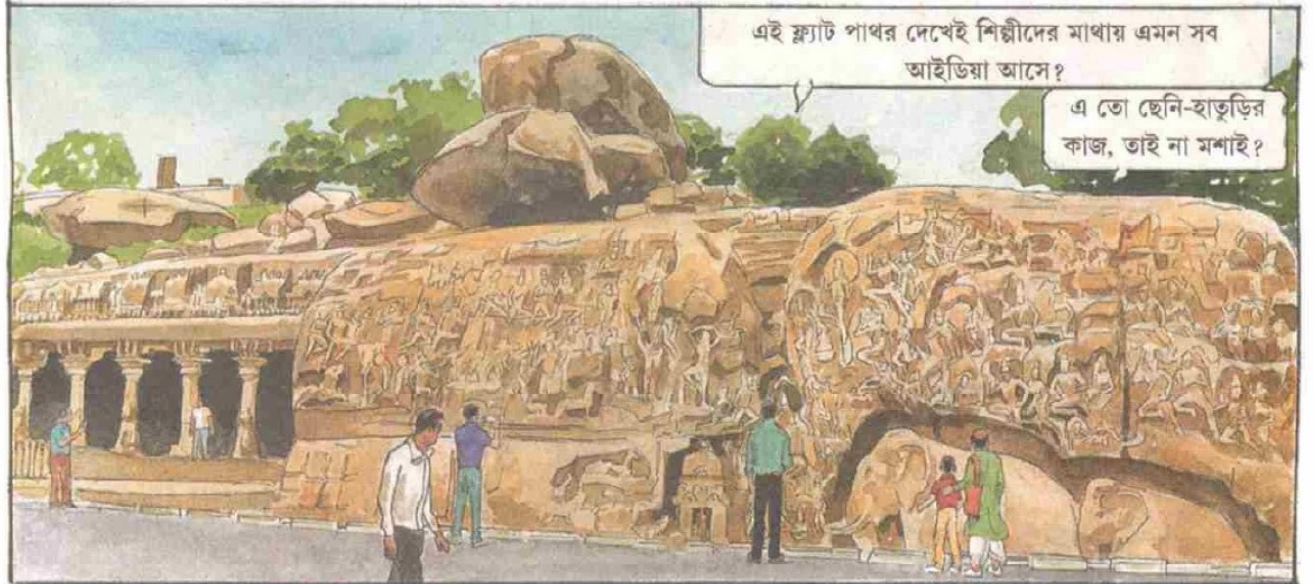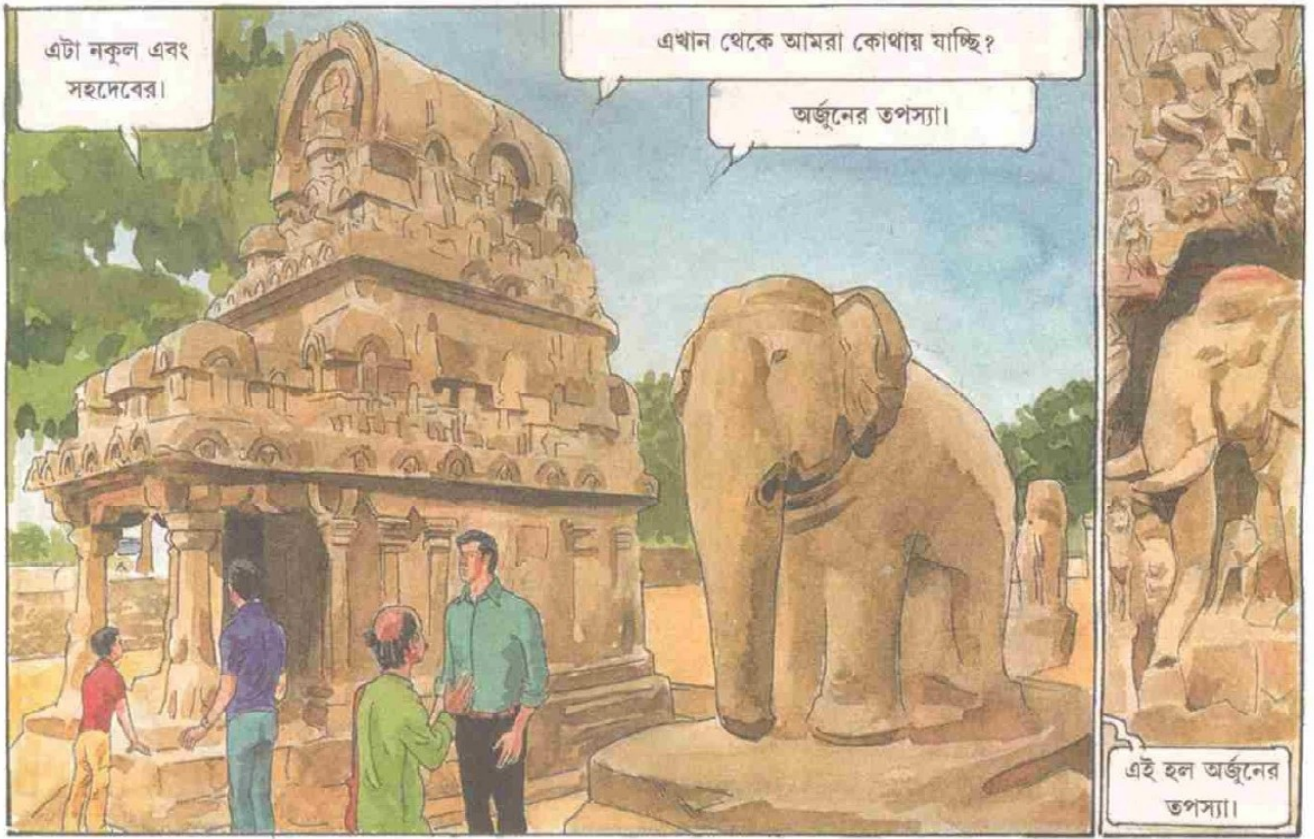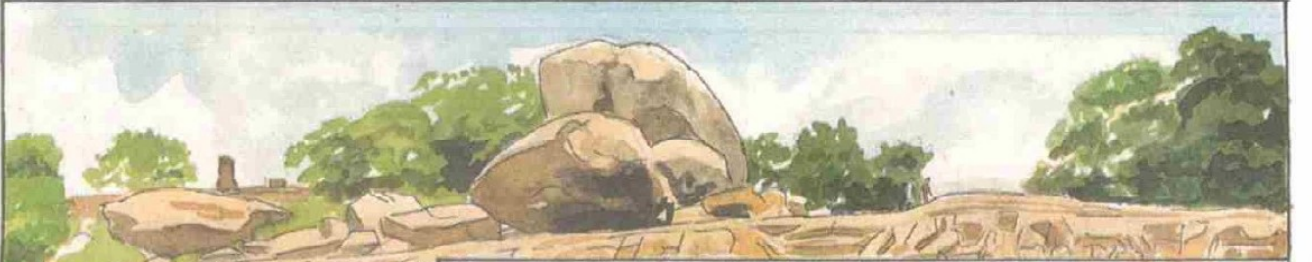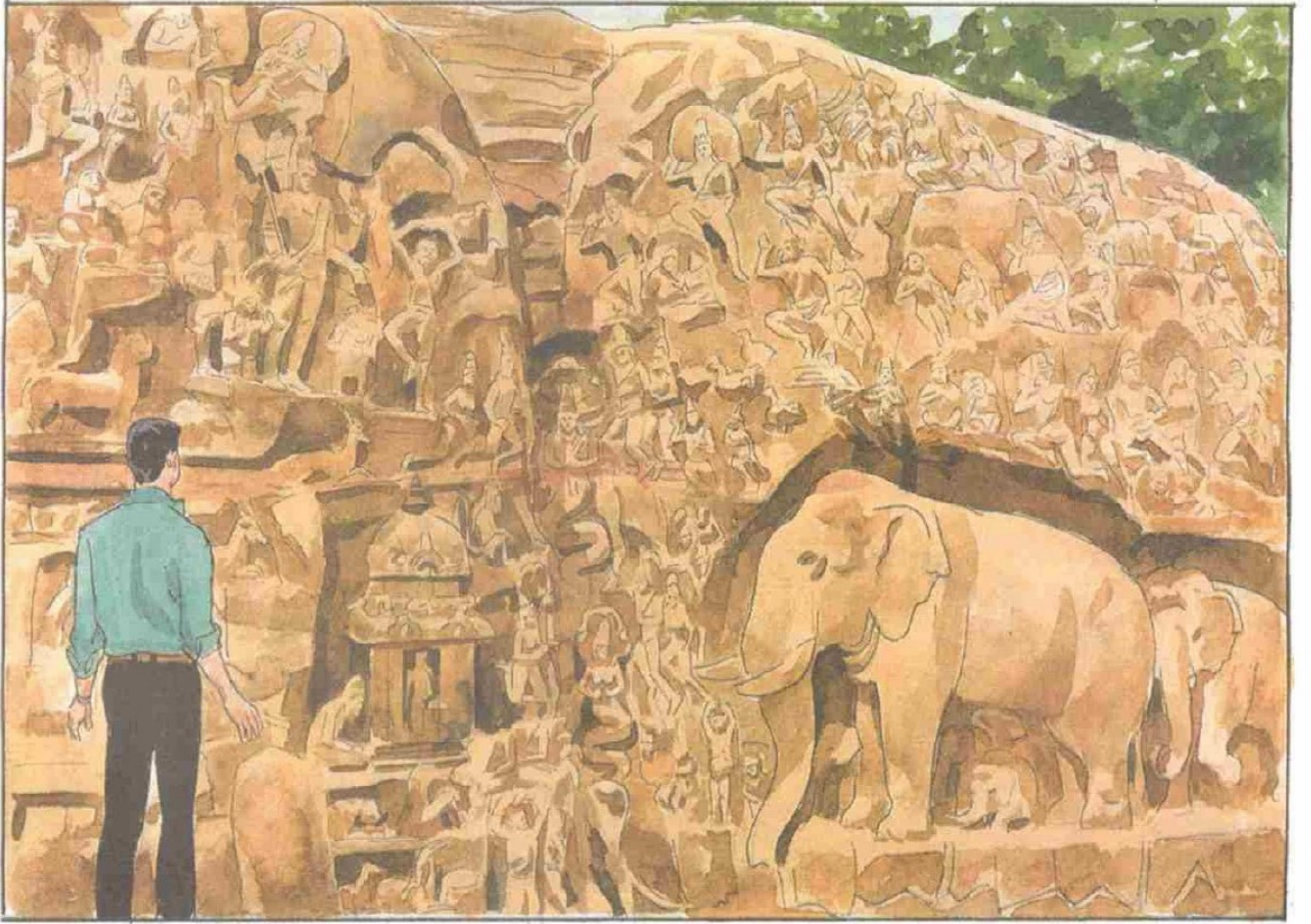
যা, তোরা এগিয়ে যা। এদিক দিয়ে কৃষ্ণ মণ্ডপ দেখে পাহাড় দিয়ে উঠে যাবি। লাইট হাউজ় ছাড়িয়ে মহিষ মণ্ডপ গুহা দেখবি। আরও দেখার আছে। পাহাড়ের উপর দিয়ে ওই ডান দিক দিয়ে নেমে আসার রাস্তা আছে। আমি একটু খুঁটিয়ে দেখছি। সময় লাগবে।

দেখা হয়ে গেল?

হ্যাঁ, হ্যাঁ।
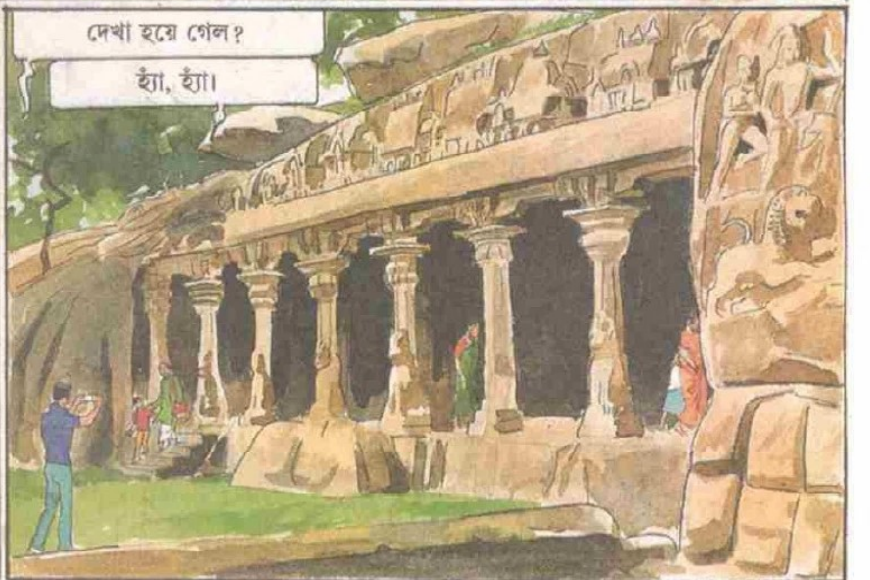
প্রখর রুদ্রের কাছে তো স্কুবা ডাইভিং তো কিছুই নয়।
স্কুবা ডাইভিং কী?
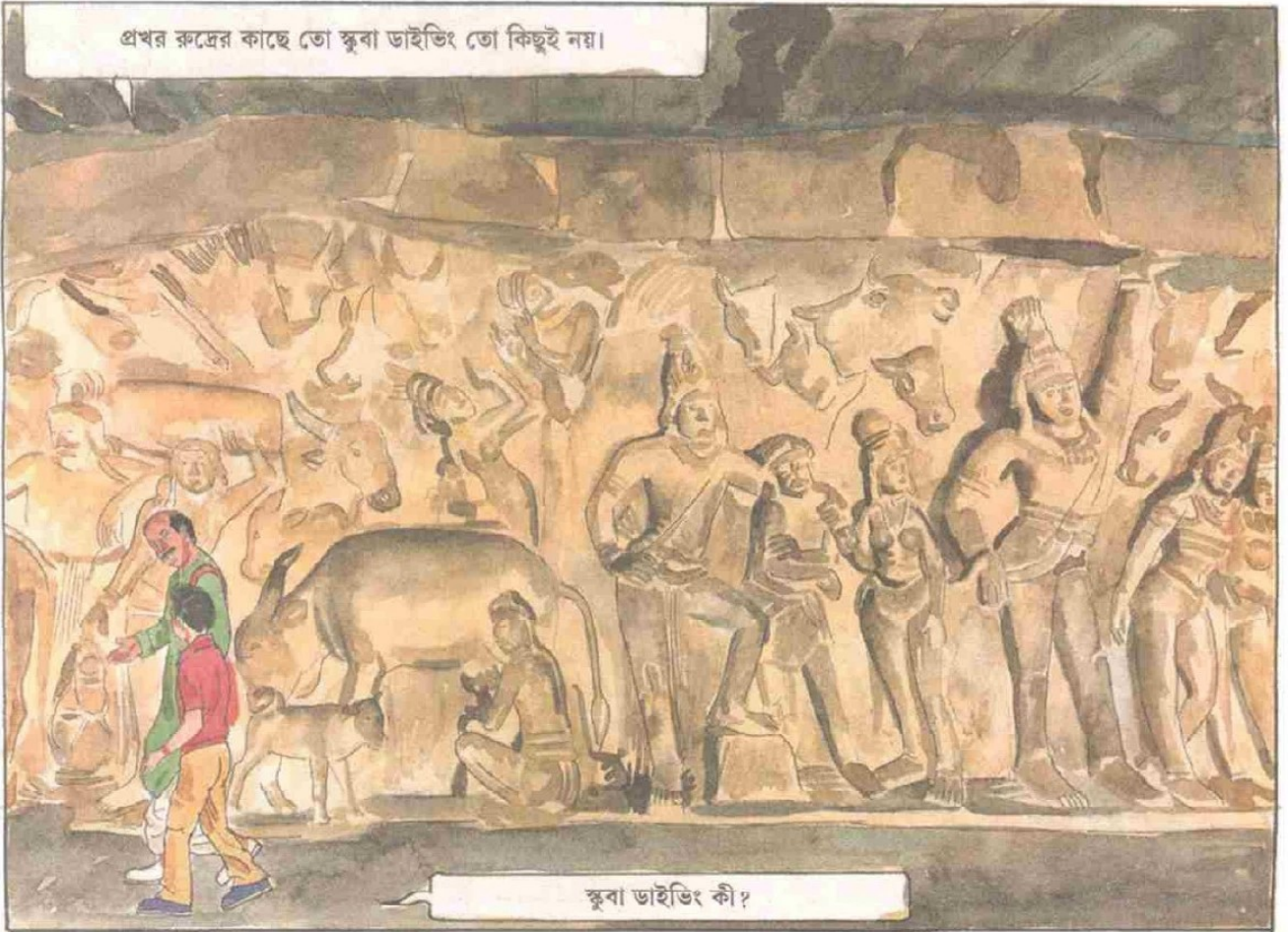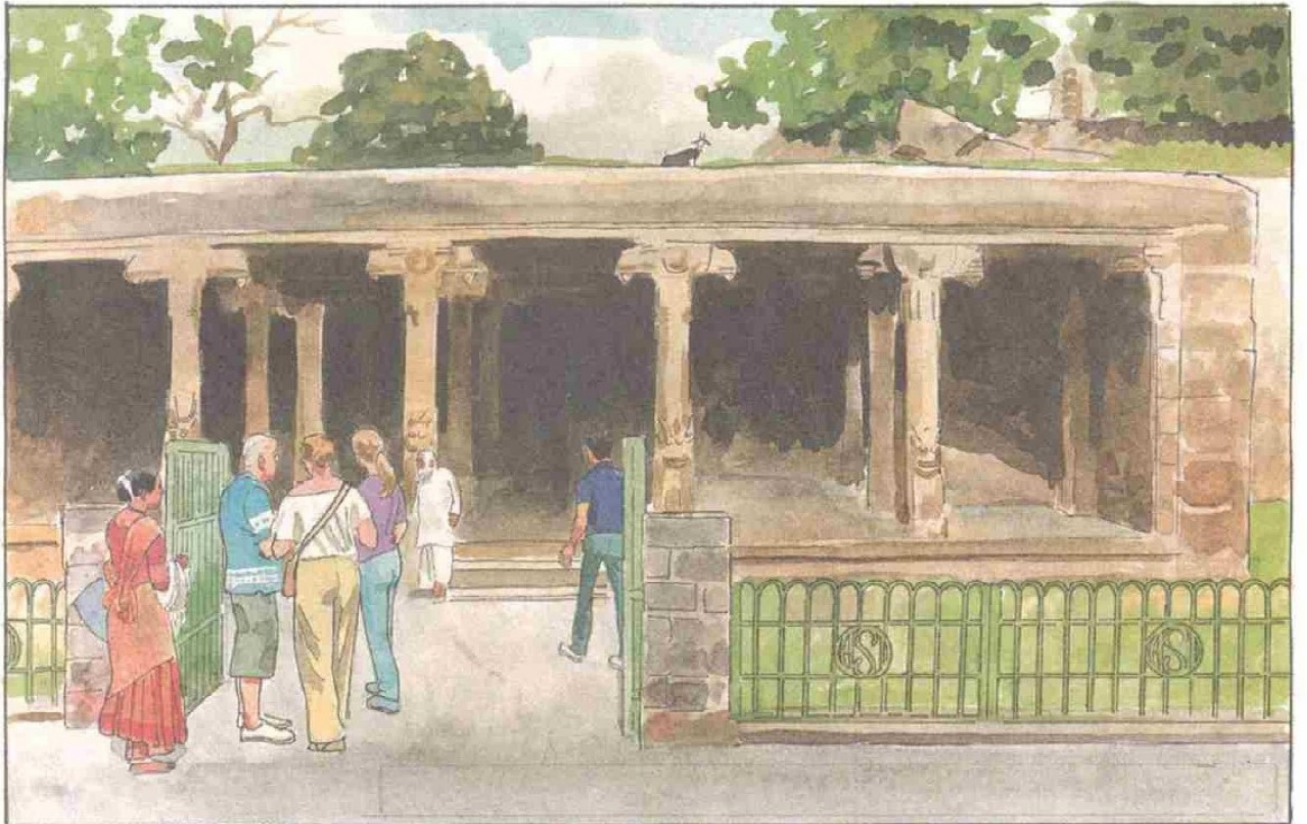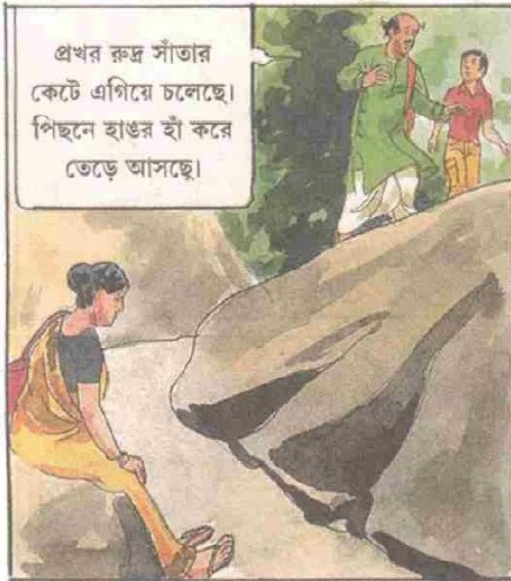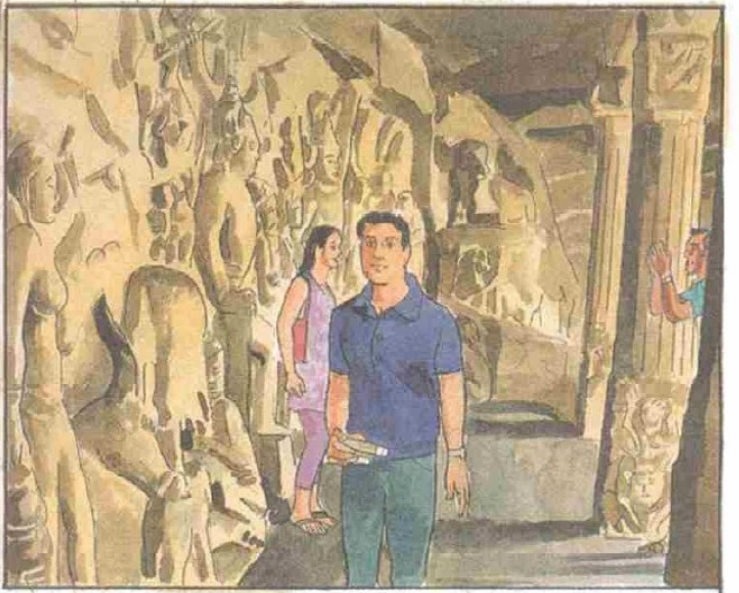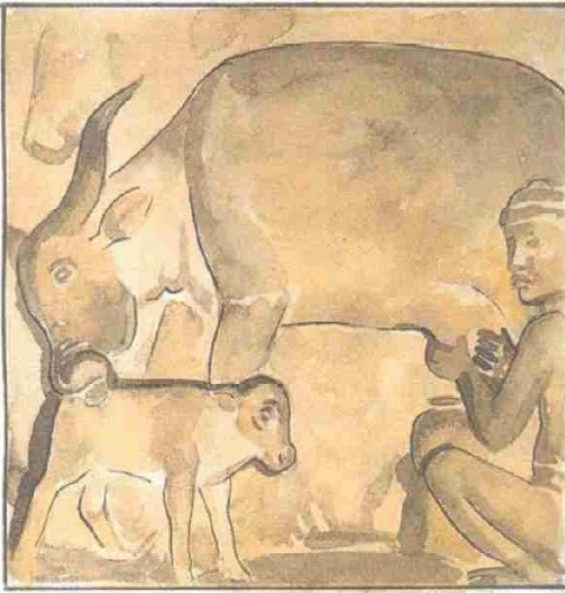
প্রখর রুদ্র সাঁতার কেটে এগিয়ে চলেছে। পিছনে হাঙর হাঁ করে তেড়ে আসছে।
শো-টা যতক্ষণ না শুরু হচ্ছে একটা টেনশন ডেভেলপ করছে।
আর তো দুটো দিন।
আরে এটাই তো মহিষমর্দিনী গুহা। এটা দেখে ক্লাইম্যাক্স
ক্লাইম্যাক্স কী?
হি হি হি
লালমোহনবাবু 'অতলান্তিক আতঙ্ক'-এ ডুবে আছে। ঠিক রাস্তায় গিয়েছে তো?
মহিষমর্দিনী কি?
মা দুর্গা
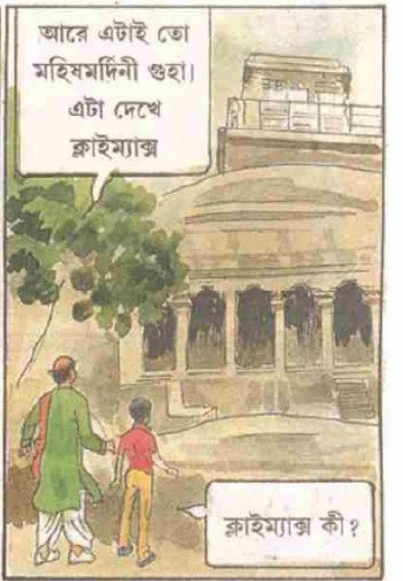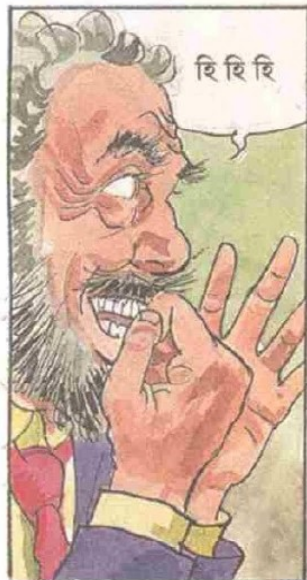
গর রর
রর রর
গর রব
রর রর

গর রর
রর রর

ঘটোৎকচের মূর্তি। জামা-কাপড় পরানো। নতুন অ্যাডিশন। সাউন্ড এফেক্টটা কেমন...
গর রর
রর রর

গাঁ
গাঁ

গাওয়াঙ্গি!
লালমোহনবাবু!

কিন্তু লালমোহনবাবুরা কোথায়?

মাগো!
মাগো!
মা গো!
আহ গাওয়াঙ্গি
কাকে বলে
দেখলে?

আঁ র র গ
প্রখর
রুদ্র !

উঃ!
ফেলুদা!
হাঃ! হাঃ

ভ্যানে নিয়ে তোলো।
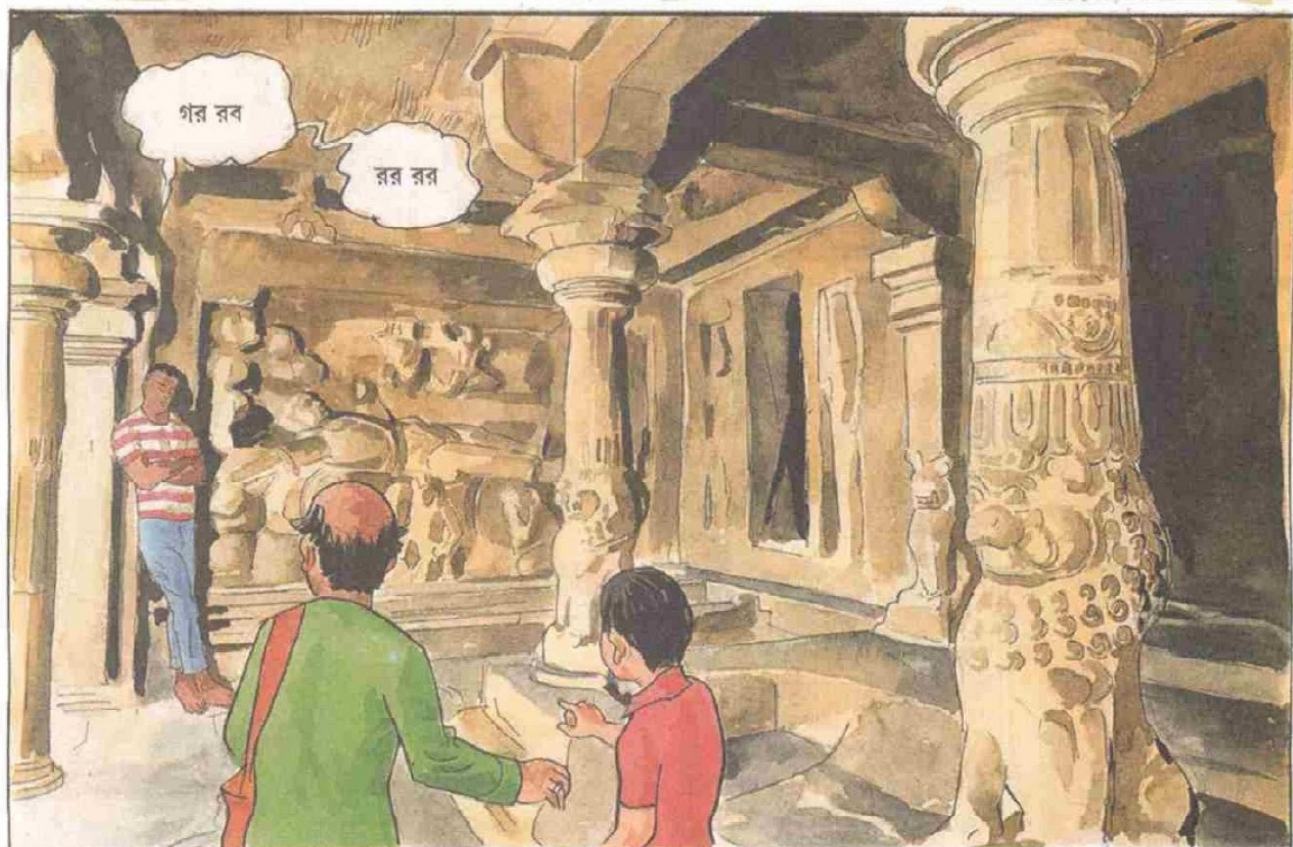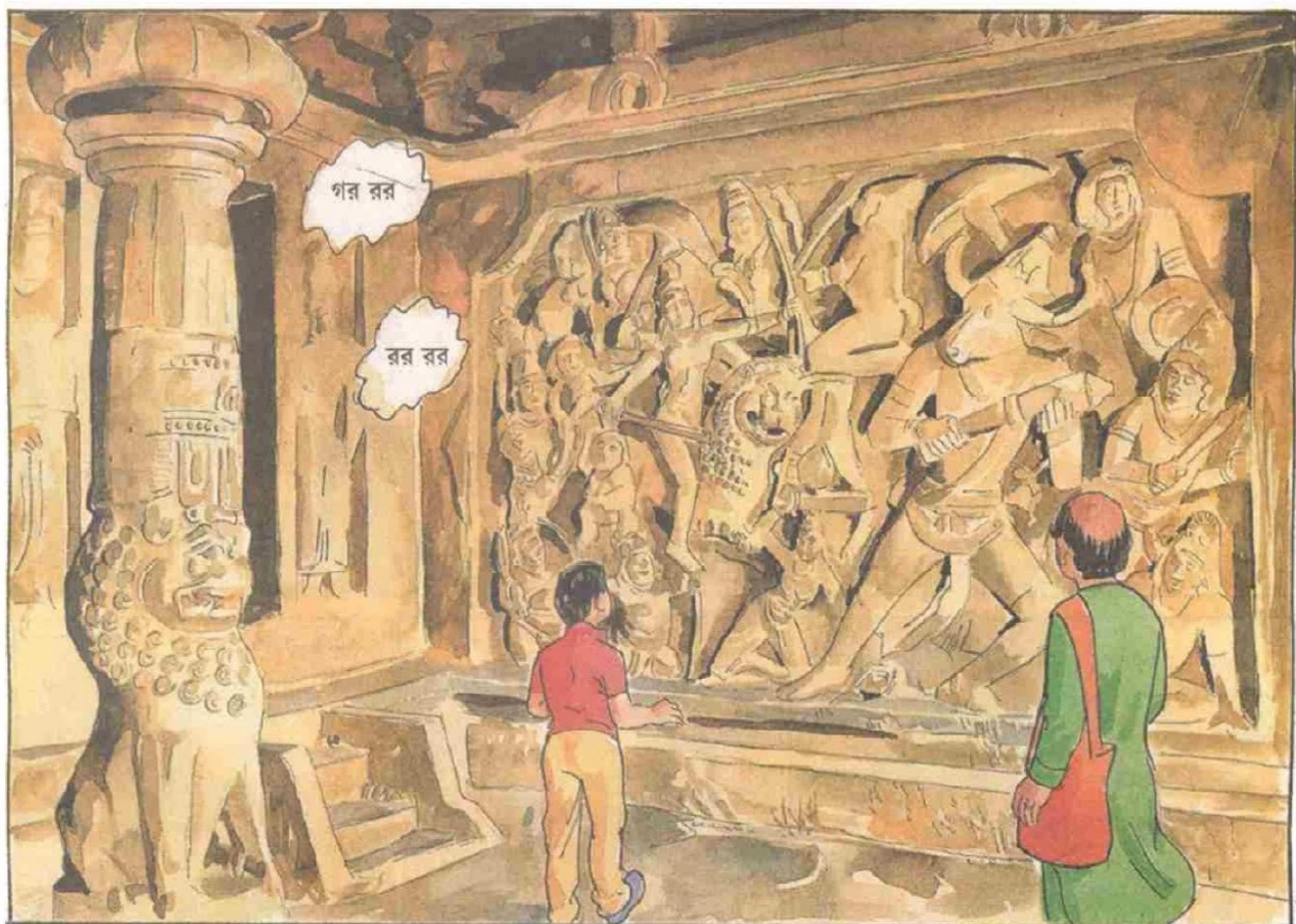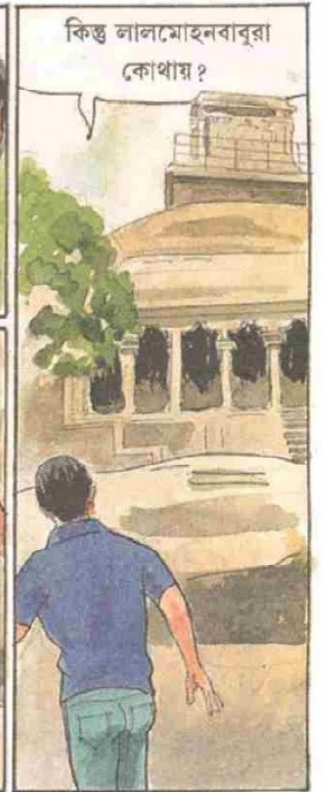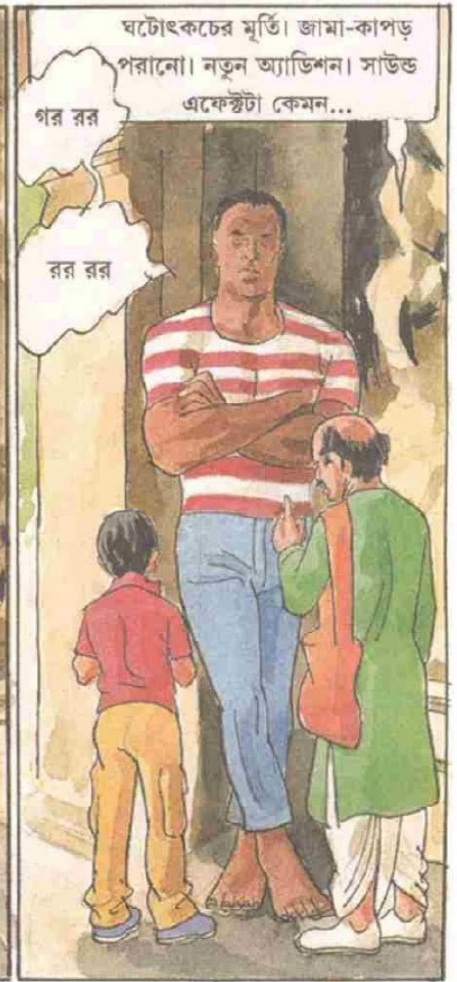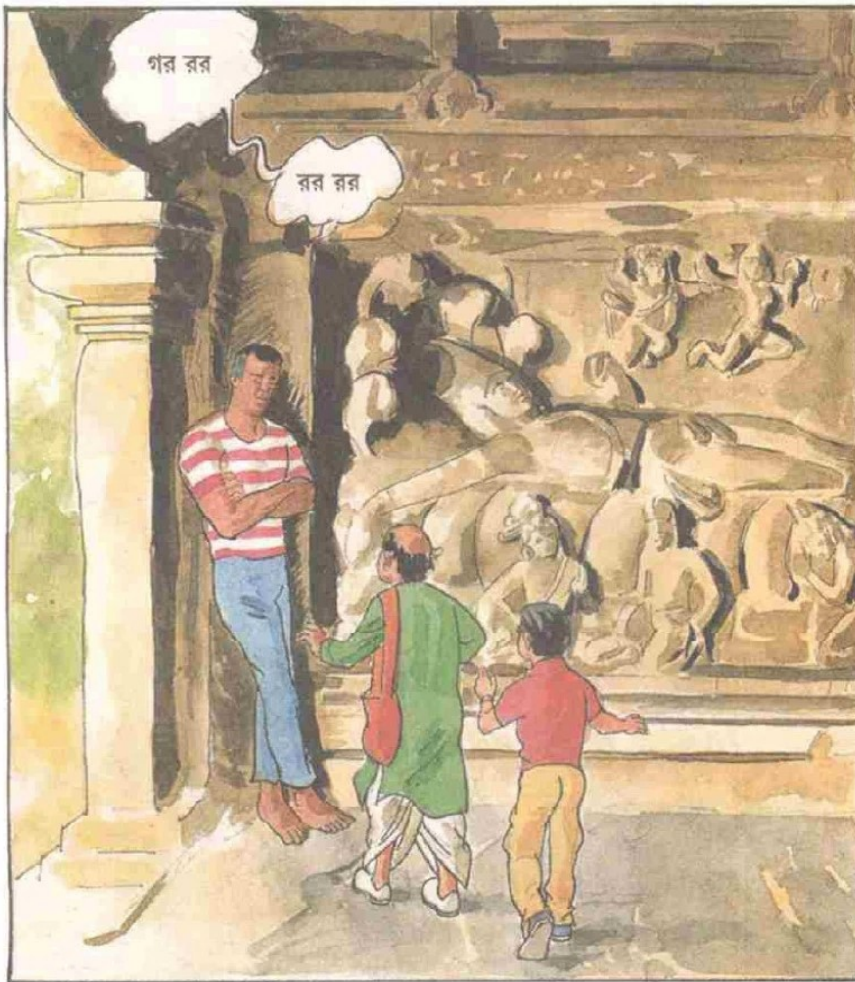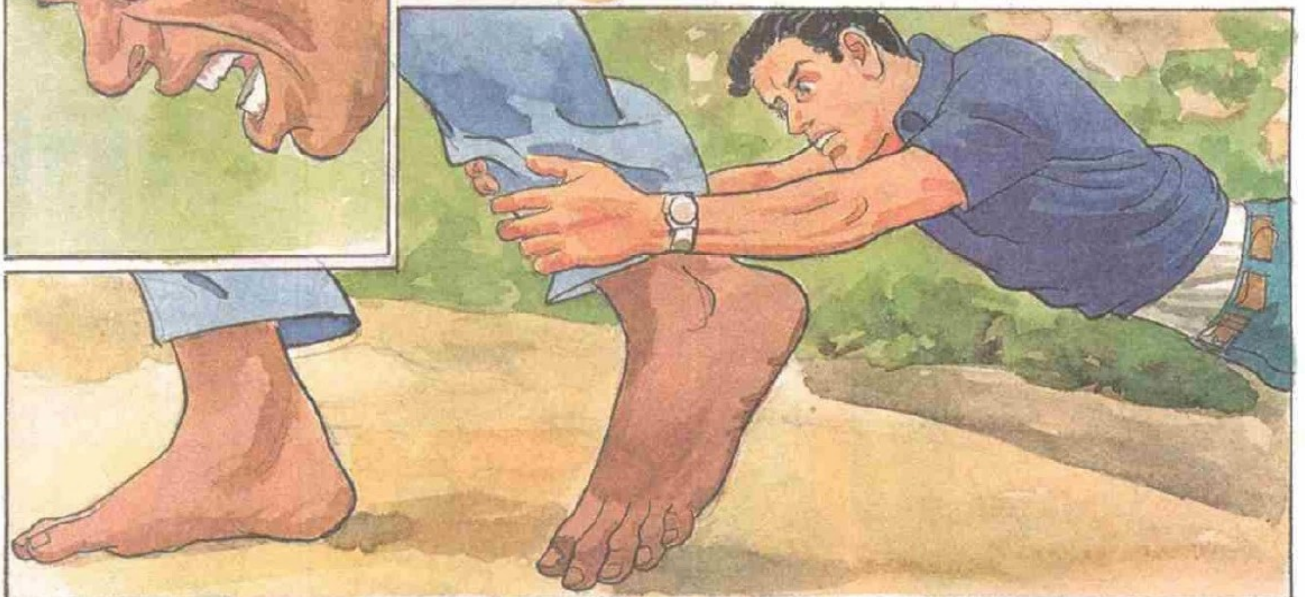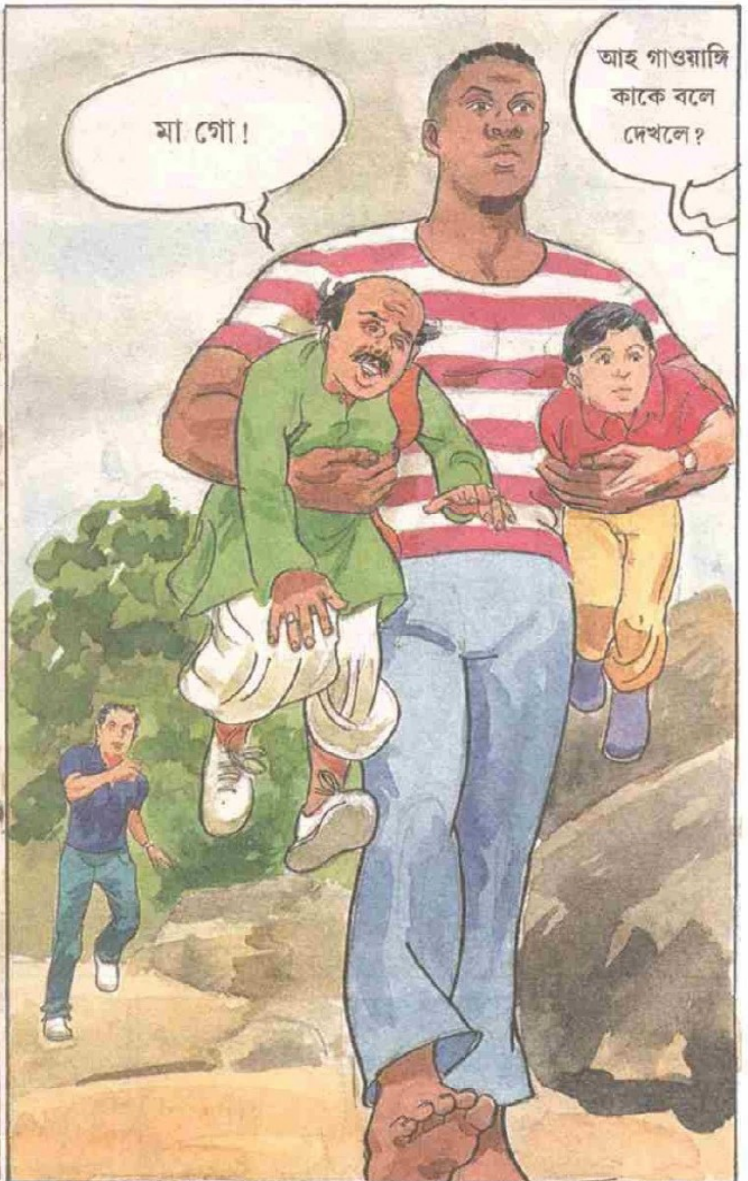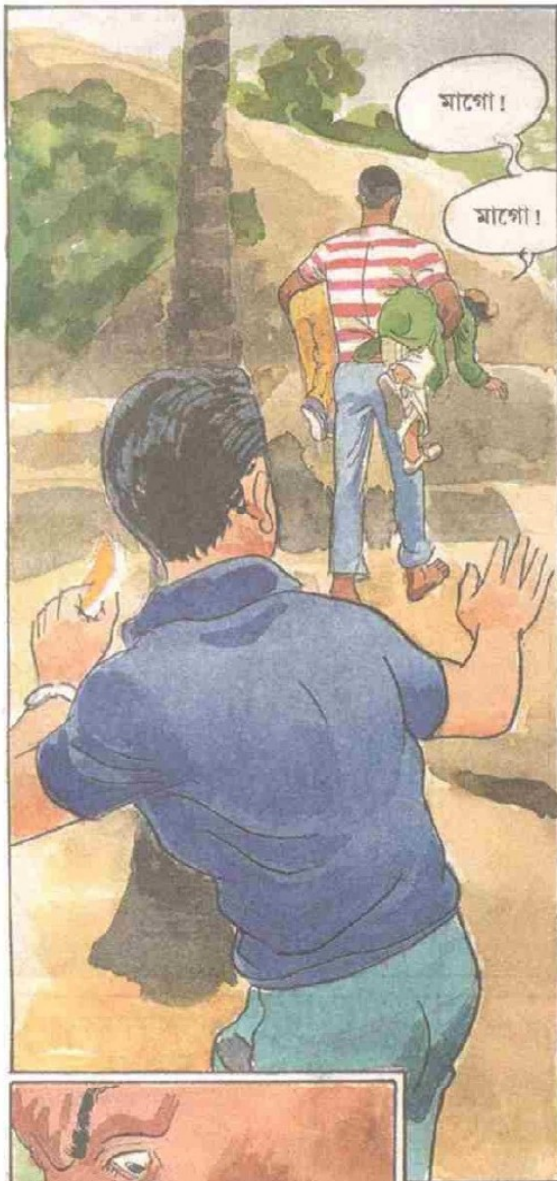
এই কে রে?
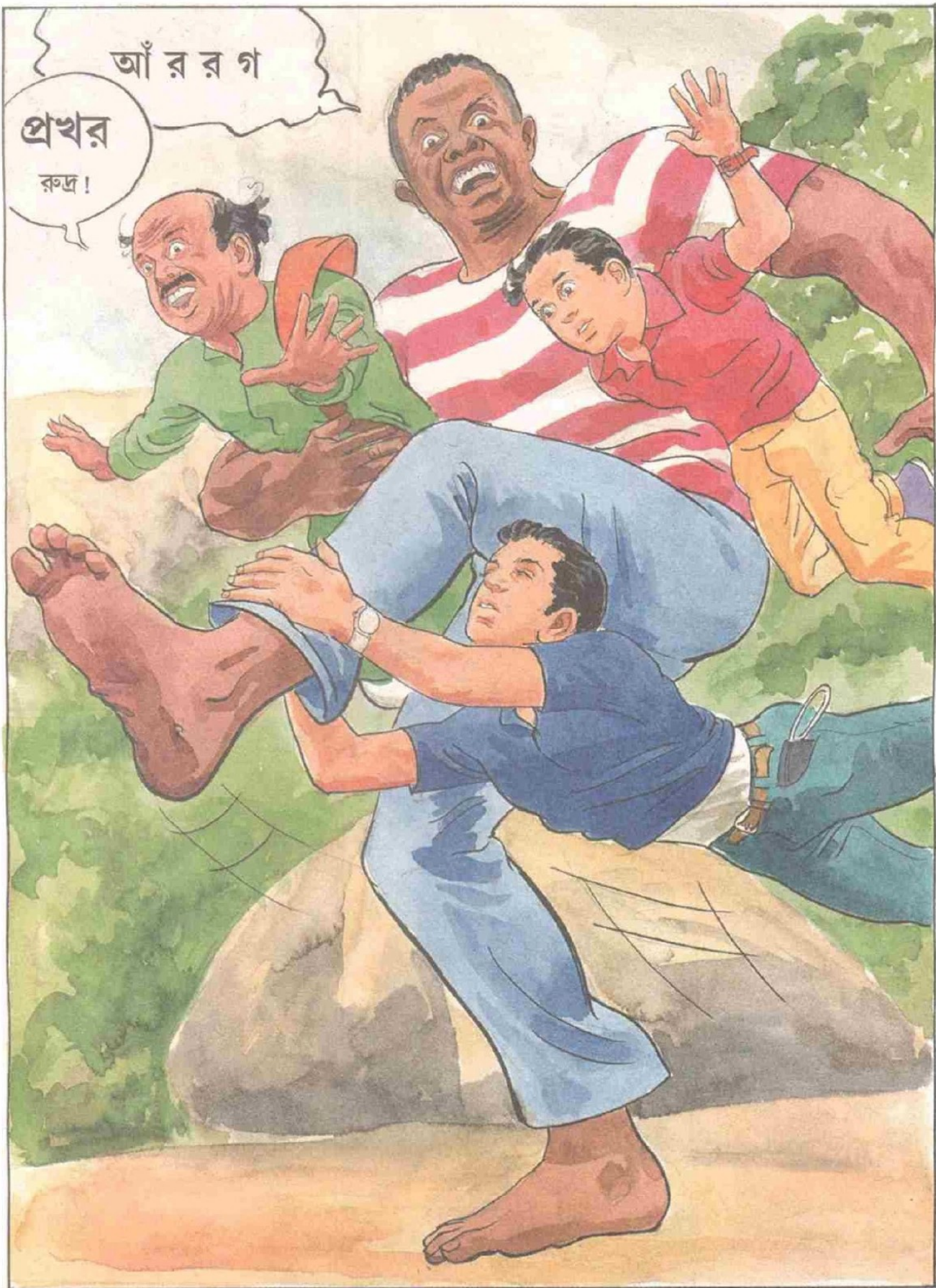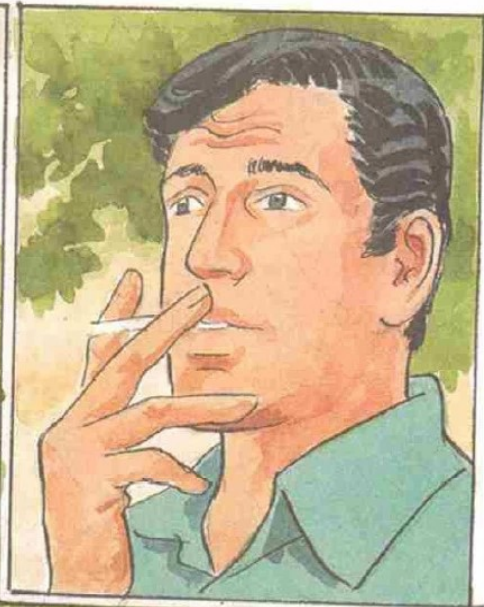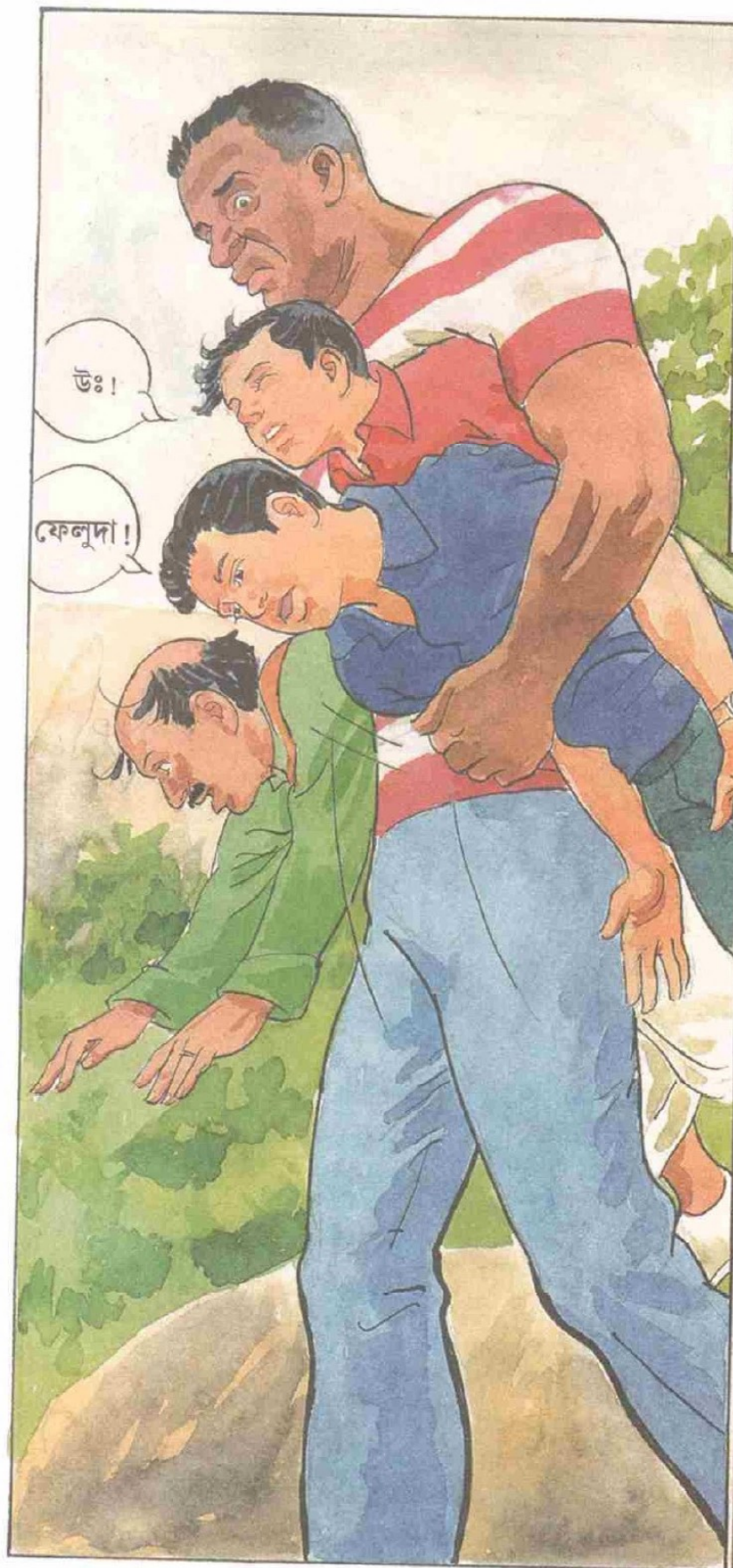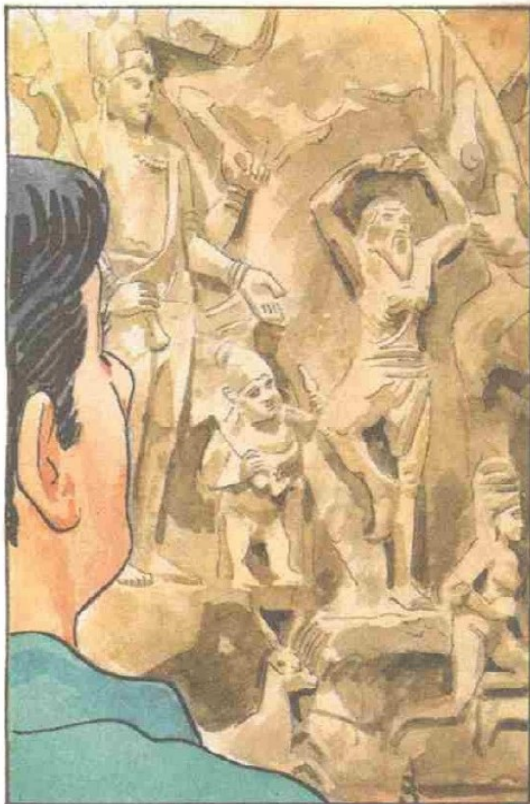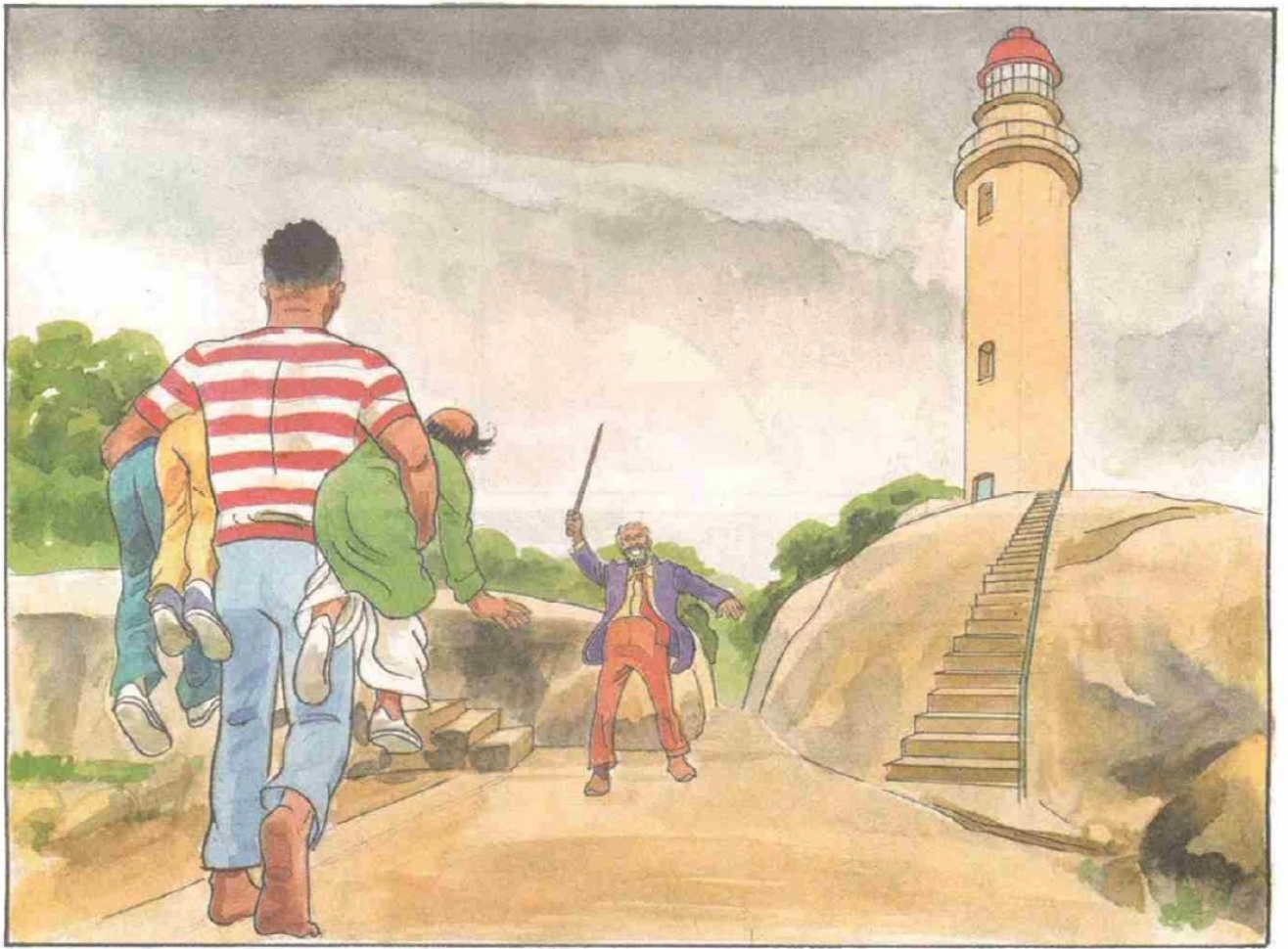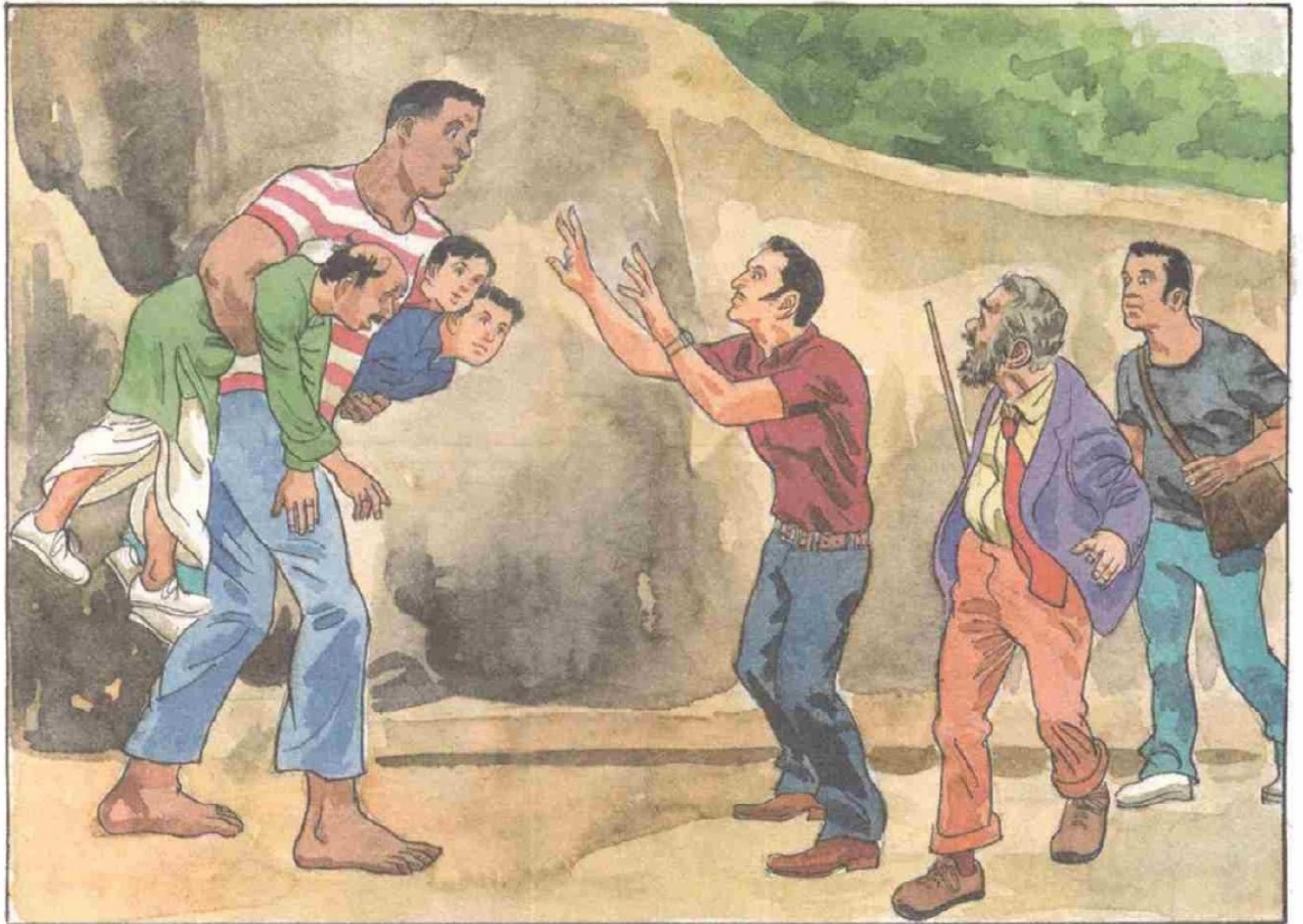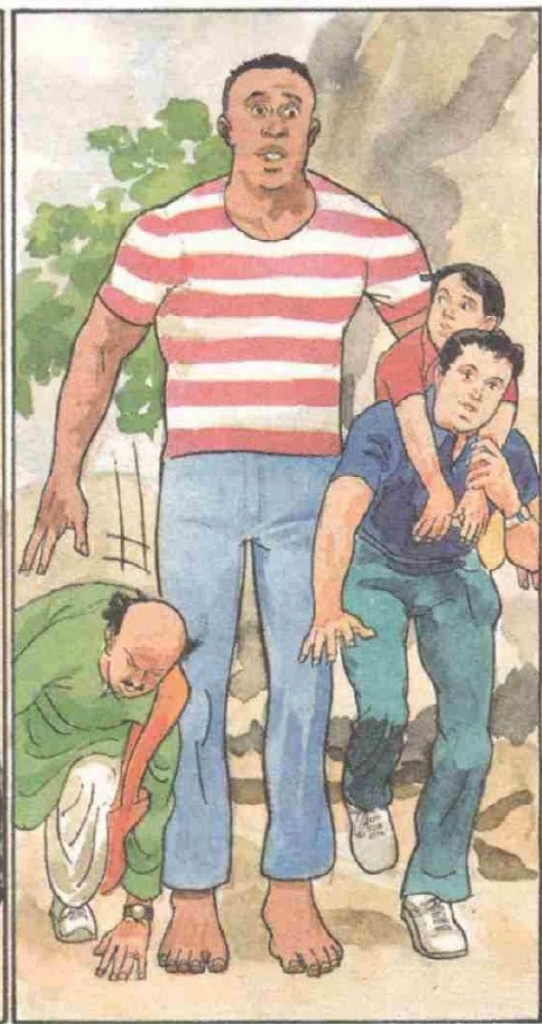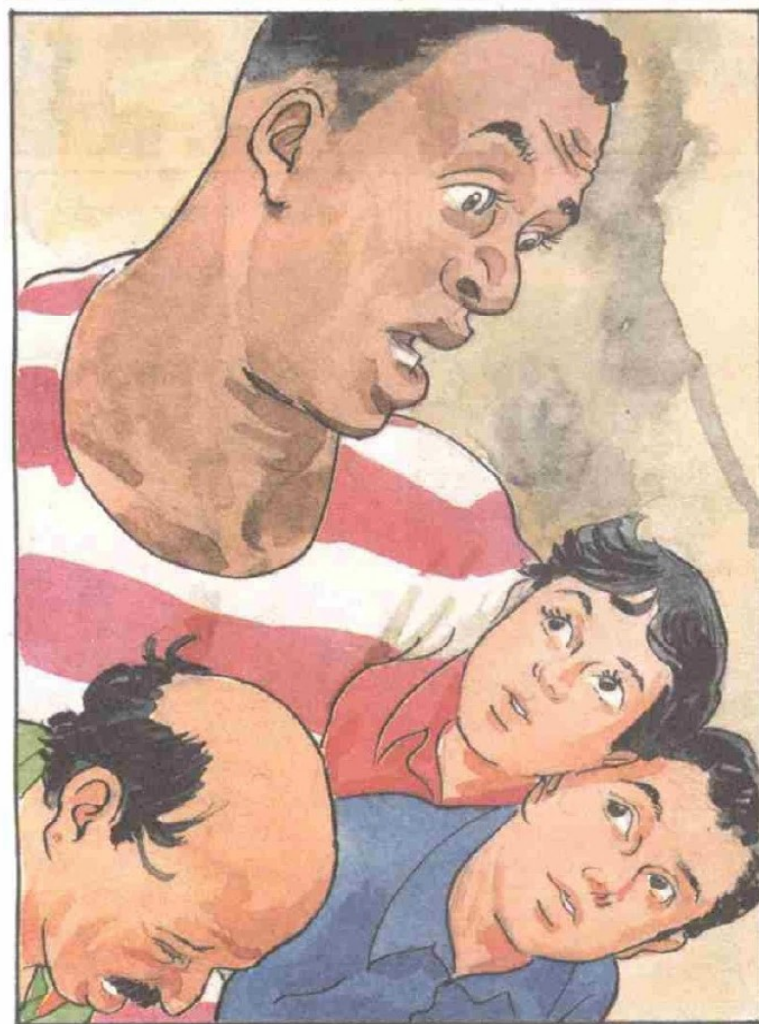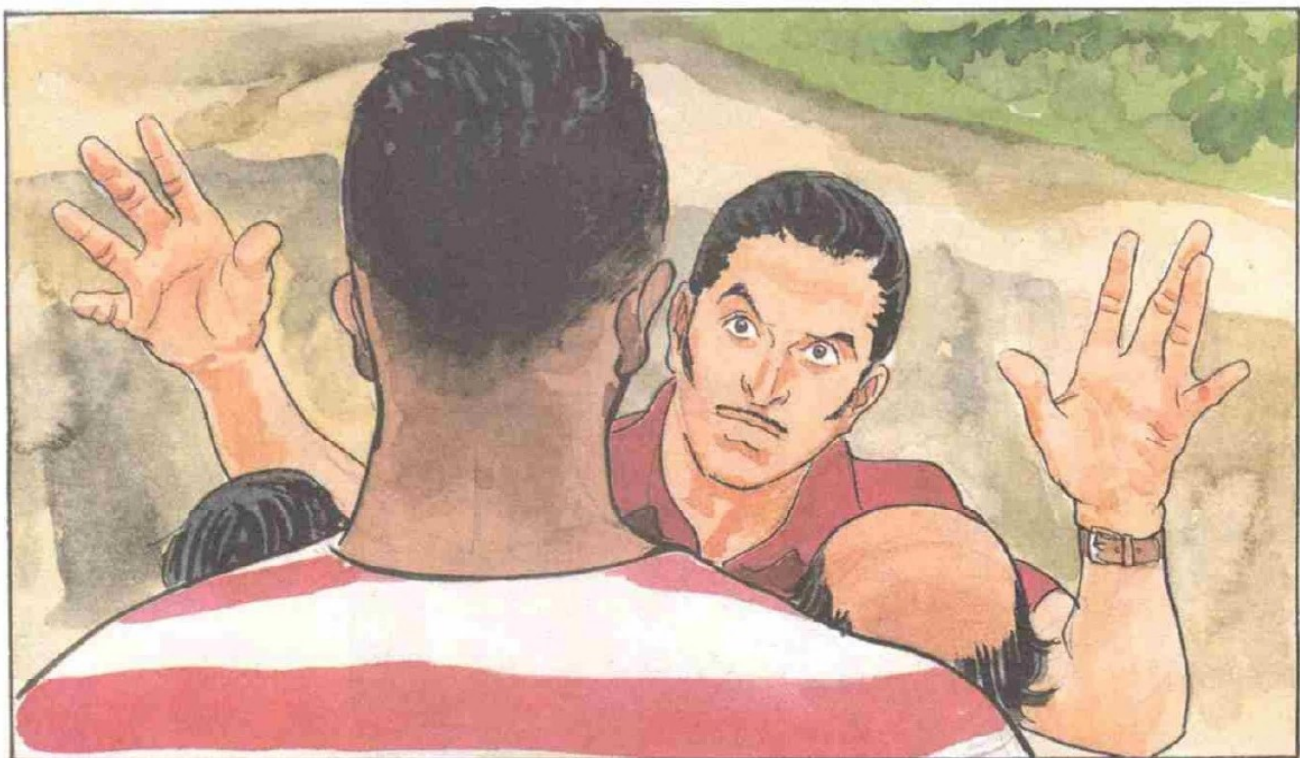
তোপসে, তোমরা গাড়িতে গিয়ে ওঠো।
আমরা আসছি।
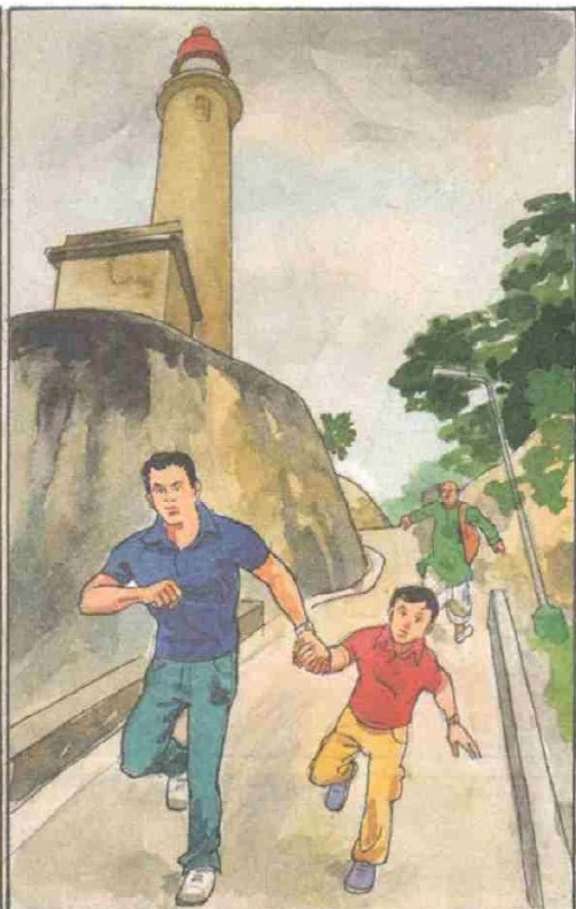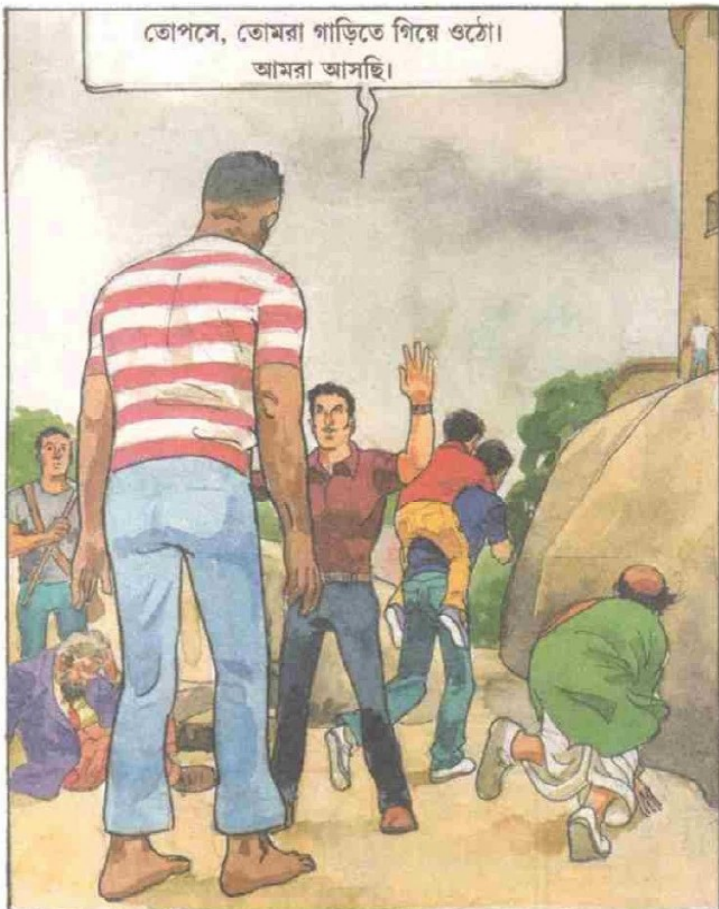
এখানেও একটা গুহা।

যেই হও, খুব বাঁচান বাঁচিয়েছ!

লালমোহনবাবু এদিকে।
চলো-চলো, ব্যাক ট্ চেন্নাই।

চলুন-চলুন।
ওঠো-ওঠো
দৈত্যটার বিয়াল্লিশটা দাঁত।

আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ। আজ লাঞ্চটা আমি খাওয়াব। আজকের অভিজ্ঞতার পর ইডলি দোসা চলবে না। মোগলাই!
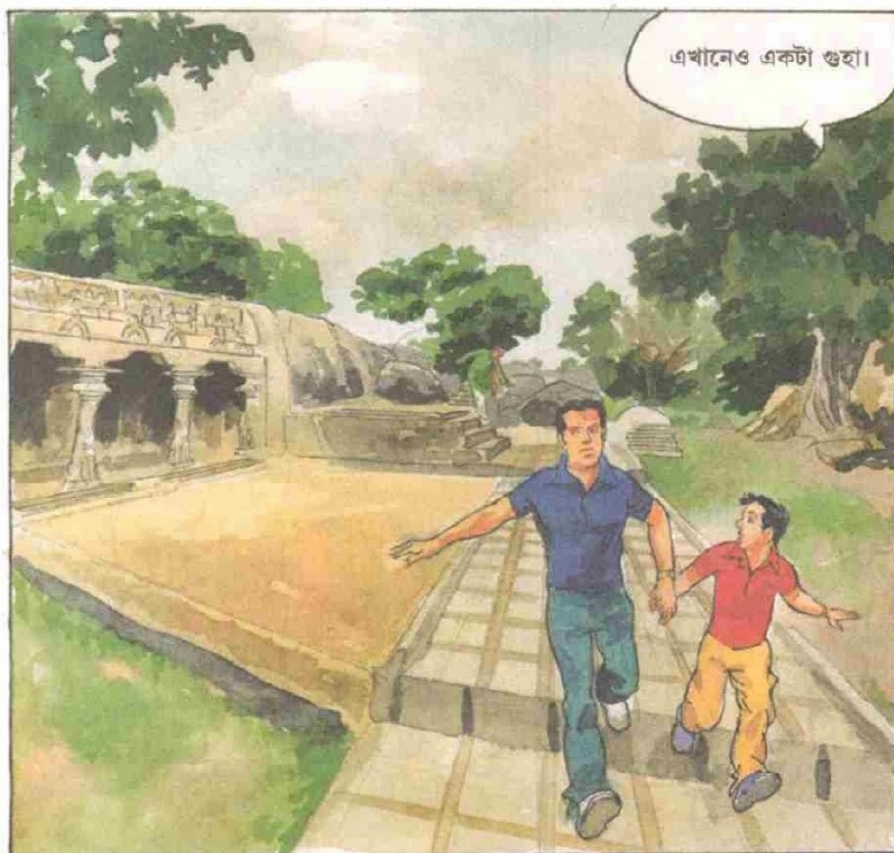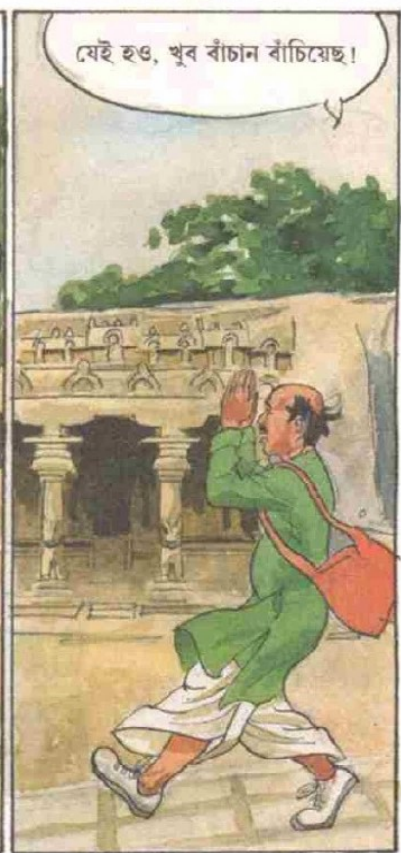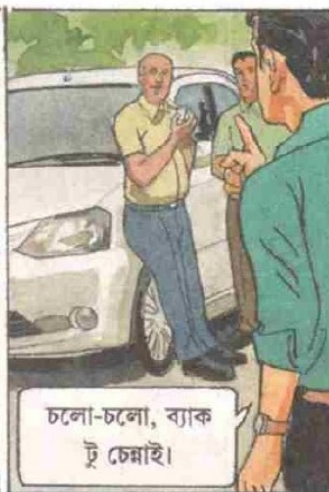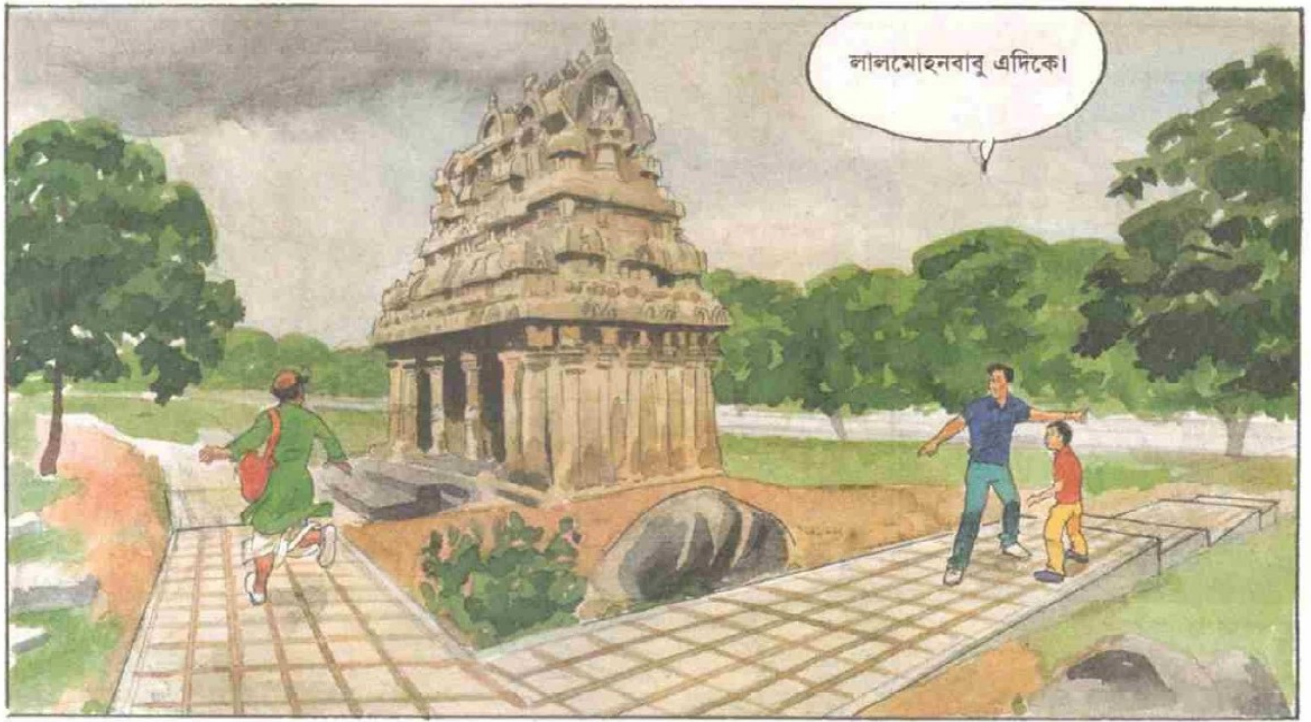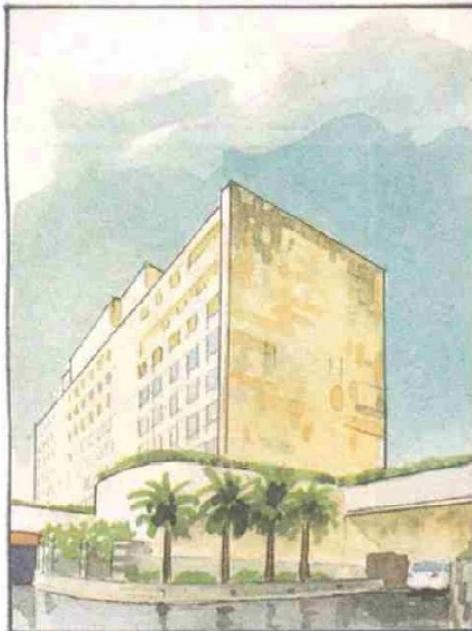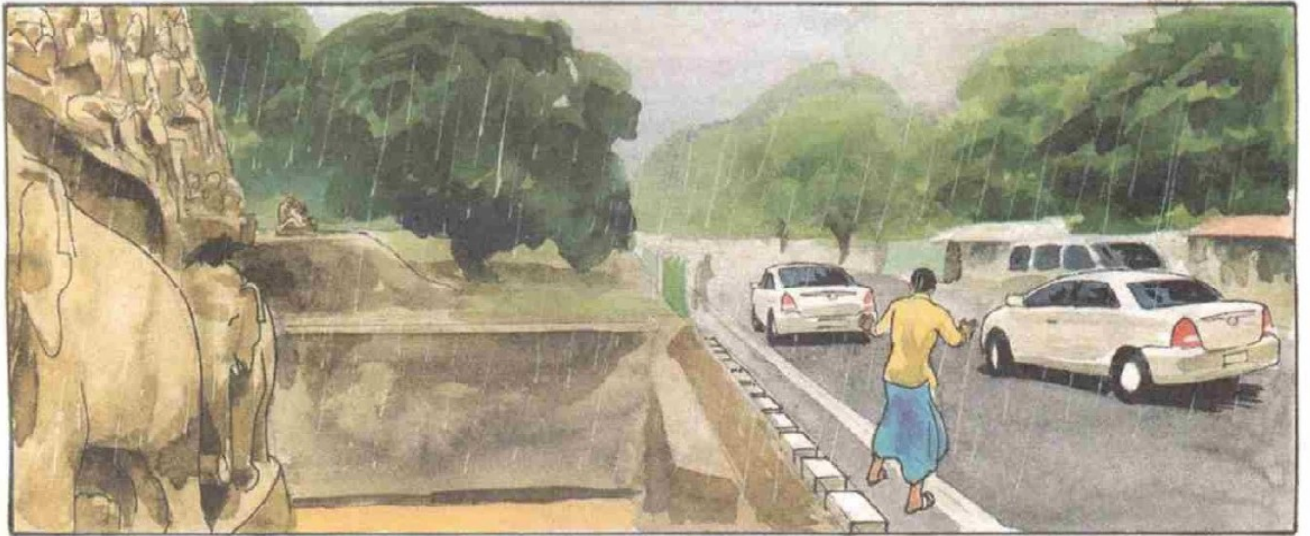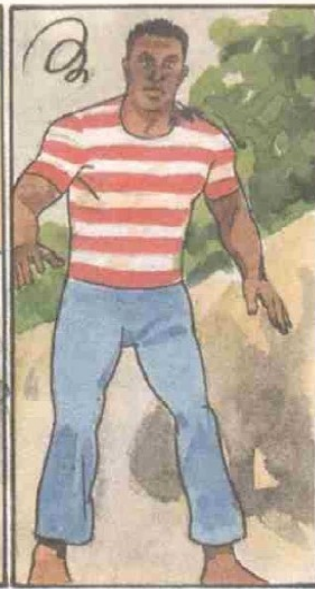
অনেক থ্রিলিং ঘটনার মধ্যে পরিচি মশাই। থ্যাঙ্কস টু ইউ। কিন্তু আজকেরটা একেবারে ফাইভ স্টার অভিজ্ঞতা। ভাবতে পারেন, ধুমসোটা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে...
ঘুমোচ্ছিল... নয়ন?
আর নাক ডাকছিল। গুহাটা কাঁপছিল।

বোঝাই যাচ্ছে গাওয়াঙ্গির মনটা খুব সরল। এমনকী এও হতে পারে, তার বুদ্ধি বলে কিছু নেই। যা আছে সে শুধু শারীরিক বল।

তোমরা ছিলে কোথায়?
শঙ্করের হবি হচ্ছে আয়ুর্বেদ।
আমি শুনেছিলাম যে, মহাবলীপুরমে সর্পগন্ধা গাছ পাওয়া যায়, তাই খুঁজতে গিয়েছিলাম।

সর্পগন্ধা তো ব্লাড প্রেশারে কাজে দেয়।
হ্যাঁ, সুনীলের প্রেশার মাঝে-মাঝে চড়ে যায়।
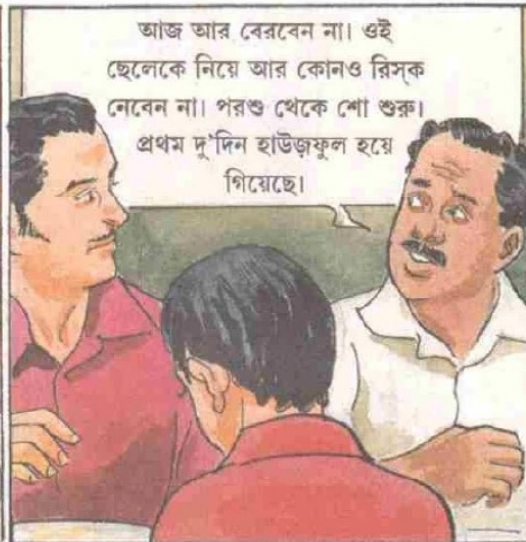
আজ আর বেরবেন না। ওই ছেলেকে নিয়ে আর কোনও রিস্ক নেবেন না। পরশু থেকে শো শুরু। প্রথম দু'দিন হাউজ়ফুল হয়ে গিয়েছে।
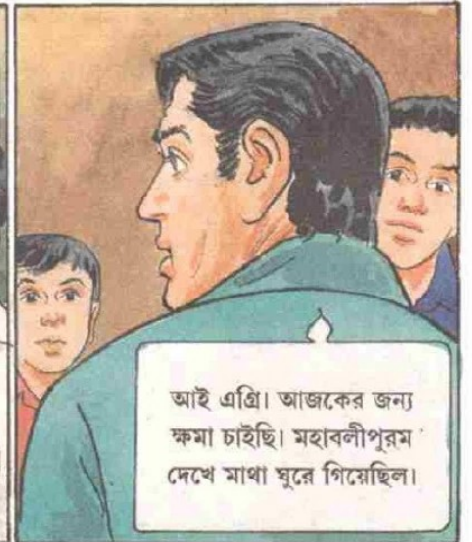
আই এগ্রি। আজকের জন্য ক্ষমা চাইছি। মহাবলীপুরম দেখে মাথা ঘুরে গিয়েছিল।

হ্যাঁ। আজ আমি ছাড়াই তো সংকট থেকে বেরিয়ে এলেন। এবার থেকে আপনিই সামাল দিন।
আপনি হলেন আপনি। এত বছর সঙ্গে রয়েছি, তার তো একটা ইয়ে রয়েছে।
ক্লপ
ক্লপ

মিঃ মিটার, আমি হিঙ্গোয়ানির ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।
চলে আসুন উপরে।

আপনার নামের সঙ্গে আমি পরিচিত, কিন্তু আপনার চেহারার সঙ্গে নয়। হুইচ ওয়ান অফ ইউ ইজ়...
দিস ইজ় মিঃ মিটার।

হাউ ডু ইউ ডু মিঃ মিটার!
উইল ইউ সিট ডাউন মিঃ...

হ্যান্ডশেকটা পুরোপুরি সাহেবি ব্যাপার। সাহেবি মেজাজেই করবেন। মিনমিনে বাঙালি নয়। গোরুখোরের গ্রিপ আর মাছখোরের গ্রিপ এক নয়।

আমার নাম বললে চিনবেন না। আমি এসেছি তেওয়ারির কাছ থেকে। আমি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। প্রথম দিকে কলকাতায় কাজ করলেও গত বাইশ বছর মুম্বইতে আছি। তাই আপনার চেহারার সঙ্গে পরিচয় হয়নি।

আই অ্যাম সারপ্রাইজ়ড। কারণ আপনার চেহারা দেখে গোয়েন্দা বলে মনেই হয় না। ইউ লুক ভেরি অর্ডিনারি। বরং এঁকে...
হি ইজ় মাই ফ্রেন্ড মিঃ লালমোহন গাঙ্গুলি।

পাওয়ারফুলি আউটস্ট্যান্ডিং রাইটার।
আই সি।

এই লোকের হয়ে আপনি কাজ করছেন প্রোফেশনালি। তাই না?
এই রে হিঙ্গোয়ানি!

তাই যদি হয় তা হলে আমি আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী। ওর ব্যাপারটা কাগজে পড়ে আমি ওর সঙ্গে যোগাযোগ করি। বাইশ বছর পরে আমায় দেখে তেওয়ারি আনন্দে লাফিয়ে ওঠে। বুঝতেই পারছেন কিছু লিডস ধরে কলকাতা থেকে চেন্নাই চলে আসাটা একজন ডিটেকটিভের কাছে খুব কঠিন কাজ নয়। আপনি স্বীকার করছেন তো যে হিঙ্গোয়ানি আপনাকে অ্যাপয়েন্ট করেছে তাকে প্রোটেক্ট করার জন্য?
এনি অবজেকশন?

মেনি। তেওয়ারি সিন্দুকের ঘটনা এখন মোড় নিয়েছে। আপনি যার প্রাণরক্ষার ভার নিয়েছেন তিনি কেমন লোক জানেন? হি ইজ় আ থিফ। স্কাউন্ড্রেল অ্যান্ড নাম্বার ওয়ান লায়ার।
হা-হাউ ডু ইউ নো?

তার আকাট্য প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। হিঙ্গোয়ানি তেওয়াররির সিন্দুক থেকে বিশ লক্ষের উপর টাকা চুরি করেছে। সিন্দুকের তলা থেকে হিঙ্গোয়ানির আংটি পাওয়া গেছে। একেবারে পিছন দিকে চলে গিয়েছিল। তাই এতদিন বেরয়নি। দিস উইল ফিনিশ হিঙ্গোয়ানি।
যখন চুরিটা হয় তখন তো হিঙ্গোরাজ থুড়ি হিঙ্গোয়ানি আপিসে ছিলেন না।
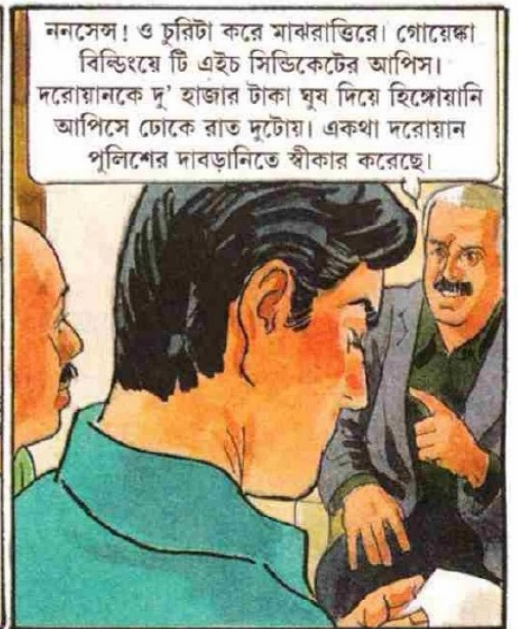
ননসেন্স! ও চুরিটা করে মাঝরাত্তিরে। গোয়েঙ্কা বিল্ডিংয়ে টি এইচ সিন্ডিকেটের আপিস। দরোয়ানকে দু' হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে হিঙ্গোয়ানি আপিসে ঢোকে রাত দুটোয়। একথা দরোয়ান পুলিশের দাবড়ানিতে স্বীকার করেছে।

কম...কম্বিনেশন কি কেউ কাউকে বলে?
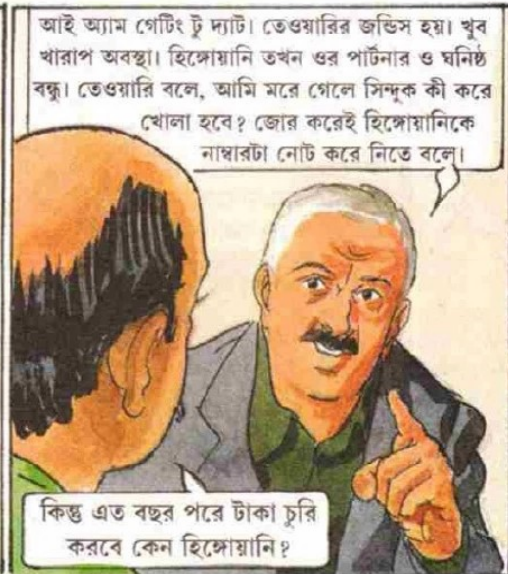
আই অ্যাম গেটিং টু দ্যাট। তেওয়ারির জন্ডিস হয়। খুব খারাপ অবস্থা। হিঙ্গোয়ানি তখন ওর পার্টনার ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তেওয়ারি বলে, আমি মরে গেলে সিন্দুক কী করে খোলা হবে? জোর করেই হিঙ্গোয়ানিকে নাম্বারটা নোট করে নিতে বলে।
কিন্তু এত বছর পরে টাকা চুরি করবে কেন হিঙ্গোয়ানি?
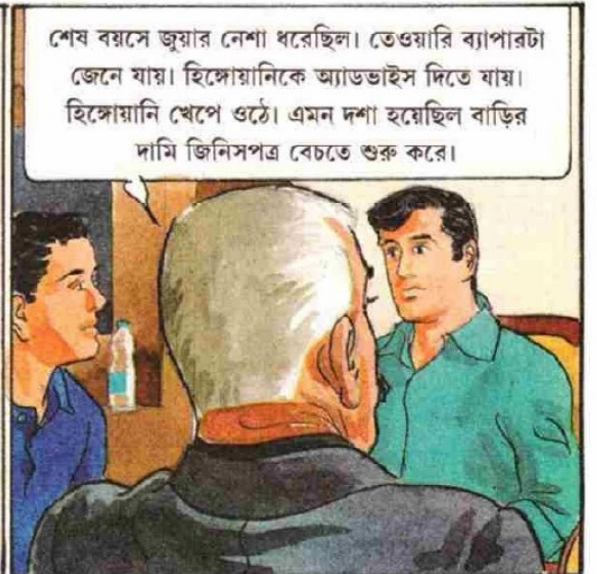
শেষ বয়সে জুয়ার নেশা ধরেছিল। তেওয়ারি ব্যাপারটা জেনে যায়। হিঙ্গোয়ানিকে অ্যাডভাইস দিতে যায়। হিঙ্গোয়ানি খেপে ওঠে। এমন দশা হয়েছিল বাড়ির দামি জিনিসপত্র বেচতে শুরু করে।

আপনি কী করবেন স্থির করেছেন?
আমি ওর ঘরেই যাব। আমার বিশ্বাস, চুরির টাকা ওর সঙ্গেই আছে। তেওয়ারি কেমন মানুষ জানেন? সে বলেছে, তার টাকা ফেরত পেলে সে তার পুরনো বন্ধুর বিরুদ্ধে কোনও স্টেপ নেবে না। এটাও জানাব, তাতে যদি তার চেতনা হয়।

আর যদি না হয়?

সে ক্ষেত্রে অন্য ব্যবস্থা
আপনি গোয়েন্দা হয়ে আ-আইন-বিরুদ্ধ কাজ...
ইয়েস। মিঃ মিটার। আমি অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করি। এটা কি জানেন না যে, গোয়েন্দা আর ক্রিমিনালে প্রভেদ সামান্যই?

গ্ল্যাড টু মিট ইউ, মিঃ মিটার। গুড ডে।
সেম টু ইউ।

কীরকম করলাম?
ভেরি গুড। মৌন থাকার সুবিধে...

চিন্তার আরও বেশি সময় পাওয়া যায়। হিঙ্গোয়ানি যে হালে রোগা হয়ে গিয়েছেন সেটা বোঝাই যায় ওর কবজি থেকে বারবার ঘড়ি নেমে যাওয়া দেখে। আংটি খুলে যাওয়া খুব স্বাভাবিক।
আপনি কি তা হলে গোয়েন্দার কথা বিশ্বাস করছেন?

করছি। তবে হিঙ্গোয়ানি টাকা চুরির করেছে অর্থাভাব মেটানোর জন্য নয়, মিরাকল্‌স আনলিমিটেড কোম্পানিকে দাঁড় করানোর জন্য। তরফদারকে ব্যাক করার জন্য।
তুমি হিঙ্গোয়ানির সঙ্গে দেখা করবে না?

তার প্রয়োজন নেই। টাকা বাধ্য হয়েই এই গোয়েন্দার হাতে তুলে দিতে হবে, প্রাণের ভয়ে। কাজেই পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তার আর কোনও ভবিষ্যৎ নেই।
তা হলে এখন?
এখানেই দাঁড়ি দিন। এর পরে যে কী, তা আমি নিজেই জানি না।
এসো এসো...ওই টাকার ব্যাপারটার জন্য এসেছ তো...
ফেরা যাক...হিঙ্গোয়ানি কী করল জানতে ইচ্ছে করছে।
কিডন্যাপড্!
নয়ন একা ঘরে বসে অস্থির হয়ে গিয়েছিল। তাই ওকে নিয়ে গিয়েছিলাম লবির বুকশপে। দোকানের মেয়েটি দুটো বই প্যাক করে ক্যাশ মেমো করে দিচ্ছিল। মেয়েটিই বলল, হোয়্যার ইজ় দ্যাট বয়? পিছনে ফিরে দেখি নয়ন নেই।
নেই?
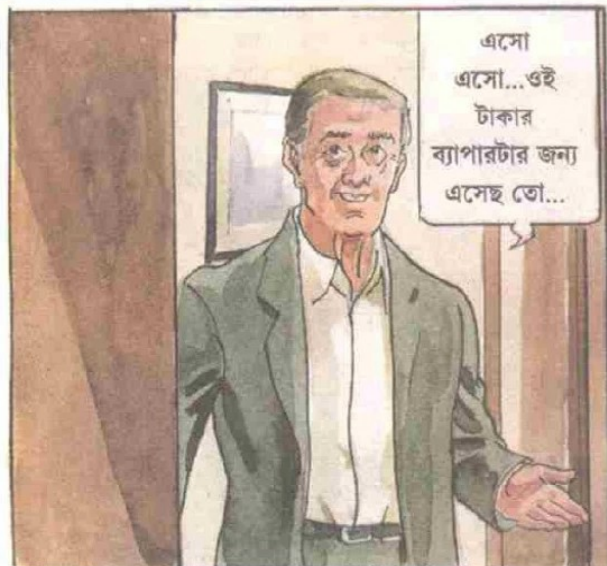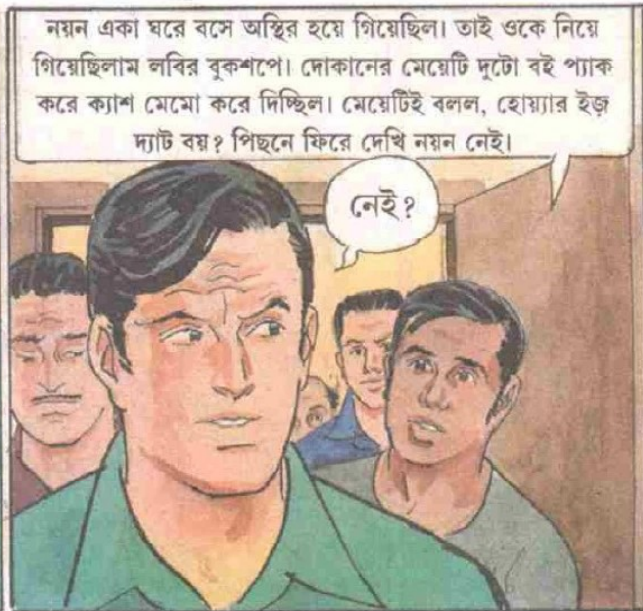
লবিতে এত ভিড়। একে-ওকে জিজ্ঞেস করলাম। কোনও ফল হল না।
এটা ঘটল কখন?
কখন?
আমরা অনেক ঘুরছি, স্যার। তা ঘণ্টাদেড়েক হবে।
বলিহারি! উঃ!
পুলিশে খবর দিয়েছ?
এই আপনাকে... শঙ্কর যাও, যাও।
হিঙ্গোয়ানি...মিঃ রেড্ডি।
হিঙ্গোয়ানিকে আপনি গিয়ে যদি বলেন...
আমি!
আমি গেলে টুঁটি টিপে মেরে ফেলবে।
আমরা যাচ্ছি।
হিঙ্গোয়ানির কিছু বলেননি?
কী বলবেন?
কিছু না... গো গো
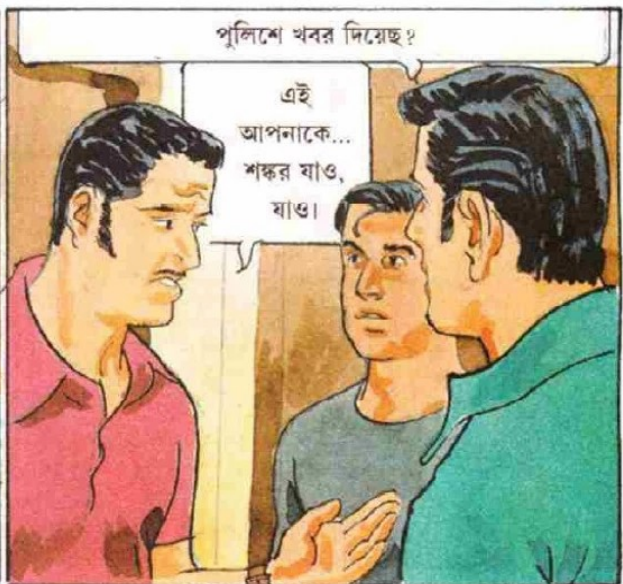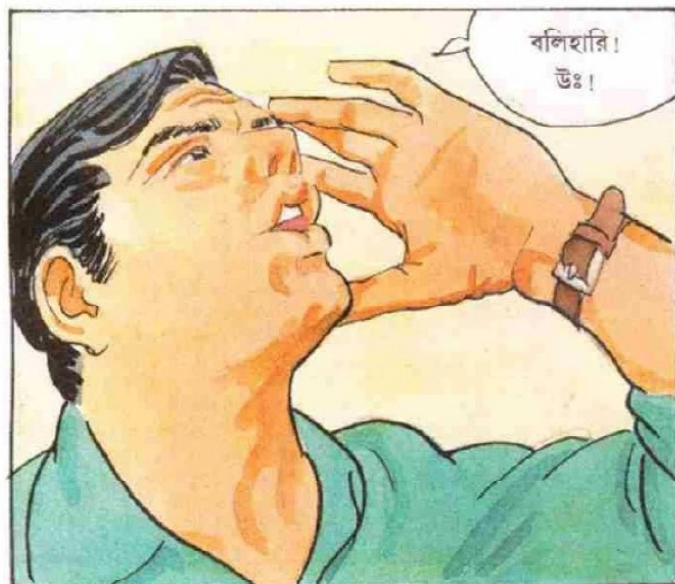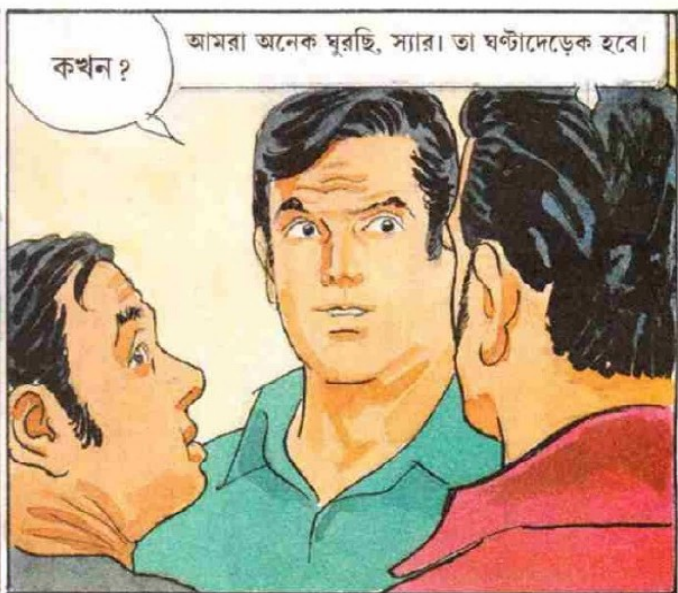
টিং
টং
ভদ্রলোকের তো
বেরবার কথা নয়।
ঘরের ভিতরে
লাইটনিং হচ্ছে!
লাইটনিং? টিভি
চলছে হয়তো।
খোলা!
হিং হিং হিং হিক!
আঁ!

দ্য মার্ডার হ্যাজ় বিন কমিটেড। বিটুইন টু থার্টি টু থ্রি ও ক্লক।
যে ডিটেকটিভের কথা বলছি সে আমাদের ঘর থেকে পৌনে তিনটেয় বেরিয়েছিল।
যে কেসে আপনি বলছেন ওর টাকা থাকত ইজ় মিসিং। শুধু টাকার জন্য খুন কিনা আমরা দেখছি। আপনি তো ঘরেই আছেন?
যখন দরকার বলবেন।
নাও অ্যাবাউট দ্য বয়...কখন কোথায় কীভাবে হয়েছে যদি বলেন...
লবিতে।
যদি ধরেই নিই হিঙ্গোয়ানির সঙ্গে এই ডিটেকটিভের আলাপ ছিল।
তুমি কি শুধু হিঙ্গোয়ানি মার্ডারের কথাই ভাবছ। ফেলুদা?
কিন্তু নয়নের মতো ছেলের চুরি যাওয়াটা অনেক বেশি ভাবনার। তুমি নয়নের কথা ভাব।
দুটোই ভাবছি রে, তোপসে। কিন্তু কেন জানি না মনের মধ্যে দুটো জট পাকিয়ে যাচ্ছে।
দুটো তো সেপারেট ঘটনা, জট পাকাতে দিচ্ছেন কেন?
আমি জট পাকাচ্ছি না মিঃ গাঙ্গুলি। পাকানোই রয়েছে।

নো সাইন অফ স্ট্রাগল..
কিন্তু সেই লোক যখন ছুরি বের করে তখন হিঙ্গোয়ানি বাধা দেবেন না?
কী ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব সেটা...
স স স
বুঝেছি।
কিন্তু কেন?
আপনি একটু একা থাকতে চাইছেন কি?
থ্যাঙ্ক ইউ মিঃ গাঙ্গুলি। আধ ঘণ্টা একা থাকতে চাই।

নয়নের বিপদের আশঙ্কা যখন প্রথম থেকেই ছিল...আমরা ওকেই জিজ্ঞেস করতে পারতাম।

কী করে করতেন...ও তো সংখ্যায় ছাড়া বলতে পারত না।
বলো তো নয়ন তুমি কোন সময়, কোন দিনে কিডন্যাপড হবে?

আমার ইচ্ছে করছে একবার বুকশপটাতে ঢুঁ মারি।
গুড আইডিয়া। আর বলা যায় না, দেখব আমার বই ডিসপ্লে করা হয়েছে।

ইয়েস স্যার?

ডু ইউ হ্যাভ ক্রাইম নভেল্‌স ফর ইয়ে। কী বলে কিশোরস?
কিশোরস?

ফর ইয়ং পিপল।
ইন হোয়াট ল্যাঙ্গোয়েজ?
বাংলি, আই মিন বেঙ্গলি।
নো স্যার। নো বেঙ্গলি বুকস। বাট ইউ হ্যাভ লট্স অফ চিলড্রেন বুক্স ইন ইংলিশ।

নয়ন কোথায়?
নয়ন তো কিডন্যাপ্ড, স্যার

টুডে মানে...ইভনিং
ডিড এনিওয়ান কাম দিস আফটারনুন টু বাই বুক্স উইথ আ বয়?

ইয়েস। নো?
দিস ইভনিং?
নো?

নো স্যার। গত চারদিনের মধ্যে কোনও ছোটদের বই আমরা বিক্রি করিনি।

ও বাথরুমে?
ডোন্ট পুশ মি স্যার।

কিছু একটা ঘটেছে

এ তো একেবারে নতুন ব্যাপার!

আমায় বাঁচান, ফেলুবাবু।
কী হল?
শঙ্কর বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। আমার বিপদের কী আর শেষ নেই?
না, সুনীল তরফদার। এই সবে শুরু।

মানে?
মানে অত্যন্ত সহজ। তুমি এখনও নিরপরাধের পোশাক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছ। এ পোশাক তোমায় মানায় না। তুমি যে ঘোর অপরাধী!

আমার অপরাধটা কী সেটা জানতে পারি?
নিশ্চয়ই। এক, তুমি হত্যাকারী। দুই, তুমি চোর।
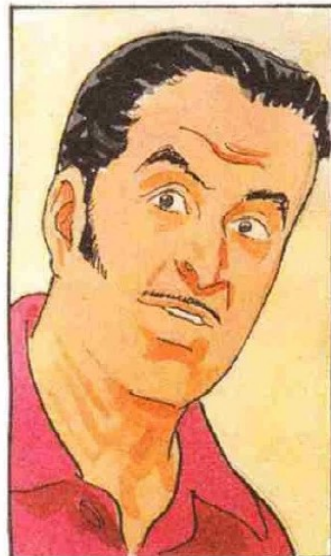
আ-আপনি পাগল হয়ে...

মোটেই না। হিঙ্গোয়ানি চেনা লোক ছাড়া দরজা খোলার কথা নয়। সেই গোয়েন্দা হিঙ্গোয়ানির ছবি এনেছিলেন। তারা একে অপরকে চিনতেন না। অতএব তার জন্য দরজা খুলে দেওয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

আমি যদি ছুরি বের করে তাঁর দিকে এগিয়ে যেতাম। তিনি কি বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতেন না?
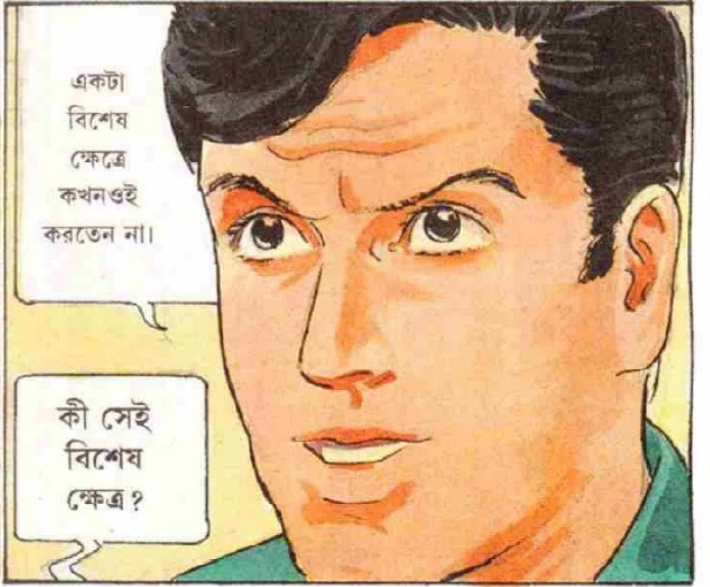
একটা বিশেষ ক্ষেত্রে কখনওই করতেন না।
কী সেই বিশেষ ক্ষেত্র?
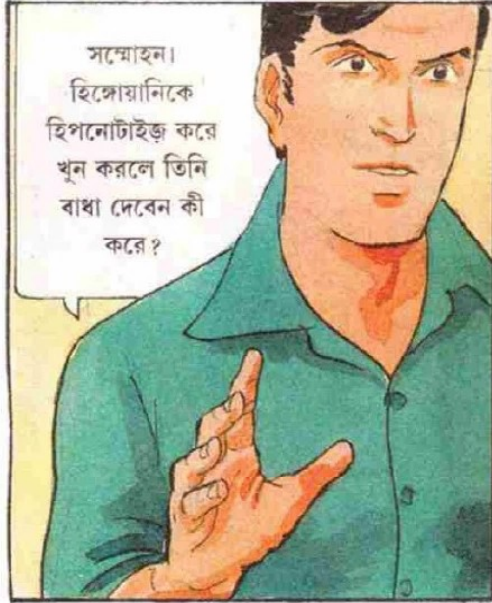
সম্মোহন। হিঙ্গোয়ানিকে হিপনোটাইজ় করে খুন করলে তিনি বাধা দেবেন কী করে?

হিঙ্গোয়ানি আমার অন্নদাতা। আমার প্রধান অবলম্বন নয়ন চলে গিয়ে আমার কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে?
ঠিকই। তোমার খুন করার আইডিয়া হয়তো আগে ছিল না।

এই ডিটেকটিভকে দেখে তোমার কোনও সন্দেহ জাগে...এই ঘরের বাইরে আড়ি পেতে ছিলে...
আপনি উলটোপালটা বকছেন মিঃ মিত্তির। মাথা ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করুন।

আমার মাথায় জল ঢালো। দেখবে বরফ হয়ে গিয়েছে। আমি নীচের বুকশপে গিয়েছিলাম। দোকানের মহিলা বললেন, গত চারদিনে ছোটদের কোনও বই বিক্রি হয়নি এবং কোনও খদ্দেরের সঙ্গে ছোট ছেলে আসেনি।

শি-শি মাস্ট বি লাইং।
নো, নট শি। মিথ্যাবাদী হচ্ছ তুমি এবং শঙ্কর হুবলিকার। শঙ্করের ঘুসি খেয়ে কিছুটা চেতনার সঞ্চার হবে, কিন্তু তোমার ট্যাটামো দেখছি কিছুতেই যাচ্ছে না।
শঙ্করকে আপনিই বেহুঁশ করেছেন?
ইয়েস। কারণ সে খুনের কারণ গোপন রাখতে সাহায্য করছিল।
টিং
টং
কাম ইন!
কাম ইন মিঃ রামচন্দ্রন।
এই ব্যক্তি বলছেন আমি খুন করেছি। কিন্তু কোনও কারণ বা মোটিভ দেখাতে পারছেন না।
শুধু খুন নয়। হিঙ্গোয়ানির প্রতিটি কর্পদক এক তোমার হাতে। বিশ লাখের উপর, সেটা দিয়ে নিজের পৃষ্ঠপোষকতা নিজেই করার মতলব করেছিলে।
তোপসে। বাথরুমে যে রয়েছে। তাকে বের করে আন।
এসো নয়ন।

তোমার অসুবিধে হয়নি তো?
না-না।
নয়ন, তরফদারমশাইকে ক' বছর জেল খাটতে হবে বলো তো?
আমি তো জানি না।
কেন নয়ন?
আমি তো চোখের সামনে আর নম্বর দেখছি না। তোমায় তো বললাম সব নম্বর পালিয়ে গিয়েছে।

সমাপ্ত